পরিশিষ্ট।

অনুমান	Hypothesis.
অনূদিত	Translated.
আত্ম-জীবনী / আত্ম-জীবনচরিত / আত্ম-জীবনবৃত্ত ...	Auto-biography.
উন্মাদ	Insanity.
উপদংশ	Syphilis.
ঔষধ-তত্ত্ব	Materia Medica.
কল্পনা	Hypothesis.
কেন্দ্র	Centre.
খেঁচনি	Spasom.
চিকিৎসা	Therapeutics.
দুগ্ধ-শর্করা	Sugar of Milk.
ধারক	Astringent. / Adstringent.
নিদান	Pathology.
পরীক্ষণ	Experiment.
পক্ষাঘাত	Pulsy.
পর্য্যবেক্ষণ	Observation.
প্রতিরোধক / প্রতিষেধক	Prophilactic.
বিরেচক	Evacuants. / Purgative.
বিষ-বিষয়ক গ্রন্থ	Toxicology.

বৈদ্যিক ব্যবহার বৈদ্যিক ব্যবহার-তত্ত্ব		Medical Jurisprudence.
ভেষজ-তত্ত্ব ভৈষজ্য-তত্ত্ব	... ...	(ঔষধ-তত্ত্ব দেখ।)
ভৌগোলিক	... ...	Geographical.
মধ্যবিন্দু	... ...	(কেন্দ্র দেখ।)
যক্ষ্মা	... ...	Consumption.
রসায়ন	... ...	Chemistry.
রসায়নজ্ঞ রসায়নবিৎ রসায়নবেত্তা	... ...	Chemist.
রাসায়নিক	... ...	Chemical.
শোথ	... ...	Drupsy.
শূল-বেদনা	... ...	Colic pain.
সদৃশ-ব্যবস্থা-প্রথা	... ...	Homœopathic system. Homœopathia. Homœopathy. Similia Similibus Curentur.
সমীক্ষণ	... ...	(পর্য্যবেক্ষণ দেখ।)
সেঁকো	... ...	Arsenic.
সুরাসার	... ...	Alchohol.
স্ব-প্রণীত জীবনী স্ব-প্রণীত জীবনচরিত স্ব-রচিত জীবনবৃত্ত	...	(আত্ম-জীবনী দেখ।
হাঁপানি কাশ	... ...	Asthma.

ভ্রান্তি শোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	১৪	বাহ্বট	বাভট বা বাগ্‌ভট
২	২	যথার্থতঃ	যথার্থত
৩	৩	হিপক্রিটিস্	হিপক্রেটিস্
৩	১০	ফলতঃ	ফলত
৩	২৬	বর্ত্তামান	বর্ত্তমান
৪	২৫	ফল-প্রদানে	ফলোৎপাদনে
৮	১১	একা	এক
৯	২৬	শুভাদৃষ্টবশতঃ	শুভাদৃষ্টবশত
১০	১৬	বিংশ	উনবিংশ
১২	১৩	জীবনীতে তাহা	জীবনীতে
২০	১৯	হানিমানীয় মদ্যপরীক্ষক	হানিমানীয় মদ্য পরীক্ষক যন্ত্র
২১	৪	গতি-অবরুদ্ধ	গতি অবরুদ্ধ
২১	১৭	পড়াশুনা	পড়াশুনার
২১	২০	মাকুরিয়স্	মার্কুরিয়স্
২১	২৩	মদ্যপরীক্ষক ও মাকুরিয়স্	মদ্যপরীক্ষক যন্ত্র ও মার্কুরিয়স্
২২	৩	ডেমাসির	ডেমাশির
২৪	২	পিত্ত পিত্তশিল	পিত্ত ও পিত্ত-শিলা
২৪	৭	চত্বারিংশং	চত্বারিংশৎ বর্ষ
২৪	২৩	হোমিওপ্যাথি ইতিবৃত্তে	হোমিওপ্যাথির ইতিবৃত্তে
২৫	২৪	ভাদুড়ি	ভাদুড়ী
৩১	১৬	ঐতিহাস	ঐতিহাসিক

৩৩	১২	অসঙ্কুচিত	সঙ্কুচিত
৩৪	২৬	সংশ্রয়	সংশয়
৩৪	৭	অনুকূল	অনুকূল
৩৫	৬	অর্গানেনে	অর্গেনেনে
৩৬	২৪	সম্ভবতঃ	সম্ভবত
৩৮	২২	এই বৎসরে	এই বৎসর
৩৮	২৩	এই বর্ষে মুদ্রাযন্ত্র হইতে	মুদ্রাযন্ত্র হইতে
৩৮	২৭	সুস্থতার জানা	সুস্থতার বিষয় জানা
৪৩	১	করতঃ	করত
৪৩	৩	কেনিগ্‌স্ন্টার	ফেনিগ্‌শ্ন্টার
৪৫	৮	করিবে	করিবেন
৪৬	১৮	চিকিৎসদিগের	চিকিৎসকদিগের
৪৭	১৭	বলিতে	বলিলে
৫২	১	আরম্ভ করিলেন	আরম্ভ করেন
৫২	১	পরে	ইহার পরে
৫৩	২	গণণীয়	গণনীয়
৫৮	৩	ইট্‌রিয়ার	ইটুরিয়ার
৫৯	১৩	চিকিৎসা-বিষরে	চিকিৎসা বিষয়ে
৬৪	৩	বৃর্ষণ	বর্ষণ
৬৫	১১	বড়	বড় বড়
৬৫	২০	ভাদুড়ি	ভাদুড়ী
৬৬	২৫	স্তম্ভ	ছেদ
৭১	৫	ভৈষজ্য	ভৈষজ্য
৭৩	৩	দম্পতী	দম্পতি
৭৬	২	দম্পতীর	দম্পতির
৮১	২৫	ডিসিলাস ষ্ট্রীট্	ডি মিলান্ ষ্ট্রীট
৮২	২৪	আখ্যাত	আখ্যায়

হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কর্ত্তা

মহোপাধ্যায়

সামুয়েল হানিমানের জীবনী।

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সূচনা।

আমাদের প্রিয় পাঠক, অনেক সময় ইংরাজী বাঙ্গালাতে, অনেক প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব আজ আমরা তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে, হোমিওপ্যাথি-প্রচারক, মহাত্মা হানিমানের জীবন-চরিত্র লইয়া উপস্থিত হইতেছি। বিজ্ঞানসংক্রান্ত কথায় সাধারণের মনঃপূত হইবার সম্ভাবনা অল্প। পাছে নীরস বোধে পাঠক উপেক্ষা করেন, সেই এক চিন্তা। কিন্তু বস্তুতঃ এ জীবনবৃত্ত সরস।

ভারতে—ঔষধ, ব্যাধি, চিকিৎসাদির মূলে মহাদেবের প্রভুত্ব *। সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতের এই অংশে দৃঢ় সংস্কার, প্রগাঢ় বিশ্বাস। সত্য ঘটনা দিয়া, হাজার কেন প্রমাণ উদাহরণ দাও না, জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের বাহিরে, তাঁহারা 'পদমেকমপি' গমনে অনিচ্ছু †।

---

* শ্রীভাগবতের দশম স্কন্দে "বাণ-যুদ্ধ," জ্বরোৎপত্তি ও তদানুষঙ্গিক ঔষধ সৃষ্টির নির্দ্দেশ, ঐ কথা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

† চরক, সুশ্রুত, বাহ্বট, হারীত, অত্রি, ধন্বন্তরি, কণাদাদি প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস্য ও স্বীকার্য্য নহে।

আমাদের দেশের শিবের ন্যায়, হিপক্রেটিস্ ইউরোপে চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনয়িতা নামে যথার্থতঃ পূজিত।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে, ইউরোপে চিকিৎসা-শাস্ত্রের দুর্দ্দশার কাহিনী অবগত হইলে, স্তম্ভিত হইতে হয়। তাৎকালিক বিদ্যাভিমানী দাম্ভিক দল, চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে এতাধিক উপহাসজনক হেয় আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকেও, তাহার মর্ম্ম-পরিগ্রহে বিফল-প্রযত্ন হইতে হইত। ব্যাধি-প্রশমনের উপায়-মন্ত্র, তাঁহাদের হস্ত-তল-ন্যস্ত থাকিয়া এত ভ্রম-সংকুল অসঙ্গতিকে দার্শনিক মতের দোহাই দিয়া কি ধারাবাহিক কাল নির্ব্বিবাদে বিরাজিত রাখিতে পারে? না, অনন্ত শক্তির প্রভুত্ব-আকর্ষণে অধিকারী হয়? পুরাবৃত্ত, তাহার লক্ষ লক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

তদানীন্তন যাজকমণ্ডলী সর্ব্বে-সর্ব্বা। সেই অসীম-মহিম পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে রোগ-উপশমনের ভার ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু যাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ভবিষ্য-বংশীয়গণের সমীপে সমাদৃত, যাঁহার প্রভাবে ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও তৎকালীন জ্ঞানাভিমানিগণের বৃথা জ্ঞান-গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত——অনুসন্ধানশালী, ঔষধশাস্ত্রের প্রকৃত জন্মদাতা সেই হিপক্রেটিসের দৃষ্টিকে অসত্য কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন বা আবদ্ধ করিবে? তিনি যে তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক ত্রুটি—প্রত্যেক ভ্রম দর্শাইয়াছেন।

তিনি রোগীকে ঔষধ দিলে কি ফল, না দিয়াই বা কি উপকার ও হানি হয়, তৎসমস্ত পরীক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

কাল্পনিক ধর্ম্মের বিরূপ ভ্রূভঙ্গী ও অযুক্তির অপরিষ্কৃত আচ্ছাদন ও এই শতাব্দীর অদ্ভুত-ক্রিয়া-কৌশলময়, দুর্জ্জেয়-তত্ত্ব পৌরহিত্যের উৎপীড়নে, ইউরোপ খণ্ড এক কালে সশংকিত ছিল; ইতিবৃত্ত-পাঠকের তাহা জানিতে অবশিষ্ট নাই। তৎ-সাময়িক ধীর-প্রবরেরা ভাবিতেন, হায়! পৃথিবী কি এইরূপ দুর্দ্দিন-সমাচ্ছন্ন ঘোর অমানিশার ধ্বান্তময় নিশীথে বিলীন থাকিবে?

হিপক্রেটিস, পীড়ার প্রকৃত হেতুর মূল তত্ত্বানুসন্ধানে কালাতিরেক, নিরর্থক বলিয়া ভাবিতেন; সুতরাং সে দিকে তিনি মনোনিবেশ করিতে ক্ষান্ত ছিলেন। উর্ব্বর-মস্তিষ্ক হিপক্রিটিস্ এজন্য কুৎসাপূর্ণ বর্ব্বর অভিনন্দনে আখ্যাত হইবার অযোগ্য। তিনি, স্বাস্থ্যকর পথ্যের উপকারিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় ইতিহাসেও, পথ্যের প্রাধান্য ও উপকারিতার অনেক প্রমাণ দেদীপ্যমান;—

"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং, জ্বরান্তে লঘু ভোজনং।" *

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের-উপক্রমণিকা-কালে, পথ্যেরই প্রাধান্য স্বীকার দৃষ্ট হয়; ফলতঃ, তাই বলিয়া পথ্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজমন্ত্র নহে।

হিপক্রেটিস্ এইরূপে চিকিৎসা-বিদ্যায় বহুকাল নিজ জীবন যাপন করিয়াও, কদাচ অন্ধ ভক্তি প্রদর্শন করেন নাই। অনুমান (Hypothesis) নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া ও তদনুসারে কার্য্য করা তৎকালের এক অত্যাবশ্যক রীতি বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তাঁহার কোন লেখাতে তাহার নাম গন্ধ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না।

তাঁহার সমকালে অন্যূন দুই শত অনুমানিক যুক্তির প্রাদুর্ভাব! উহার প্রত্যেকটীই সুস্পষ্ট কল্পনা-জড়িত। উদ্ভাবিত হইয়া কিয়ৎকাল পরিমাণ-অনুরূপ একটু একটু ক্ষণস্থায়ী আভা বিকাশ করিয়া, পর ক্ষণে তাহার সমূলে বিনাশ! জগতের শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয়, না—অধিকতর সুখশান্তির কারণ হইত, ভাণকারীর শত্রু হিপক্রেটিস্ যদি ক্রমাগত চিকিৎসা ও পরীক্ষা করিয়া যাইতে পারিতেন। স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করাতে, বিদ্রূপাত্মক কাল্পনিক মতে পৃথিবী বার বার প্লাবিত হইয়াছে।

যদ্যপি এই ভয়ানক বিপজ্জনক কল্পনার উপর কল্পনা, ভ্রমের পর ভ্রম হইতে, কোন সৎবিষয়ের সূচনার ঐতিহাসিক কাল জানিতে

---

* এতদ্ব্যতিরিক্ত পথ্য বিষয়ক এত শ্লোক বর্ত্তমান, যে তদ্দ্বারা এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে।

বাসনা হয়, তবে আসুন পাঠক এমন এক স্থানে যাই,—যেখানে গেলে অভিলাষ পূর্ণ হইবে। সেই তথ্যের সূত্রপাত, অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে শক্তি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল স্পর্শ করিয়া, তাহা আন্দোলিত, আলোড়িত এবং সর্ব্বশেষে সংস্কৃত করিয়াছে, তাহা মানব-জগতের হিতৈষিণী। সেই শক্তির আদি কারণ জন-সাধারণের পরম শিক্ষাস্থল। সেই শক্তির নাম হোমিওপ্যাথি।

হোমিওপ্যাথির জন্মের সহিত, হানিমানের অভেদ সম্বন্ধ। হানিমানকে ছাড়িয়া, হোমিওপ্যাথির স্বতন্ত্র জীবন নাই। হিপক্রেটিস এবং হানিমানের মধ্যে পরস্পরের ঔপমিক তুলনায়, ইতিবৃত্তাংশে ঘটনাগত উভয়ের যাদৃশ সামঞ্জস্য, চরিত্রভাগে কোন মতেই তদপেক্ষা ন্যূন সাম্য লক্ষিত হয় না।

এই অভূত-পূর্ব্ব সাদৃশ্য, জড় জগতের ঐতিহাসিক ঘটনায় দুর্লভ। হিপক্রেটিসের তুলনায়, হানিমানে অনুধাবন-শক্তির বিদ্যমানতা পূর্ণভাবে বিকসিত।

হানিমান্, হিপক্রেটিসের তুল্য তীক্ষ্ণ-মেধাবী। হিপক্রেটিস্ কল্পনার দাসগণের পাণ্ডিত্যাভিমান-সূচক, শূন্যগর্ভ, বৃথাড়ম্বর দর্প খর্ব্ব করিতেন, হানিমানের প্রকৃতিও অবিকল তাদৃশ ছিল। উভয়েই সত্যানুসন্ধায়ী। প্রত্যেক কার্য্য তুলাদণ্ডে ওজন করা, হিপক্রেটিসের চিরাভ্যস্ত নৈসর্গিক স্বভাব; শেষোক্তে তাহার কোন বৈসাদৃশ্য বা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইত না। সত্য—উভয়েরই মনোরাজ্যের নেতা সুতরাং অধিপতি।

হিপক্রেটিসের গ্রন্থে "যাহাতে রোগের উৎপত্তি, আবার তাহাতেই নিবৃত্তি" এই উক্তি—আকস্মিক বলিয়া অনুভূত হয়। হিপক্রেটিস্ হইতে হানিমানের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল, ভীষণ মরুর সহিত সাদৃশ্য হইবার যোগ্য।

আমরা দেখিতে পাই, চিকিৎসা-তত্ত্বের প্রকৃত উদ্ভাবকের সেই বাণী—হানিমানের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ফল-প্রদানে এক প্রকার বন্ধ্যা।

হিপক্রেটিস্-রোপিত বীজ, কালের করাল স্রোতে যে বিস্মৃতি-সাগরে ভাসিয়া যায় নাই, সে কেবল মর্ত্ত্যের সুখ-শান্তির কারণ বলিতে হইবে। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠান্তর উদ্‌ঘাটিত করিতে করিতে, এই উপাদেয় সত্য হানিমানের আয়ত্ত হইয়াছিল।

বাল্য-জীবন।

উপক্রমনিকা-অংশ দূরে রাখিয়া, আমরা হানিমানের জীবনবৃত্তে প্রবেশ করিতেছি। খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দের ১০ই এপ্রিলে, জর্ম্মান্ রাজ্যের অন্তর্গত সাক্সনি প্রদেশের এল্‌বো ও মেসা নাম্নী নদীর সঙ্গমস্থলে মেসেন নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে সামুয়েল্ হানিমানের জন্ম হয়।

মেসেন্ জর্ম্মণির এক নয়নাভিরাম স্থান। এবং এই কারণেই হানিমান্ বড় প্রকৃতি-ভক্ত ছিলেন। তিনি মহোচ্চ পরিবারের অপত্য না হউন, তাঁর পিতা অপর সাধারণ বড় লোকের জনকের ন্যায় অতি মহৎ ব্যক্তি না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বংশ-পরম্পরা যে বিনীত ও শিষ্ট বিশিষ্ট ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। হানিমানের পিতাও সুতরাং সাতিশয় ভদ্রলোক, ইহার রাশি রাশি প্রমাণ আছে। তিনি চীনের মাটীর বাসন প্রস্তুত করিবার কারখানাতে কর্ম্ম করিতেন। জলে রঙ্ ফলাইয়া কি নিয়মে চিত্রাদি অঙ্কিত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি এক পুস্তক রচনা করেন। তিনি নিরন্ন ছিলেন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত এবং প্রশান্ত মন। হানিমান্ আত্মজীবনবৃত্তে উল্লেখ করিয়াছেন,—“সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার (পিতার) জ্ঞান,—প্রগাঢ়, অসঙ্কীর্ণ ও গভীর। তাঁহার যথোপযুক্ত বিন্যাকারিতা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়াতে, বাল্য হইতে আমার মত পরিপক্ক হইবার উপযুক্ত অবসর ও সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ‘সকল ব্যাপারেই কার্য্যে পর্য্যবসিত করা উচিত এবং কোন বিষয়েই অনর্থক অভিমান

বা ভাণ রাখিবে না' তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম। তিনি আরো বলিতেন, মুগ-সর্ব্বস্ব না হইয়া প্রতি কার্য্যের ফল দেখান আবশ্যক।"

হানিমানের পিতার নাম ক্রিশ্চিয়ান্ গটার্ফ্রিড্ হানিমান্। তিনি নিরতিশয় ভাল লোক ছিলেন। হানিমানের পিতা মাতা পুত্রকে সযত্নে শিক্ষা দিতেন। তিনি বাল্যকালে শিক্ষিত হন। তিনি বলেনঃ—"মানুষের পক্ষে যাহা শিক্ষাযোগ্য ও প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত, তত্তৎবিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি স্বীয় স্বাধীন চিন্তা দ্বারা ঐ ফলিতার্থে উপস্থিত হন। পিতা তাঁহার ঐ সকল স্বর্গীয় ভাব আমার চিত্তক্ষেত্রে বপন করিতে প্রয়াসী হইয়া, কথায় না বলিয়া কাজে বুঝাইয়া দিতেন; সুতরাং আমার অন্তরে তাহা প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় হইত। যখনই কোন সৎকার্য্য উপস্থিত হইত, তিনি প্রাণপণে তাহা সম্পাদনের চেষ্টায় থাকিতেন। আমারও ঐরূপ হওয়া আবশ্যক নহে? যখন তিনি মহৎ এবং ঘৃণিত কোন ব্যাপারের সূক্ষ্ম তারতম্য করিতেন, তখন নিজের ন্যায়পর কার্য্য দ্বারা তাহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত। ইহাতেই তাঁহার ভালমন্দ বিবেচনা শক্তি সংসূচিত হয়। এবিষয়েরও তিনি আমার শিক্ষাদাতা—পরম গুরু। মানবের মহত্ত্ব, নিয়তি এবং উৎপত্তি-সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ মত এবং তাঁহার উদার স্বভাব। এই যুগ্ম বিষয়ে অণুমাত্র তাঁহার সন্দেহ ছিল না।"

হানিমান্ সামান্য স্কুলে অনেক কাল অতিবাহিত করেন। ষোড়শ বর্ষ হইতে উত্তম বিদ্যালয়ে গতিবিধি চলে। তিনি উন্নতি-বিরোধী ছিলেন না। বিদ্যালয়ের রেক্টর মাজিষ্টর্ মুলার্ তাঁহাকে আপনার তনয়ের ন্যায় ভালবাসিতেন। তাঁহা দ্বারা হানিমানের পাঠনাকার্য্যে বিস্তর স্বাতন্ত্র্য ছিল। হানিমান্ আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন, "এই কারণে আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।" স্বদেশীয় (জর্ম্মান্) ও প্রাচীন ভাষা-শিক্ষার্থে হানিমানকে শ্রমশীল বিদ্বান্‌গণের মধ্যে সময় অতিবাহন করিতে শুনা যায়। যখন হানিমানের বয়স দ্বাদশ বৎসর, তখন রেক্টর তাঁহাকে বিদ্যালয়ের অপরাপর বালকের গ্রীক্‌ভাষায়

সহজ পাঠ বলিয়া দিবার শিক্ষা ভার অর্পণ করেন। বিদ্যালয়ে ত এইরূপ হইত। রেক্টরের বাটীতে তাঁহার অন্তরঙ্গ-সমক্ষে তিনি গ্রীকলাটিন গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে অংশ-বিশেষ ভাষান্তর করিতে আদিষ্ট হইতেন। এবং সেই অনুবাদিত অংশ রেক্টর গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অনুগ্রহের কথা এই বলিলে প্রচুর হইবে যে, তিনি বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ হানিমানের পক্ষে অতিরিক্ত বিবেচনা করিলে, কমাইয়া দিতেন। এ অনুকম্পা অন্যের ভাগ্যে ঘটা অসম্ভব। এই সময় অনিয়মিত অধ্যয়ন পাঠ করাতে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া আসিতেছিল। সেই সময় যাহা পাঠে ব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা, তাহা ব্যায়াম, ভ্রমণ ইত্যাদিতে পর্য্যবসিত হইত। তিনি সমস্ত দিবা রাত্রি হানিমানকে সঙ্গে করিয়া থাকিতে আনন্দিত হইতেন, এজন্য তাঁহার ইচ্ছানুসারে হানিমান্ সর্ব্বদা তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন। এখানে এই এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখি, হানিমান্ শিক্ষকের এত প্রিয়পাত্র হইয়াও সতীর্থগণের অপ্রিয় হন নাই।

পিতৃ-দত্ত নৈতিক হিতশিক্ষা হানিমানের চিত্তে প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় আজন্মের মত দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে ভবিষ্যতে জগতের ইতিহাসে এক যুগান্তর,—এক প্রলয় আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন, ঐ উপদেশ-মালা তাহার মূল। বস্তুত চরিত্র-সংগঠনের প্রধান সহায়—সৎ নীতি।

হানিমান্ প্রথমত মেসেনের কোনও সামান্য বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হন। প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয়ে ষোড়শ বৎসর যাপিত হয়। সুতরাং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ প্রথম শিক্ষার চরম সীমা,—সহজেই অনুমেয়। সপ্তদশ বর্ষ হইতে মেসেন্ কালেজে অধ্যয়নের প্রারম্ভ কাল। ১৭৭২ হইতে ১৭৭৪ অব্দের অন্তভাগ পর্য্যন্ত কালেজে অধ্যয়ন করেন। এখন তাঁহার বয়স বিংশতি। পিতৃদেবের হিত শিক্ষার গুরুত্ব সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলাতে, তাঁহাকে প্রায় বড় একটা বিপদে পতিত হইতে হয় নাই। জনকের উপদেশাবলির অনুরোধে

যাহা আরম্ভ হইবার নয়, এমন পাঠ হানিমান্ সচরাচর লইতেন না। তিনি যখন যে পাঠ কণ্ঠস্থ করিতেন, তাহা অভ্যাসের অগ্রে হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস পাওয়াতে কখন পঠিত বিষয় তাঁহার স্মৃতি-বিচ্যুত হইত না। অধিক কি, তিনি অধীত প্রবন্ধ পরিপাক করিতে নিতান্ত চেষ্টা পাইতেন। বলা বাহুল্যমাত্র, ঐরূপ সতর্কভাবে চলাতে সফলতার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে তাঁহার দক্ষতা জন্মে। হানিমান্ উপদেশের বল নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। কাজেই উন্নতির অভিমুখে উত্তরোত্তর গতি কেন না হইবে? সাবধানতার এমনই গুণ যে, তাহা কখন মানুষকে পরাভূত হইতে দেয় না। শৈশবকাল হইতে দেখিতে পাই—অধ্যবসায়, হানিমানের প্রধান ও প্রবল গুণ—এক অন্যের সহচর। এই একা উদ্যমের জোরে অচিরে তাঁহার উন্নত্য সংবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সতর্কতা ও উদ্যোগ অকৃতার্থতাকে কোথায় ফেলিয়া দেয়! কোন বিষয় যাবৎ অনায়ত্ত রহিত, তত দিন তিনি অন্য কিছু ধরিতে নিরস্ত থাকিতেন।

যাহাহউক, অনন্তর লাভজনক ব্যবসায়-বিশেষে সুনিপুণ করিবার আশয়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লন। যেহেতু তিনি উচ্চশিক্ষার বিপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় যুবকেরা অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ হইয়া পড়ে—তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস। বিদ্যামন্দির হইতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, কার্য্যে যুবাগণের অক্ষমতা, সুতরাং অপ্রবৃত্তি জন্মে। কেবল তাই কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুভার বহন, তাঁহার ক্ষমতার অননুকূল ও একান্ত অনুপযোগী। সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় ভার হইতে নিষ্কৃতি আশায় অগত্যা পুত্রকে অর্থকরী বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট করিতে বাধ্য হন। এদিকে উচ্চকল্পের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হানিমানের আন্তরিক অভিলাষ। পিতা কিন্তু সন্তানের লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে না পারায় ঐ অনর্থের উদ্ভব হয়। ইহাতেও হানিমানকে নিরস্ত করিতে পারিল না। যখন বাটীর সকলে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, সেই গভীর নিশীথে তাঁহার নিদ্রা

নাই—জাগ্রত থাকিয়া আবিষ্ট মনে পাঠ করিতেছেন! ও দিকে জনক ভাবিতেছেন, বুঝি তনয় মন দিয়া বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইবে। কিন্তু হায়! যে একবার বিদ্যার রসাস্বাদ পাইয়াছে, তাহার মনোরথের গতি কে রোধ করিবে? হানিমান্ বুঝিয়াছিলেন, লেখাপড়ার চর্চ্চা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা—তাঁহার নিজেরও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।—তাহাতে অপরের প্রভুত্ব দূরের কথা। পাছে কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে, তিনি অন্যের অতর্কিতে একাকী নিস্তব্ধ ঘোরা রজনীতে অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকেন, এজন্য নিজে একটী মৃত্তিকার প্রদীপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং বাটীর ব্যবহৃত দীপাধারও লইতেন না। আহা, প্রগাঢ় অভিনিবেশের কি চমৎকার মহিমা! হানিমানের এই একাগ্রতায় কি এই প্রমাণিত হইতেছে না যে—ইচ্ছা থাকিলে অনন্ত অন্তরায়ের মধ্য দিয়াও মানুষ অভ্যুদয়-পথে অগ্রসর হইতে পারে? পিতার অনভিমতে ও অগোচরে অধ্যয়নে নিবিষ্টমনা থাকিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কদাচ পিতার অবাধ্য হন নাই। আত্মোন্নতি এবং গুরুজনের অনুজ্ঞা-পালন দুইই কর্ত্তব্য। দুয়েরই অকরণে প্রত্যবায়। উভয়ের সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া হানিমান্ বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

হানিমানের জননী জোহ্না ক্রিশ্চিয়ান্ নী স্পিস্ তনয়ের পাঠের জন্য কত আগ্রহ করিতেন, হানিমান্ তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। "মাতার নিকট অধিক অনুনয় বিনয় করিয়া মোটে তৈল সংগ্রহ করিতে পারিতাম, তদ্দ্বারা পাঠ সমাধা হইত।" এইরূপ "অপহৃত আলোকে" এই নিয়মে হানিমানের কার্য্য সুসিদ্ধ হইত।

হানিমানের পিতা বলিতেন—"বিশ্বাসে নির্ভর রাখা অন্যায়। প্রত্যেক মানবের স্বাধীনভাবে কার্য্য করা বিধেয়। আর যখন যে কাজ করিবে, বিনা প্রয়োগেও করা উচিত হয় না।"

হানিমান্ এই বাক্যে কদাচ অবহেলা করেন নাই।

এইরূপে কিছু দিন যায়। তদনন্তর শুভাদৃষ্টবশতঃ বলিতে হইবে,

অধ্যাপকবৃন্দের অনুযোগে পুত্রকে দ্বিতীয় বার বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে অনুমতি দেন। যৎকালে তিনি স্কুলে ও কালেজে প্রবিষ্ট ছিলেন, অতি যত্নসহকারে বিদ্যাভ্যাসে নিরত থাকিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন সন্দর্শনে সকলে আপ্যায়িত রহিতেন।

'শিক্ষাকার্য্যে বিস্ময়কর নিপুণতা, বিদ্যালয়ে পুনঃ-প্রবেশের অদ্বিতীয় হেতু। হানিমানকে বিদ্যালয়ে পুনঃ প্রবিষ্ট করিতে তাঁহার শিক্ষাদাতা হঠাৎ সফল-প্রযত্ন হইতে পারেন নাই। 'আপনার পুত্রের উচ্চদরের শিক্ষায় অনুকূল প্রবণতা; অতএব অধ্যয়নে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য' এই প্রকার সঙ্গত যৌক্তিক প্রবর্ত্তনা ও প্রার্থনায় অধ্যাপকদিগের মনোরথ সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হানিমানের পিতার আর্থিক অভাব অতি প্রবল। সেই কারণে তনয়ের ব্যয় নির্ব্বাহে অনিচ্ছা। একে বহু পরিবার, তাহাতে আবার পরিমিত আয়। সহজে অনুধাবন করা যায়, কি ভয়ানক আর্থিক অপ্রতুল! এই অদ্ভুত অসদ্ভাব প্রযুক্ত যদিও তিনি কুণ্ঠিত নহেন, অপিতু অশক্ত। অধ্যাপক মহোদয়ের অনুগ্রহে বিনা বেতনে হানিমান্ আট বৎসর শিক্ষিত হন।

তদনুসারে বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, ঐ নিয়মে শিক্ষিত হইলেন; অতঃপর খৃঃ ১৭৫৫ সালে, লিপ্জিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ হয়; এখানে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি, অক্লান্ত দক্ষতাবলে উদ্যমপ্রিয়তার সাহচর্য্য লাভ সহজ হইল। *

উক্ত অব্দে খৃষ্টের পুনরুত্থান-পর্ব্ব-সময়ে † হানিমানের লিপ্জিক্

* হানিমানের অন্যতম জীবনচরিত-লেখক হল্ সাহেব, হানিমানের পিতা পুত্রের শিক্ষাবিরোধী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। হল্ এইমাত্র বলিয়াছেন:— তাঁহার পিতা, বাল্যাবস্থা হইতেই, মনের চিন্তাশীলতা ও স্মৃতি-শক্তির তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সমধিক যত্নসহকারে সৎবিষয়ের সুশিক্ষা প্রদান করেন।

† গুড ফ্রাইডে (Good Friday) অর্থাৎ ঈশার মৃত্যুর দিবস (২৫ ডিসেম্বর) শুক্রবারের পরবর্ত্তী রবিবার পুনরুত্থান নামে খ্যাত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠনার কাল। পিতা ২০টী থ্যালার্ দিলে তিনি জর্ম্মাণ-সাহিত্য-বিজ্ঞানের মধ্যস্থল লিপ্জিক্-অভিমুখ-প্রদেশে যাত্রা করিলেন। অত্রত্য তদানীন্তন অধ্যাপক পৌর্ণারের ঋণে হানিমান্ আবদ্ধ। তাঁহারই অনুকম্পাবলে তিনি অবৈতনিক ছাত্র। এই সময় হইতে হানিমানের চিকিৎসা-শাস্ত্রাধ্যয়নের সূচনা। ঔষধ-সংক্রান্ত সমূহ বক্তৃতা ও উপদেশে অবারিত গতি থাকিলেও, তিনি যাহা নিজের প্রয়োজনীয় বুঝিতেন, তত্তাবৎ শ্রবণ করিতেন মাত্র। এখানেও হানিমান্ শৈশবাভ্যস্ত নিয়মের পক্ষপাতী। যাহা সংগ্রহে সাধ্য, সেই পরিমিত পাঠ শুনিতেন। ক্ষমতার বাহির যাহা, তাহা অনধিকার বিষয়ের মত অচর্চ্চিত থাকিয়া যাইত। এখানে সর্ব্বসমেত দুই বৎসর অতিবাহন করেন। আদৌ বর্ণিত হইয়াছে, লিপ্জিক্-যাত্রা-কালে স্বদেশ হইতে ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র সম্বল থাকে। পাথেয় থরচ হইয়া ত্রিংশৎ মুদ্রার অবশিষ্টভাগে কেমন করিয়া ২ বৎসর (২৪ মাস), অতীত হইয়াছিল, এই এক জিজ্ঞাসা হইতে পারে। গড় হিসাবে ।৷০ সিকায় এক মাসের অধিক সংকুলান হওয়া ভার। অবশ্য হানিমান্ অন্য উপায়ে জীবিকা নিষ্পাদন করিতেন। সেই উপায় কি, স্বপ্রণীত জীবন-চরিতে তিনি বলিতেছেন " মোল্ডভিয়ার অন্তঃপাতী জ্যাসে প্রদেশের এক সম্পন্ন গ্রীক-যুবককে ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মান ভাষা শিক্ষা দিয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম।"

অবশেষে, তিনি, ইংরাজীভাষা-লিখিত কয়েকথানি চিকিৎসা-গ্রন্থ, জর্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদিত করেন।

"দুই বৎসর বিগত হইবার পর, আমাকে লিপ্জিক্ পরিত্যাগ করিতে হয়। এখানে আমি প্রাণ-মনের সহিত পিতৃদেবের আদেশ পরিপালনে চেষ্টিত থাকি। তাঁহার উপদেশে আমি কেবল পাঠানুশীলন করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া নিবৃত্ত থাকিতাম না। প্রতি বিষয় সম্বন্ধে, সাবধানতা সহকারে অনুসন্ধান করিতাম। জীবনের প্রথমাবস্থার তুল্য এ স্থানে এই সময়েও নির্ম্মল বায়ুসেবন এবং শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা

আমার সমভাব ছিল। ইহাতে বুদ্ধি-শক্তির স্বাভাবিক সজীবতা কখন ব্যাহত হয় নাই। এইরূপ বায়ুসেবন ও কায়িক ব্যায়াম-অভাবে চিন্তা-বৃত্তি প্রকৃতিস্থ থাকা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত

আমাদের দেশে ঠিক্ ইহার বিপরীত। হানিমানের কথার সারতার বিদ্যমান প্রমাণ করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। উত্তরকালে তিনি যে অমানুষী শক্তি পরিদর্শন করিয়াছিলেন, দৈহিক পরিশ্রম—তাহার নিদান, বলা দ্বিরুক্তিমাত্র।

জীবনের যে অংশ মানবীয় আত্মাকে, অবিবেক পথে প্রধাবিত করে, সেই শৈশব, কৈশোর ও যৌবনাবস্থা কেমন মধুর ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে! অসামান্য-মনীষা-সম্পন্ন ভিন্ন অন্যের নিকট এ দৃষ্টান্তের প্রত্যাশা নিতান্ত অসম্ভব।

অধীত বিষয়ের পরীক্ষণে 'লিপ্‌জিক্ সুবিধাজনক নহে' হানিমান্ নিজ জীবনীতে তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ পুস্তক পাঠে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। এই হেতুবশত লিপ্‌জিকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করা হইল। জর্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষা দেওয়াতে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, এবং অনুবাদ করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, মিতব্যয়িতার গুণে তাহা উদ্বৃত্ত থাকিত। উহা দ্বারা ভিয়েনার পথ-খরচ হইবে; আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা কিছু দিন তথায় কাটাইতে পারিব ভাবিয়া, অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যে চলিলেন।

অতঃপর, দুই বৎসরের পর, হানিমান্, নিয়মিতরূপে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরের চিকিৎসালয়ে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন; স্বাভাবিক অমায়িক স্বভাব ও আয়ত্তীকৃত বহুবিধ গবেষণার গুণে, স্বল্প কালের মধ্যেই, লিয়োপোল্‌ড চিকিৎসালয়ের ডাক্তার কোয়ারিনের সহিত, তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল।

অস্ট্রিয়ারাজের গৃহ-চিকিৎসক ডাক্তার কোয়ারিন্ হানিমানকে ছাত্রবৎ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কোয়ারিন্, লিওপোল্‌ডষ্টাটের "ব্রাদার্স

অব্ মার্সির" * হাঁসপাতালেরও অধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং এখানেও হানিমানের গতিবিধি চলিত।

হানিমানের বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ তীক্ষ্ণ, চরিত্রও কৈশোরকাল হইতে তদনুরূপ। মেধা কোন অংশে তাঁহার আদর্শ প্রকৃতি হইতে ন্যূন ছিল না—বরং উন্নত বলিয়া বোধ হয়। এই হেতুতে হানিমান্ সর্ব্বত্র শিক্ষক-শ্রেণীর ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষত শ্রমে কাতর না হওয়ায়, আচার্য্যেরা তাঁহার প্রতি অতি সদয়। গুণ থাকিলে, গুরু-জনের প্রিয়পাত্র হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। এই কারণ-মালার প্রভাবে মেসেনের ন্যায় এখানকার অধ্যক্ষগণের অতুল অনুগ্রহ। ভিয়েনাতে সচ্চরিত্রতার জন্য অতি অপ্রমেয় প্রতিপত্তি ছিল।

মহামতি কোয়ারিন্ তীব্রমনীষা-সম্পন্ন বলিয়া হানিমানকে ভাল-বাসিতেন, সস্নেহে শিক্ষা দিতেন। হানিমানের প্রতি কোয়ারিনের আনুরক্তিতে প্রকাশ পাইত—যেন হানিমান্ ভিন্ন তাঁহার আর স্বতন্ত্র ছাত্র ছিল না। হানিমান্ তাঁহার চক্ষে তাঁহার একমাত্র প্রিয় ও প্রধান শিষ্য। রোগী দেখিতে যাইতে হইলে, কোয়ারিন্ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেন না। কিন্তু তাঁহার এত অনুগ্রহ থাকিলে কি হয়? হানিমানের বহুকষ্টের অর্জ্জিত ধন কোন ব্যক্তির কুহকে নষ্ট হইয়া গেল! অগত্যা নিরুপায় হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ভিয়েনা পরিবর্জ্জন করিয়া স্থানান্তর যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিয়দ্দিনের পর এই বঞ্চককে তিনি চিনিতে পারেন। সরলভাবে দোষ স্বীকার করাতে প্রতা-রকের মুক্তি হয়। আশ্চর্য্য তাঁহার দয়া; আশ্চর্য্য তাঁহার মন। অদ্ভুত হানিমানের সকলই অদ্ভুত। কূট-নীতি-বিশারদের হাতে পড়িলে, হয় ত, ধূর্ত্তের নিষ্কৃতির উপায় থাকিত না।

---

* ইউরোপ মহাদেশে এক দল পুরুষের কাজ—যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণের সেবা শুশ্রূষা করা। তাঁহাদেরই নাম (Brothers of Mercy) ব্রাদার্স অব্ মার্সি। ঐরূপ কার্য্য করা যে স্ত্রী-দলের ব্রত, তাঁহারা "সিষ্টার্স অব্ মার্সি" (Sisters of Mercy) নামে আখ্যাত।

এখন হানিমানের সর্ব্বস্বান্ত। কি করা কর্ত্তব্য এই ভাবনায় কিছু সময় গেল। নয় মাস ভিয়েনায় অতিবাহিত হইল। প্রবঞ্চকের গ্রহণাবশিষ্ট ৬৮ ফ্লোরিন্ও নিঃশেষিত-প্রায়। উদ্বেগ বিনা আর দিন কাটে না, এমন সময় শুভাদৃষ্টবশাৎ এক সুযোগ হইল। কোয়ারিনের অনুযোগ ঐ পদ-প্রাপ্তির মূল, বলিবার আবশ্যক করে না। অর্থের অপ্রতুলবশাৎ হানিমানও তদানীং ঐ কার্য্য লইতে বাধ্য হন। এই সুযোগ হইতে ভবিষ্য সময়ে সুমহত্তর কাজ সাধিতে পারিবেন, মনে মনে আশা হইয়াছিল। পরে দেখা যাইবে, সেই আশা কল্পনা নহে—অনুমান নহে; যথার্থ ঘটনায় পরিণত!

ট্রান্স্যালভ্যানিয়ার শাসনকর্ত্তা ব্যারন্ ভন্ ব্রুক্যান্টাইলের গৃহ-চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে, তাঁহাকে যুগপৎ তত্ত্বাবধায়কতা এবং পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্যভার সম্পাদন করিতে হয়।

কোয়ারিনের এই অনুগ্রহ লাভ, হানিমানের চিন্তাতীত ঘটনা। হানিমান্ স্বীয় মনীষিতার ফল, জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। উৎসাহিত অন্তরে তিনি ক্রমশ লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। সেই উদ্যমের নিকট হতাশার কালিমা, নিমেষ-মাত্রের জন্যও প্রতিবন্ধকতাচরণে সাহসী হয় নাই। যাহা হউক, অনধিক কাল পরে, তাঁহাকে হার্ম্মানষ্টাটে থাকিতে হয়।

হানিমান্ ছাত্র হইয়া কোয়ারিনের দয়ার পাত্র না হইলে, কত ক্লেশ-ভোগ হইত, তাহার সংখ্যা নাই। কৃতজ্ঞ হানিমান্ তাহা অস্বীকার করেন নাই। *

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হানিমান্ পিতার নিকট হইতে বিংশ ক্রাউন্ লইয়া লিপ্জিকে আগমন করেন। পিতৃদেবের ইহাই শেষ অর্থপ্রদান। ইহার পর আর তিনি হানিমানকে কোন খরচ দেন

* Vide "Autobiography."

নাই এবং পুত্রেরও পিতার সকাশ হইতে অর্থানুকূল্য লইবার আবশ্যকতা না হওয়ায় তাঁহার মুখাপেক্ষা করিতে হয় না।

১৭৭৭ অব্দে ইংরাজী ভাষা হইতে চারি খানি গ্রন্থ জর্ম্মান্ ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত হয়।

"এই স্থলে (হার্ম্মান্‌ষ্টাটে) আমার ব্যবসায়ের সহিত যে সকল ভাষার সংঘর্ষ ও যে সকল বিজ্ঞানে আমার ঘনিষ্ঠ সংস্রব, সেই সেই ভাষা ও বিজ্ঞান শিখিতে থাকিলাম। গবর্ণরের প্রাচীনতম মুদ্রা-ভাণ্ডার ও পুস্তকালয় সযত্নে রক্ষা করিতাম। বহুজনাকীর্ণ সেই নগরীতে দুই বৎসর চিকিৎসা করিয়া আর্ল্যাঙ্গেন নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার মানসে, উদারপ্রকৃতি গবর্ণরের সকাশ হইতে বিদায় লই। সৌভাগ্যবশত সেই সময় তাহাতে চরিতার্থতা লাভ হয়। ডিলিয়স্, আইসেন্‌ফ্ল্যাম্, শ্রেবার ও ওয়েণ্ড প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। বিশেষত শ্রেবার-স্থানে আমি চির-আবদ্ধ। উদ্ভিদ্-বিদ্যা-বিষয়ে কেবল প্রধানত তিনিই আমাকে সুশিক্ষা দান করেন। তৎকালে তাঁহার আনুকূল্যে আমার ভূরি-প্রমাণ উন্নতি। যাহা হউক, অবশেষে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্টে "আক্ষেপিক রোগের কারণ ও চিকিৎসার সমালোচনা"—আখ্য এক প্রবন্ধ লাটিন ভাষায় লিখি এবং উপাধি প্রাপ্ত হই। এই সময় আমার চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স। †"

এই সালে লাটিন্-ভাষা-লিখিত "ঔষধসম্বন্ধে প্রাথমিক ব্যাখ্যান; আক্ষেপিক রোগের কারণ ও চিকিৎসার সমালোচনা ‡" চারি ভাগ এর্ল্যাঙ্গেন নগরে মুদ্রিত হয়। ইহার পর এক বৎসর

---

† ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার এম্, ডির "Hahnemann; His place in the History of Medicine." বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

‡ যে প্রবন্ধ লিখিয়া এম্, ডি উপাধি প্রাপ্তি হয়, ইহা তাহারই বিস্তৃত আকারে পুস্তকরূপে মুদ্রিত হয়।

অতীত না হইতেই, চিকিৎসা-শাস্ত্রের পারদর্শিতা-পরিচায়ক এম্, ডি, উপাধি লাভ করেন।

প্রবীণ ডাক্তার, যুবক হানিমানের চিকিৎসার পারিপাট্য সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার হস্তে চিকিৎসালয়ের ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্বাধীন উদ্যমে যে কেবল হানিমানের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তাহা নহে; কিন্তু ভিয়েনায় গতাগতির ইহাতে বিলক্ষণ সুবিধা হয়। ঐ অর্থে তাঁহার খরচ-পত্র নির্ব্বাহিত হইবার বাধা ছিল না, যদি ঐ ধনের কিয়দংশ দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত না হইত।

এক্ষণে হানিমান্ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। সাক্সন্ জাতির যে স্বদেশানুরাগ সর্ব্বত্র চিরপ্রসিদ্ধ, সেই স্বদেশ-মমতার উজ্জ্বল আলোক হানিমানকে স্বদেশের দিকে আকর্ষণ করিল। জর্ম্মণির অন্তর্গত হেট্‌ষ্টাট্ নামে এক পর্ব্বতাকীর্ণ ক্ষুদ্র নগরে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। জন্মভূমি দর্শনের স্পৃহা এমনই বলবতী! কিন্তু হেট্‌ষ্টাট্ কার্য্যের বিশেষ অনুকূল না হওয়াতে, নয় মাস মাত্র কাল অতিবাহন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ডেসা যাইতে ইচ্ছা হওয়ায় ১৭৮১ অব্দে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "এখানে আমি শিক্ষা-বিধানের সংবর্দ্ধনে কৃতকার্য্য হই। অবসর-কালে এখানে আমার আলোচ্য বিষয় রসায়ন-শাস্ত্র। সময়ে সময়ে ধাতুর খনি-প্রদেশে ভ্রমণে নির্গত হইতাম। এই বৎসরের শেষ ভাগে ম্যাগ্‌ডে-বর্গের সমীপস্থিত গোমারেণের ডিষ্ট্রিক্ট ডাক্তারের পদে নিয়োজিত হইয়া গমন করি। এখানকার বেতন—অন্যত্র হইতে অধিক হইলেও—আমার মনঃপূত না হওয়ায় আরো অধিক পাইতে প্রবৃত্তি জন্মায়।"

ডেসায় এক বৎসর থাকিয়া গোমারেণে যাইবার তাৎপর্য্য, রাজকীয় নিয়োগ ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত বেতন ব্যতিরিক্ত তথায় অতিরিক্ত বিত্ত কিছুই উপার্জ্জিত হইত না। এই পল্লীতে প্রকৃতির শোভা হানিমানকে পুলকিত করিয়াছিল। এই স্থানে থাকিতে থাকিতে উচ্চ অভিলাষ তাঁহার মনে জাগরূক হয়।

চিকিৎসকের পদে নিয়োগের স্বল্প দিন অবসানে, তত্রত্য ঔষধ-বিক্রয়ী হেসিলারের হেনিরিয়েটী কুচ্লেরিন্ নাম্নী রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এই অঞ্চলে আমোদ আহ্লাদে বর্ষত্রয় অতিবাহিত হয়।

এই কুমারী হোসিলারের ঔরস-জাত কন্যা নহে; তাঁহার পত্নীর পূর্ব্ববিবাহের সন্ততি। যাহা হউক, ডাক্তার হানিমান্ ডাক্তারির সহিত যে কার্য্যের সংস্রব, সেই ব্যবসায়ীর দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া অতি বড় এক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছেন।

এত কাল ধরিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে হানিমানের যে ভূয়োদর্শন জন্মিয়াছিল, তাহা প্রচারোদ্দেশে তিনি এক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে এলোপাথি-প্রচারে—বিশেষত নিজকৃত চিকিৎসায় তাঁহার সুস্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ পায়।

অদ্যাপি কোন ডাক্তারেরই এ স্থান অধিগম্য ছিল না। অধিবাসীদেরও কাহাকে পাইবার বাঞ্ছা নাই। যেখানে হানিমানের বৈষয়িক কর্ত্তব্য-সমাধানে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়, এবং যথায় তাঁহার সাংসারিক গৃহস্থ হইবার সূত্রপাত, সে এই স্থান। ইতি পূর্ব্বেই স্যাক্সনির অন্তর্ব্বর্ত্তী ম্যান্সকিং, ডেসা, ও ম্যাগ্ডেবর্গ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া যায়।

এই খানে হানিমানের প্রীতিপ্রদ জীবনীতে প্রবেশ করিতেছি। এখন হইতে হানিমান্ চিকিৎসা-সংক্রান্ত জার্ম্মাণির তাবৎ সাহিত্য আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন; অক্লান্ত উদ্যমে ভর দিয়া, যতই ঔষধ এবং রোগ এতদুভয়ের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, ততই অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া উঠিল। তৎকালে, অবলম্বিত চিকিৎসা-প্রণালীতে তাঁহার উত্তরোত্তর অবিশ্বাসের—সংশয়ের কত প্রাদুর্ভাব! পূর্ব্বমতের কত পরিবর্ত্তন! ভাবিতে গেলে, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

স্বভাবসিদ্ধ ঔৎসুক্য ও দক্ষতা বলে, কাল্পনিক যুক্তির ভিত্তি-ন্যস্ত চিকিৎসার সহিত যোগ রাখিয়া হানিমান্ সাগ্রহে যতই পরীক্ষা-কার্য্যে

ব্যাপৃত হইলেন, ততই নিষ্ফলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পুনরপি চিকিৎসা-পারদর্শী পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া ক্রমাগত পরীক্ষা চলিল। এবারেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের সদৃশ অবিকল বিফলতা! পুরাকালের বুধ-সমূহের মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির সহজে ভূত-পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্ত-করণে সাধ্য কি! পৌনঃপুনিক বৈফল্যে তাঁহার সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মাইয়া দিল, রোগের কারণ অনুসন্ধান—বিফল চেষ্টা। সেই হেতু রোগের উদ্ভব ছাড়িয়া দিয়া, তাহার নিয়ম বাহির করিতে ব্যাকুল রহিলেন।

রোগ ও ঔষধের পূর্ব্বাপরবর্ত্তী অব্যবহিত কারণ-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন; ফল, তাদৃশ সন্তোষকর না হউক, হানিমান নিরস্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী ডাক্তারগণের গ্রন্থ-সমালোচনে একটা সাধারণ নিয়ম প্রাপ্তি সম্ভাবনা বটে, কিন্তু নিশ্চিতির অভাব।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিশুদ্ধ ঔষধকে, ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে রোগীর উপর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন অবস্থায় তখন তিনি দণ্ডায়মান, যাহা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রিত চিকিৎসা-প্রণালী ত্যাগ করায়। জগতের হিতকামনা-সঙ্কল্পে বদ্ধ-পরিকর যিনি, অন্ধ বিশ্বাসে তাঁহার লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা স্বল্প। বিফল প্রযত্নে মানুষকে উন্নতির অভি-মুখীন করে। হানিমান্, যদিচ প্রত্যেক সমীক্ষণ ও পরীক্ষাতে কৃতার্থ হইতে না পারুন, অকৃতার্থতা—তাঁহার মধ্য দিয়া জগতের উপকারের কারণ হইয়াছে।

এই অভিপ্রায় সুসম্পন্ন করিতে প্রধান ডাক্তার-শ্রেণীর গ্রন্থ রাশির দিকে হানিমানের কটাক্ষ পড়িল। বহু আয়াসে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অল্প-পরিমিত তথ্য সংগৃহীত হইল। ইহাতে তিনি দেখিতে পাই-লেন—তাঁহার অভিলাষের অনুরূপ ভিত্তি-ভূমি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভা-বিত। বর্ণিত রোগ-লক্ষণ নিতান্ত অস্ফুট। সেই অবিস্পষ্ট লক্ষণ—পুরা-কালিক চিকিৎসক-কুলের ভ্রান্ত মতের সহিত প্রায় অভিন্ন। যখন আনু-মানিক কল্পিত মত-সংসৃষ্ট তাবৎ ঘটনা—তখন তাহা লইয়া কি উপ-

কার দর্শিবে? সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তদ্দণ্ডে তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

এই সময়ে প্রত্যেক পীড়ায় অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ভৈষজ্য প্রয়োগ করিয়া তাহার ফল লিপিবদ্ধ করিতে হানিমানের অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু এতদ্দ্বারা কোনই বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল না। ভেষজ-ধর্ম্ম,-পরিসর-বিশিষ্ট ও অনিশ্চিত ফল-প্রসূ হওয়াতে, এ পথের গতি সহজে রুদ্ধ হইল। হানিমান্ বুঝিলেন—কল্পনা-মন্দিরে বিবেকের বলিদান হওয়া অপেক্ষা, তাহাতে নিবৃত্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প।

রসায়ন ও খনিজ-পদার্থতত্ত্বে এই সময়ে হানিমানের মন আকৃষ্ট হয়। ইংরাজী, ফরাসি, ইটালীয় ও অন্যান্য ভাষা-লিখিত সাময়িক-পত্রিকা-পাঠে এই সময়ে তিনি প্রবৃত্ত হন। বৈদেশিক ভাষা হইতে অভিনব মহত্তম রহস্য সংগ্রহ করিয়া, মাতৃভাষাকে মনের সাধে বিজ্ঞান-সাজে সাজাইতে লাগিলেন।

উহার সমাধান অত্যন্ত প্রিয় অথচ প্রীতিপ্রদ। বৈদেশিক যে সকল নব নব সত্য তথ্য জার্ম্মান্ সাহিত্য, বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের অসদ্ভাব ছিল, সেই হৃদয়ভেদী দুরবস্থা—ঘৃণাকর দুর্দ্দশা—শোচনীয় ত্রুটি—অপ্রার্থিত অসম্পূর্ণতা অনেক পরিমাণে হানিমান্ কর্তৃক উন্মোচিত হয়। জর্ম্মন্ ভাষে! তুমি জান না, তোমার প্রিয়তম পুত্রে তোমার মুখ কত উজ্জ্বল? এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি, সর্ব্বসাধারণের প্রাতঃস্মরণীয়—জগতের প্রার্থনীয় অমৃত পুরুষ—তোমার নন্দনের নিকট তুমি কত ঋণী কত কৃতজ্ঞ!!

স্বদেশীয় বিদেশীয় ভাষায় পুস্তকের ভাষান্তরকরণ—হানিমানের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান সাধন ও অমোঘ সম্বল। ঐ অব্যর্থ উপায়ের বলে ভরণ-পোষণের নিমিত্ত কুত্রাপি তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হয় নাই।

এই গুরুতম কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময়—রাত্রি। পর্য্যায়-ক্রমে এক রজনী অনুবাদে ব্রতী থাকিতেন এবং তৎপরবর্ত্তী রাত্রিতে

অধ্যয়নাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। কাজের আতিশয্যে ঐরূপ সংঘটন হইত।

সুইডেন দেশের প্রখ্যাত ডাক্তার বার্জিলিয়স্ বলিয়াছিলেন, "হানিমান্ হাতুড়ে হইয়া না গেলে, এক জন অসাধারণ রাসায়নিক পণ্ডিত হইতেন।" ডজেন্ ইহার প্রত্যুত্তর-স্বরূপ তাঁহার "হোমিওপ্যাথির উপর বক্তৃতায়" লিখিয়াছেন—"আমরাও বার্জিয়সের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া হানিমানের রসায়নে পাণ্ডিত্য স্বীকার করি। রসায়ন-বিদ্যায় বর্জিলিয়স্ এক জন বিদ্বান্ ব্যক্তি হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কথার গুরুত্ব গ্রহণে প্রস্তুত আছি—তাঁহার মত প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিলেও পারি, কিন্তু তাই বলিয়া হানিমান্ অপ্রামাণিক ও অশ্রদ্ধেয় কিসে? রাসায়নিক উপায় ভিন্ন অন্য প্রকারে তাঁহার ভেষজ-ধর্ম্মের পরীক্ষা করা উচিত।"

আমরাও বলি, বর্ত্তমান রাসায়নিক প্রণালী, ঔষধের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হউক, মানব-দেহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ।

প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, নিয়ম-বিশেষের সাহায্যে ভিন্ন প্রকারে পারদ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র, [যাহা 'মারকিউরিয়স্ হানিমানি' তাঁহার স্বনাম-খ্যাত এই অভিধেয়ে আখ্যাত হয়, তাহা] আর্সেনিক (সেঁকো) দ্বারা বিষাক্ত-করণ এবং সুপ্রথিত হানিমানীয় মদ্য পরীক্ষক প্রভৃতিতে, ইউরোপের ডাক্তার-শ্রেণীর মধ্যে তদানীং তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে প্রতিপত্তিশালী করিয়া তুলে।

সম্প্রতি আমরা হানিমানের পূর্ব্ব অবস্থার প্রাদুর্ভাব চিন্তা করিব। হানিমান্ ইহার পূর্ব্বেই দার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন; গোমারেণ নামক স্থানে যখন তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন—ঔষধ-বিক্রেতার হেন্‌রিয়েটি নাম্নী দুহিতার সহিত হানিমান্ পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন। উদ্বাহের কিয়ৎকাল বিগত হইলে পর, তিনি শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া ড্রেস্‌ডেনে গমন করেন। এখানে তাঁহাকে চারি বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। এই সময়ের

মধ্যে তিনি তত্রত্য দাতব্য-চিকিৎসালয়ের প্রতিনিধি চিকিৎসকের কার্য্যে নিয়োজিত হন। তখনও তিনি এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন।

সেই অকিঞ্চিৎকর কুৎসিত স্থান সুধীর প্রতিভার গতি-অবরুদ্ধ করিতে পারিল না। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ততর হওয়া চাই এবং অসুবিধার নিরাকরণও হওয়া আবশ্যক। সেই নিমিত্ত ১৭৮৪ সালে জর্ম্মান্ দেশের রাজধানী ড্রেস্‌ডেন-প্রদেশ-অভিমুখে তাঁহার গতি। তত্রস্থ বড় লোকেরা হানিমানকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন। মহামনা অপ্রমেয়-কীর্ত্তি ডাক্তার ওয়াগনার্ তাঁহার বৈদিক ব্যবহারের অভাব ও অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া, তাহা পরিপূরিত করিয়া দেন। তিনি রুগ্ন হইয়া হানিমানকে "তাঁহার কর্তৃত্বাধীনস্থ হাঁসপাতাল সমূহ তত্ত্বাবধান করিতে" বলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কেবল অনুগ্রহ কেন? পরীক্ষা-কার্য্যের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রও বলিতে হইবে। হানিমানের নিজের এই একটী গুণ ছিল বলিতে হইবে যে, তিনি যখন যে ডাক্তারের সঙ্গে মিশিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহাকে অনাদর করেন নাই। এখানকার রাজ্ঞীর পুস্তকাগারের তত্ত্বাবধানের কার্য্যাধ্যক্ষ এড্লিঙের যত্নে ও উদ্যমে পড়াশুনা বিলক্ষণ সুবিধা ঘটে। এই সময়ে হানিমানের ভারি আনন্দ। এ স্থান হইতে নানাবিধ বিষয়ে অষ্টাদশ খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকটিত হয়। উহার অধিকাংশ রাসায়নিক পুস্তক। তন্মধ্যে "মাকুরিয়স্ সোলুবিস্ হানিমানি" সর্ব্বপ্রধান। এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, আজও বিষ-বিষয়ক গ্রন্থ-লেখকেরা উহার উৎকর্ষ স্বীকার করেন। আর্সেনিক, মদ্যপরীক্ষক ও মাকুরিয়স্ সোলু বিস্ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর গুরুতর ব্যাপার। পারদকে হানিমানের পূর্ব্বে অন্য ঔষধের সঙ্গে বিমিশ্রিত করিতে কাহার সাধ্য হয় নাই। কিন্তু হানিমান্ অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি বলে পারদকে ডাইলিউশনে লইয়া গিয়া অসাধ্য সাধনে সফল হন। সর্ব্বশেষে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পারদ দুগ্ধশর্করার (সুগার্ অব মিল্ক) সংযোগে

চূর্ণ প্রস্তুত হইল। এই সময়ে [১৭৮৫ অব্দে] "সুরাসার-নির্ম্মাণ-কারক"-আখ্য পুস্তক লিপ্‌জিক নগরে মুদ্রিত হয়।

১৭৮৪ অব্দ ডেমাসির "রাসায়নিক দ্রব্য নির্ম্মাণ করিবার কৌশল" নামক ফ্রেঞ্চ গ্রন্থকারের গ্রন্থ জার্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদিত হয়।

ড্রেস্‌ডেনে অধিক কাল থাকিয়াও তাহা হানিমানের পক্ষে অল্প কাল বোধ হইয়াছিল। এমনই সুন্দর মধুর ভাবে দিন-যামিনী তথায় অতিবাহিত! সামুয়েল্ এখানে প্রীতিকর কার্য্যে বেষ্টিত থাকিতেন।

রাজকীয় পুস্তকালয়ের * ডাইরেক্টর এ্যাডিলঙের ইচ্ছায় ড্রেস্‌ডেন-বাস-কাল বড় সুখকর হইয়াছিল। বিদ্যাবান্-যুগলের প্রাণ যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়, চুম্বকেও তেমন লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না। এ্যাডিলঙ্ ও হানিমান্ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। হানিমান্ যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই অক্লেশে বন্ধু সংগ্রহ হইয়াছে।

এখানে প্রতিনিধিত্বে হানিমানের বিদ্যাবত্তার অশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় হানিমান্ রোগীর এরূপ আশ্বাস-স্থল হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে রোগী আপনাকে সুস্থ ভাবিত। সুতরাং তাঁহার নাম তৎকালে চারি দিকে বিস্তৃত। হানিমান্ স্বয়ং পুস্তকোক্ত চিকিৎসায় বিরত থাকিয়া রোগ-লক্ষণ মত রোগ-নির্ব্বাচন করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। লোকের বিশ্বাস—দৃঢ় সংস্কার, তিনি অদ্বিতীয় ডাক্তার। হানিমান্ নিজে কিন্তু আপনাকে ভ্রম-শূন্য বুঝিয়া রাখেন নাই। ঈদৃশ অবস্থায় কাল-যাপন করিতে করিতে, তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তঃসার-হীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই সময় হইতেই তাঁহার অপযশের সূত্রপাত। যাঁহারা তাঁহাকে বিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, প্রথম প্রথম তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ঐ জনশ্রুতিতে শ্রদ্ধা-সমর্পণে কুণ্ঠিত হন। হানিমান্ ভ্রমসঙ্কুল অনিশ্চিত প্রণালীকে হতাদর করিয়া চিকিৎসা-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। যাহা মিথ্যা, তাহার কল্যাণে লোকের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন, তাঁহার

* Royal Library.

অসহ্য হইয়া উঠিল। যে সকল রোগী তাঁহার ব্যবস্থিত ভেষজে ব্যাধির আক্রমণ হইতে উপশম লাভ করিত, সেই রূপে চিকিৎসিত না হইলেও অনায়াসে যথাসময়ে তাহাদের প্রকৃতিস্থ হইবার বহুল সম্ভাবনা, ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজত্বে সমূহ বিষয়ের শৃঙ্খলা রহিয়াছে। ভাল, চিকিৎসা-শাস্ত্রে কি তাদৃশ সংঘটনের কোন বাধা আছে? এই উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হন, তদুদ্দেশে তিনি ভাল করিয়া রসায়ন-শাস্ত্রের দ্বিতীয় বার অনুশীলন করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাহাতে অভীষ্ট-সিদ্ধি পূর্ব্ববৎ বিফল হইল।

এই সময়ে তৎকাল-প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীতে শ্রদ্ধার লাঘব হইয়া আসিতেছিল। এখানে অর্থের স্বচ্ছলতা মোটেই ছিল না। ওয়াগ্নারের প্রতিনিধিত্বে যৎকিঞ্চিৎ বিত্তাগম-মাত্র হইয়াছিল। ডজেন্ উল্লেখ করিয়াছেন, "এই সময় তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসা এক বারেই ত্যাগ করেন।"

১৭৮৬ শকে লিপ্জিকে "সেঁকো বিষে বিষাক্ত হইলে, তাহার আরোগ্য ও নিরূপণ" পুস্তক প্রকটিত হওয়াতে, তাঁহার পূর্ব্ব মত দৃঢ়ীভূত ও সমর্থিত হয়। এলোপ্যাথিতে বিজাতীয় বিতৃষ্ণা সঞ্চারের এই প্রারম্ভ। প্রচলিত প্রাচীন প্রথায় আর ধনোপার্জ্জন সঙ্গত নয়, ক্রমে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া তিনি উপনীত হইলেন। এই সময় রসায়ন ও দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন তাঁর চিত্ত-বিনোদনের একমাত্র সামগ্রী।

পরবর্ত্তী বর্ষে "ড্যামিশির ভিনিগার নির্ম্মাতার কৌশল" ও "মদিরার বিশুদ্ধ ও বিকৃত অবস্থার লক্ষণ" পুস্তকদ্বয় ফ্রেঞ্চ ভাষা হইতে অনু-বাদিত হইয়া লিপ্জিক ও ড্রেসডেনে মুদ্রিত হয়। এই বৎসরেই "জলন্ত পাথুরিয়া কয়লার উত্তাপ ব্যবহার করাতে অসাধু ফল"-নামধেয় মাতৃভাষায় এক গ্রন্থ ড্রেসডেনে প্রচারিত হওয়াতে হানিমানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সকলে জানিতে পারিল।

"ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর প্রভাব" "মদ্যে লৌহ ও সীসা মিশ্রিত থাকিলে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় ও ক্রম" "পিত্ত পিত্ত-শিল বিষয়" এবং "বিগলন প্রতিবন্ধক এক নূতন ও অত্যন্ত ফলপ্রদ পদার্থ" এই চারি খান পুস্তকের মুদ্রণ পরিসমাপ্ত হয়। হানিমান্ ১৭৮৮ অব্দে ড্রেসডেন নগরে জর্ম্মান্ ভাষায় উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

যাহা হউক, এবংবিধ নানারূপ খ্যাতি প্রতিপত্তিতেও হানিমানের চিত্তে অসুখ। চারি বৎসর অতিবাহনের ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ৩৪ চত্বারিংশৎ বয়সে ড্রেস্ডেনের মায়াশৃঙ্খল খণ্ডিত হইল। আবার লিপ্‌জিকের অভিমুখে যাত্রা। এই স্থল তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার স্থল। স্বপ্রণীত-জীবনচরিতের এক স্থানে তিনি কহিতেছেন, "লিপ্‌জিক্ বিজ্ঞান-চর্চ্চার মধ্য বিন্দু।" এই স্থানে দৈনিক জীবন অতিবর্ত্তন করিতে তিনি অবিচলিত ছিলেন। কারণ, প্রতিমুহূর্ত্তের জন্য তিনি বিধাতার হস্তের উপর নির্ভর করিতেন।

ড্রেস্ডেন ত্যাগ করিয়া সেই বৎসরেই হানিমান্ লিপ্‌জিকে প্রত্যাগত হইলেন। এখানে প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরে "উপদংশ রোগের" ঔষধ পুস্তক প্রচারিত হয়। সেই পুস্তকে এলোপ্যাথি ঔষধের প্রতি হতশ্রদ্ধার কোন বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার ইতিপূর্ব্বকার প্রস্তুত পারদ অণুমাত্রায় প্রয়োগের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ভৌগলিক বিবরণ অনুসারে ড্রেস্ডেন জর্ম্মণির রাজধানী। বিদ্যাস্থশীলন-হিসাবে গণনা করিলে, লিপজিক্‌কে রাজধানী বলা যাইতে পারে। সামুয়েল্ এখানে পৌছিবার পূর্ব্বে এক জন উত্তম রাসায়নিক পণ্ডিত ও চিন্তাশীল গ্রন্থকার বলিয়া অতুল খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী বৎসর হানিমানের জীবনে সুতরাং হোমিওপ্যাথিইতিবৃত্তে যুগান্তর কাল।

ঠিক্ এই সময়ে, হানিমান্ কর্ত্তৃক ভৈষজ্য-তত্ত্ব অনুবাদিত হইতে আরব্ধ হয়। স্কটলণ্ড দেশীয় এই মহাগ্রন্থ হইতে জর্ম্মন্‌দেশীয় সংস্কারকের বিস্তর সাহায্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়া

থাকে। এই স্থলে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১৭৯০ সাল হোমিওপ্যাথির ইতিহাসে এক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। হানিমান্ এই বৎসর কলেনের * ভেষজ-তত্ত্ব জর্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদ করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন,—সিঙ্কোনা-প্রবন্ধে লিখিত আছে যে, উহা দ্বারা পর্য্যায়-জ্বর নিবারিত হয়। কুইনাইন্ বৃক্ষের ত্বক্ (সিঙ্কোনা), তিক্ত, কষায় ও ধারক বলিয়া পাকস্থলী ও অন্যান্য যন্ত্রের পুষ্টি-কারক ইত্যাদি। সিংকোনায় পালাজ্বর আরাম হয়; সিঙ্কোনার পুষ্টিকর প্রভৃতি গুণ অনুমান- বলে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহার প্রকৃত কার্য্য ও গুণ স্পষ্ট নির্দ্দেশিত না থাকায়, হানিমান্ ঐ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তজ্জন্য তিনি সুস্থ অবস্থায় তাহা নিজ দেহে প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। তৎকালে হানিমান্ নীরোগ থাকায় তাহা সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হন †।

কলেন্-লিখিত সিঙ্কোনা-পর্য্যায়-নিবারকের (ফেব্রিফিউজের) গুণাগুণ-ব্যাখ্যানে, হানিমানের চিত্ততোষ জন্মে নাই। কলেনের এই বিষম ভ্রম সত্বেও তিনি স্ব-সমকালিকদিগের মধ্যে, এক জন সর্ব্বজন-প্রিয় গণ্য ডাক্তার হইয়া আসিয়াছেন। "পর্য্যায়জ্বরে সিঙ্কোনা, নিরূপিত কালে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণে নির্দ্ধারিত মাত্রা-প্রয়োগে ফলোপ-

---

* কেহ কেহ 'কুলেন্' উচ্চারণ করেন।

† ডজেন্ এ কথা বলেন না। তাঁহার উক্তি-মতে মেটিরিয়া মেডিকায় কলেন্ সিংকোনার জ্বর উৎপন্ন করিবার শক্তি নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। হানিমান্ তাহা পাঠ করিয়া সুস্থ অবস্থায় নিজ দেহে উহা পরীক্ষা করাতে জ্বরে আক্রান্ত হন। রসেল্ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি কলেনের মেটিরিয়া মেডিকার সিংকোনা প্রবন্ধ স্বীয় পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার সরকারের বক্তৃতাতেও রসেলের মত পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত বাবু বিহারিলাল ভাদুড়ি, ডজেন্ অবলম্বন করিয়া হানিমানের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। অতএব ডজেনের ভ্রম, তাঁহার পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক, ডজেন্ কলেনের পুস্তকের কোন স্থল উদ্ধার করিয়া স্বীয় বাক্যের প্রামাণিকতা সাব্যস্থ করেন নাই।

ধারক।” হানিমান্, পরীক্ষা দ্বারা তাহার খণ্ডন করেন; যুক্তি-প্রদর্শনোদ্দেশে উক্ত হইয়াছে, পালা জ্বরের প্রকার-ভেদ এত বর্ত্তমান, যাহাতে কলেনের কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মান্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। সিঙ্কোনার প্রভাব, সেইরূপ ব্যাধির নিকট সুদূরপরাহত।

হানিমানের আপাত-প্রতীত ঔদ্ধত্যবোধক—প্রকৃত পক্ষে সাহসিক—উক্তি, হানিমানকে বহু কালের শুভৈষি-মিত্র-স্নেহচ্যুত করে। বন্ধু, শত্রুভাব-ধারণে অকুণ্ঠিত—সুতরাং ঘোর তর্ক-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হানিমান্, উত্তর-যোগ্য প্রশ্নেরই প্রত্যুত্তর-সমাধানের দায়িত্ব অনুভব করিতেন। বিপক্ষেরা হানিমান-প্রদত্ত অদ্ভুত যুক্তির অমোঘ বাণে পরাস্ত, বিপর্য্যস্ত শেষে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া যাইত।

“কম্পজ্বরে কুইনাইন্ অমোঘ ঔষধ” কলেনের এই উক্তির মধ্যে “অমোঘ” শব্দের প্রতি তাঁহার গভীর চিন্তাশীল দৃষ্টি প্রথমে ও প্রধানত আকৃষ্ট হয়; এবং এই ব্যাপারের আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফল, সদৃশ-ব্যবস্থা-প্রথার উৎপত্তির প্রকৃত কারণ।

এলোপ্যাথিক মতে “যে রোগের যে সকল অবস্থায় প্রযুক্ত হইলে যে পদার্থে বিভিন্নরূপ অবস্থা উৎপাদন করিয়া দেয়, সেই পদার্থ সেই পীড়ার সেই সকল অবস্থার পক্ষে প্রকৃত ঔষধ।”—কম্পজ্বরে কুইনাইন্ “অব্যর্থ” (মহৌষধ) এই কথার উপর নির্ভর রাখিয়া যাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, এলোপ্যাথির সেই মতের দিকে তিনি প্রধাবিত হইলেন, সুতরাং এলোপ্যাথির ঔষধ কম্পজ্বরে প্রয়োগ করিয়া বুঝিলেন, কোন না কোন লক্ষণাবলি দৃষ্ট হইবে। তিনি ভাবিলেন, ‘কম্পজ্বরে কুইনাইন্ একমাত্র উৎকৃষ্ট অমোঘ ঔষধ, কি কুইনাইন্ ও কম্পজ্বর এই দুয়ের মধ্যে কোন রূপ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব?’ বহুকালাগত-এলোপ্যাথি-ভক্ত অনেকে হয় ত ভাবিতেছেন, হানিমানের ঐ প্রকার বাড়াবাড়ি রকমের সন্দেহ, তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বা অকালপক্কতার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহা যে আদৌ সম্যক্ প্রশস্ত মত নামে গ্রহণীয় হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য,

বক্ষ্যমাণ বিবরণে তাহা বিলক্ষণরূপে সংসূচিত হইবে। যিনি স্বাবলম্বিত চিকিৎসায় ইতিপূর্ব্বে বিস্তর বিত্ত বিভব সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার যশঃ-সৌরভ ইউরোপের চারি দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সেই ধনলিপ্সা-পরিবর্জ্জনের ইচ্ছা বা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে তাহার পরিণতি করিতে যিনি লক্ষ্য হইতে রেখা-প্রমাণ বিচলিত হন নাই, তাঁহার পক্ষে কলেনের বাক্য ভ্রম-প্রমাদ-বিবর্জ্জিত বোধ না হওয়া, কোন মতেই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। মনীষাসম্পন্ন প্রত্যেক মনস্বী যদি 'যেহেতু, অমুক কথা অমুক বড় পণ্ডিত নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন, অতএব তাহা সম্পূর্ণ সত্য—তাহাতে কণাপরিমাণ অসত্যাংশ বিমিশ্রিত থাকা, সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্য,' এইরূপ নিষ্কর্ষ স্বতঃপ্রমাণ বা স্বীকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত করিতেন, তবে জগতের আজ এই যে এত অভ্যুদয় দেখিতেছি, তাহা নিশ্চয় ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত থাকিত, তাহাতে আর কি কোন সন্দেহ আছে? সেরূপ হইলে, মানবের স্বাধীন চিন্তার গতি প্রতিহত হইত। জগতের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, ঐ প্রকার অনুচিত, অনুদার, হেয় মত, হানিমানের প্রশস্ত অন্তরে স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। পরীক্ষায় যাহা সাধু প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে আস্থা বা বিশ্বাস-স্থাপন, সহজ অথচ স্বাভাবিক। তিনি ঐরূপ সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইবার পর, নির্ব্যাধি শরীরে কুইনাইন সেবন আরম্ভ করিলেন। জ্বর রোগে কুইনাইনের আরোগ্য করিবার যে শক্তির কথা এলোপ্যাথি "ঔষধ-তত্ত্ব গ্রন্থে" বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বিভিন্ন অবস্থায় (জ্বরাভাবে) হানিমান্ কুইনাইন-সেবনে জ্বরাক্রান্ত হইলেন; সুতরাং কুইনাইন্ সেবন করাতে এক বিস্ময়কর ফল পরিদৃষ্ট হইল, বলিতে হইবে। ইহাতে হানিমান্‌কে যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিল। তিনি বারাধিক ক্রমাগত বতই কুইনাইন ব্যবহার করিলেন, সর্ব্বত্র একই ফল ফলিল। পরিচিত আপামর জনসাধারণের উপর উহার পরীক্ষণ করিলেন; কার্য্য অবিকল তদনুরূপ হইল। তাঁহার সুহৃদ্বর্গের মধ্যে মহা হুলস্থূল

কাণ্ড পড়িয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরীক্ষিত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য,——তাঁহারাও হানিমান্-প্রোক্ত কথার প্রামাণ্যের পাত্র হইলেন। তিনি একটীমাত্র ঔষধ কুইনাইনকে নানা মতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিবৃত্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। এতাবৎ হানিমান্ কোন ফলিতার্থে আসিয়া উপনীত হইতে সমর্থ হন নাই। তবে এত দিন নিতান্ত সংশয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এখন যেন এক সূত্রপাতে পদক্ষেপ করিতে পারিবেন, তাহার আশা সঞ্চারিত হইতে থাকিল। কুইনাইন-ব্যতিরিক্ত অপরাপর ঔষধের মধ্যেও বিলক্ষণ পরীক্ষার প্রবাহ চলিতে লাগিল; তন্মধ্যে গন্ধক, পারদ, মৃগনাভি, সেঁকো, ধুস্তূর (ধুতুরা), সর্পবিষ ইত্যাদি এলোপ্যাথি-চিকিৎসকদিগের সচরাচর-ব্যবহৃত ঔষধ-সমূহের প্রকৃত রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ধুতুরা-ব্যবহারে নীরোগ দেহের মত্ততা জন্মায়, আবার উন্মত্ত অবস্থায় ধুস্তূর ঔষধের কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহা সপ্রমাণিত হইল। গন্ধকে সুস্থ দেহে পাচড়া উৎপাদন করে, এবং ঐ পাচড়ার ঔষধ গন্ধক।

প্রায় সকলেরই বিদিত আছে, সর্পবিষ কি ভয়ানক দ্রব্য! সর্পবিষের সেই বিভীষণ ভাব—অরোগ-দেহে ঔষধ-স্থানীয় না হউক, মুমূর্ষুর লুপ্ত স্বাস্থ্য পুনরাহ্বানে বিলক্ষণ দক্ষ, ইত্যাদি।

১৭৮৯ শকে "ব্যারিটা নামক ক্ষার-বিষয়ক প্রস্তাব," "গ্রাফাইটিসের এক নূতন উপাদান" "উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের ধারকতা (কোষ্ঠবদ্ধ)-বিষয়ে সন্দর্ভ" "মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ হানিমানি-সংক্রান্ত মন্তব্য ও উহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া" এবং "মার্কুরিয়স্ সোলুবিলিস্ দ্বারা উপদংশ চিকিৎসার প্রণালী" এই পাঁচ খানা গ্রন্থ জর্ম্মান্ ভাষায় মুদ্রিত হয়। ইহার মধ্যে শেষোল্লিখিত গ্রন্থ লিপ্‌জিকে প্রকটিত হইয়াছিল। লক্‌উইজ্ ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্ব বৎসর এই গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হয়। ইহাতে নূতন উপায়ে পারদ প্রস্তুতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। লক্‌উইজ্ ড্রেস্‌ডেনের নিকটবর্ত্তী। এখানে থাকিতে থাকিতে বিস্তর রাসায়নিক

পুস্তক বিরচিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বলিখিত আর্সেনিক (সেঁকো)-বিষয়ক গ্রন্থ ভুবন-বিখ্যাত। রসায়ন ও সাহিত্যে এখন হানিমান্ ব্যাপৃত থাকিতেন।

'হোমিওপ্যাথিয়া' নামক নূতন চিকিৎসা পদ্ধতির জন্ম দিবস, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রীক্ ভাষা হইতে, এই অভিনব অভিধেয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। *

যে নবোদ্ভাবিত চিকিৎসা-প্রণালীর (হোমিওপ্যাথির) সত্যতা মানব জাতির বহুল উপকার সংসাধন করিতে আরম্ভ করিল, জীবন্ত জলন্ত আশার আশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া, হানিমান্ অসন্দিগ্ধ প্রবল প্রমাণ-প্রয়োগাদি দ্বারা সেই বিষয়ের তত্ত্ব অধিকতররূপে প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইলেন। স্বয়ং যখন সমীক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা যে বিষয়ের যথার্থ্যে আসিয়া উপনীত হইতেন, বন্ধুবর্গ-সমক্ষে তাহা প্রমেয় বোধ করিতেন। বলা বাহুল্য, যাহা তাঁহার নিজের পক্ষে স্থির হইত, অন্যত্র কুত্রাপি তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। অধিক কি, বন্ধুগণের চক্ষেও অবিকল তাহাই প্রতিভাত হইতে লাগিল।

হিপক্রেটিসের গ্রন্থে, বিষম ও সদৃশ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষম-বিষয়ক চিকিৎসার তাৎপর্য্য, যাহাতে উৎপত্তি,

* হোমিওপ্যাথির আবিষ্ক্রিয়া-সম্বন্ধে একটী আখ্যান শুনা যায়। পাঠকের অবগতির নিমিত্ত আমরা এই খানে নিম্নে সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম্ম প্রকটন করিয়া দিতেছি :—

হানিমান্ একদা স্বীয় কোনও আত্মীয়ের চিকিৎসা-ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ-প্রয়োগেও হৃদয়-বন্ধুর বিয়োগ হইল দেখিয়া, হানিমানের অন্তরে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি একেই ত পূর্ব্ব হইতে, সন্দিগ্ধাবস্থায় দিন যাপন করিতে ছিলেন, তাহার উপর আবার মিত্রবিচ্ছেদ। শুদ্ধ তাই কেন, ঔষধের সত্যতা-বিষয়ে অশ্রদ্ধা। হানিমান্ ভ্রমপূর্ণ পুস্তক ছিন্ন করিয়া, নদী জলে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময়, কোন কোন ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর দেন, আমরা তাহারই ভাব সংগ্রহ করিয়া আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। এই ব্যাপারের পর, হানিমানের সত্যানুসন্ধান আরম্ভ হয়।

তদ্বিপরীতে শাস্তি। হিপক্রেটিসের "বিষস্য বিষমৌষধং" এই উক্তি, হানিমানের পূর্ব্বে সকলেরই অলক্ষ্য পথে নিপতিত ছিল। উদারধী, সুতীক্ষ্ণ-প্রতিভাশালী মহোদয় হানিমান, তাৎকালিক চিকিৎসক-প্রমুখের অন্যতম থাকিয়াও, নিজে তদানীন্তন স্বাবলম্বিত চিকিৎসা-ব্যবস্থা-প্রণালীতে, অহরহঃ সন্দিগ্ধ—সুতরাং ক্ষুণ্ণমনা থাকিতেন।

হানিমান্ সাধারণতঃ সন্দিগ্ধ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপকার বৈ অপকার হয় নাই।

সন্দেহ উন্নতির অবশ্যম্ভাবী কারণ। দার্শনিকেরা, তাহার দেদীপ্যমান সাক্ষ্য। যে বৈজ্ঞানিক-ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-তত্ত্ব, আজ সমূহ জাগতিক মানবের অন্তর-মুকুরে প্রতিবিম্বিত—ভক্তি-পূজোপহার-সংগ্রহে সমর্থ, সেই সদৃশব্যবস্থা-প্রকরণ, যখন অনাগত কালের ক্রোড় হইতে প্রচ্যুত হইল—সেই দিন, সেই শুভ দিন জগতের চক্ষে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল ; বহ্বায়াস-জনিত, সুষুপ্তি-সেবিত নিদ্রিতাবস্থার আরাম, জাগরণে যেমন হৃদয়-মোহন, অজ্ঞান-জবনিকান্তর্হিত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ অবিকল তেমন না—তদধিক হৃদ্য।

এই সময়ে "ক্ষয়কাশের প্রকৃতি, কারণ ও উপশম-বিষয়ে অনুসন্ধান" "ইয়ঙ্ সাহেবের বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী-সংবলিত কৃষিবিদ্যার ইতিহাস" ও "কলেনের মেটিরিয়া মেডিকা" ইংরাজী হইতে এবং "ডি, লা মেথরির নির্ম্মল বায়ু ও তৎসদৃশ বিষয়ক গ্রন্থ" ফরাসি ভাষা হইতে জর্ম্মানে ভাষান্তরিত হয়। এবং এ, ফেব্রোনির "সুরা-প্রস্তুতের কৌশল" ইটালী ভাষা হইতে অনূদিত হয়। "মার্কিউরিয়স্-সম্বন্ধে অভিমতি এবং তাহা প্রস্তুত করিবার উপায় বিধানের" দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন হয়। তাবৎ পুস্তক লিপ্জিকের মুদ্রা-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কারে সামুয়েল্ হানিমানের প্রতিভা কি কাহারও নিকট ঋণী ?

অনেকের মতে সদৃশব্যবস্থা-প্রথা হানিমানের স্বকপোল-কল্পিত নয়। এমন কি, ডজেন্‌ও ঐ মতাবলম্বী। বাস্তবিক তাহা যথার্থ কি না প্রমাণ করিতে হইলে, সংক্ষেপে চিকিৎসা-তত্ত্বের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা আবশ্যক। পাঠকবর্গ ভীত হইবেন না; এখানে আমরা চিকিৎসা করিতে বসিতেছি না। যথাযথ ভাবে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে নিরপেক্ষ হইয়া এ দিকে মনোনিবেশ একান্ত প্রয়োজনীয়।

হানিমান্ এই উদ্ভাবনীর জন্য কাহার সমীপে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ, সহজে জানিবার উপায় নাই। হানিমান্ আত্মজীবন-বৃত্তে কি স্বরচিত কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়া যান নাই। সুতরাং আমরা নিরুপায়। তবে এইমাত্র বলিতে সাহস করা যায়——হানিমানের ন্যায় উদারচরিত্র কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে অকুণ্ঠিত। অন্যের সাহায্যে উপকৃত হইলে, নিঃসংশয় তিনি তাহা স্বীকার করিতেন। আর যদি কোন পুরাতন গ্রন্থ হইতে তাহা বিদিত হইতেন, তাহা হইলে কলেনের মেটিরিয়া মেডিকা অনুবাদের অনেক আগে হোমিওপ্যাথি-প্রচার সুসমাহিত হইত।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা ঐতিহাস বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। হোমিওপ্যাথির উদ্ভব ও তদানুষঙ্গিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি জানিতে অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত। সুতরাং বিষয়-বিশেষে প্রবণ না হইয়া এই খানে তাহা উল্লেখ করিব। সুধীর পাঠক গম্ভীর হইয়া সহিষ্ণু ভাবে বিচার করিয়া দেখুন।

১। খৃষ্টের জন্মের ৪৬০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীস্ দেশে হিপক্রেটিস্-আখ্য এক ডাক্তার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অলোক-সাধারণ জ্ঞান। তাঁহার পূর্ব্বে ও তাঁহার সমকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অসারত্বের একশেষ। তিনি নিজগ্রন্থে সদৃশব্যবস্থাতত্ত্ব, বিষম-বিষয়ক-ব্যবস্থা ও ঐ দুয়ের মধ্যগত বিধি উল্লেখ করিয়াছেন *। হিপক্রেটিসের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন গ্রন্থকারের পুস্তকে ঐ নির্দ্দেশ দেখা যায় না। তাঁহার মরণের বহু কাল পরেও কেহ তাঁহার কোন প্রথা অবলম্বন করেন নাই। ১০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ দেশে গেলেনের জন্ম হয়। তিনি "বিষম ব্যবস্থাতত্ত্বের" যাথার্থ্য প্রতিপাদন করেন এবং তদনুসারে বহু শতাব্দী চলিয়া যায়।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী।

২। ব্যাসিল্ ভালেন্টাইন্।—গেলেন্ যেমন বিষম বিষয়ক ব্যবস্থা করিয়া যান, ইনি তদ্রূপ সদৃশ ব্যবস্থায় প্রথমে হস্তার্পণ করেন। তাঁহার মতে যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতে বিনাশ।

৩। ডিথার্ডিং সাহেবের গ্রন্থে সিনা ঔষধে শূল বেদনা উপশমের বিবরণ পাঠ করা যায়। এবং অরোগ দেহে সিনা খাইলে শূল বেদনা সঞ্জাত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দী।

৪। প্যারাসেল্সস্ এলোপ্যাথিক মতের ডাক্তার হইয়াও নিজের গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "যাহাতে উৎপত্তি, তদ্বিপরীতে উপকার, গেলেনের এই বাক্য একগুঁয়ে যুক্তিমাত্র। যে দ্রব্যের ব্যাধি উৎপাদন করিতে ক্ষমতা, সেই বস্তুই যথার্থ ঔষধ।"

---

* " 'Diseases,' says Hippocrates, 'are sometimes cured by contraries (Contraria Contraiis Curentur), sometimes by similars, (Similia Similibus Curentur), and sometimes by remedies which have neither simitude nor antagonism."——See, "On the Supposed Uncertainty in Medical Science", by Dr. Mahendra Lal Sircar M. D. page 21, or 'Calcutta Journal of Medicine' Vol. I, No. 5, page 166.

৫। হিরোনিমস্ কার্ডামস্ও প্যারাসেল্সসের ন্যায় সমান অভিমতি-সম্পন্ন। উদরাময় সচরাচর বিরেচক ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখিয়া তিনি গেলেনের চিকিৎসা প্রথায় সন্দেহ করিতেন।

৬। বার্থোলন্ বলেন, তাড়িতে কায়িক বেদনা যেমত দূর করিয়া দেয়, তেমনি কিন্তু, সুস্থ ব্যক্তির দেহে যদি তাড়িতের বেগ প্রবিষ্ট করান যায়, তবে তাহা নূতন অসুখের সৃষ্টি করে।

৭। ডাক্তার বুল্ডক্ উদরাময়ের উৎপাদন-বিষয়ে কার্ডামসের মত গ্রাহ্য করিয়া তাহার উপশমের শক্তি ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৮। ষ্টার্ক, ধুতুরা দ্বারা সহজ ব্যক্তির ক্ষিপ্ততা হয়, কহিয়াছেন এবং উন্মত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে ধুতুরার সামর্থ্য আছে, তাহাও বলিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু, তিনি পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারগণের তুল্য সাহসিক উক্তি-প্রয়োগে অসঙ্কুচিত ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দী।

৯। প্যারাসেল্সস্ ও হিরোনিমস্ কার্ডামসের সহিত টমাস্ ইরাষ্টসের কোন মতদ্বৈধ লক্ষিত হয় নাই। তিনি উহাঁদের মত গেলেনীয় মতে সংশয়াপন্ন ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দী।

১০। সুপ্রথিত ডাক্তার ষ্টাল্ স্পষ্টাক্ষরে বিষম-বিষয়ক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবিশ্বস্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহা বলিয়া নিস্তব্ধ নহেন। তিনি কহিয়াছেন "দগ্ধ স্থান অগ্নির উত্তাপে আরাম হয়। হিম জল বা বরফ জল, অধিক হিম লাগিলে অঙ্গ-বিশেষ খসিয়া গেলে উপশমকারক। স্পিরিটে (মদিরা সারে) ফুলা ও ব্যথা বিনষ্ট করে। অর্থাৎ যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতে ধ্বংস, এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কোন অম্লরোগ-পীড়িতকে গন্ধক-দ্রাবক † দিয়া ভাল করেন। ইতি-পূর্ব্বে রাশি রাশি পুরিয়াতেও ঐ রোগে কোন ফল দর্শে নাই।"

---

† Sulphuric Acid. ইহাকে মহাদ্রাবকও বলে।

১১। হফ্‌মান্ হাঁপানি-কাশের চির-প্রসিদ্ধ ঔষধ মৃগনাভি দ্বারা হাঁপানি উৎপন্ন হইবার বিষয় লেখেন *।

অষ্টাদশ শতাব্দী।

এখন দেখা যাউক, এই শতাব্দীর গতি কোন্ দিকে। এই বার হইলে সব শেষ হয়। কেন না, হানিমান্ এই যুগের লোক।

১২। চিরস্মরণীয় হ্যালার।—হানিমান্ উত্তর-কালে ইহাঁর পুস্তক হইতে যে সাহায্য পান, তাহা হোমিওপ্যাথির অনুকূল।

১৩। এ্যামেটস্ লুসিটেনস্ ও হেন্‌রিচ্ যে সকল মত প্রচার করিয়া যান, তাহার হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বের মূল সূত্রের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমোক্তের মতে সেঁকো দ্বারা ক্ষত আরাম হয়, এবং সেঁকো দ্বারা এমন এক রোগ (ক্ষত) উৎপন্ন হয়, যাহা উহা হইতে প্রায় অভিন্ন।

ইহার পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা ঐ তত্ত্বের সম্যক্ অনুশীলন বা পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অবলম্বিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ বা সংস্রব নাই। হানিমানের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি-ব্যূহ আমাদের লক্ষ্য ও প্রবন্ধের একমাত্র প্রতিপাদ্য।

কাল-ক্রমানুসারে ব্যক্তিগণের মত-সার উদ্ধারের আর প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি আমরা যথাস্থানে উপনীত। উক্ত প্রমাণ-গুলিন প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলিক বটে। কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল প্রমাণের উদ্ভাবয়িতা, তাঁহাদের প্রায় সকলেই পরীক্ষা করিতে নিবৃত্ত ছিলেন। হানিমানের যুক্তি-বল অপ্রবল হইলে তাঁহারও ঐ প্রকার মত হইত। যদি সত্য সত্যই ঐ সকল প্রাচীনতম ঘটনা তাঁহার পঠিত হইত, তিনি তাহা স্বীকার করিতেন। ডাক্তার সরকার, হানিমানের ঐ মতের মৌলিকতা-সম্বন্ধে এক সার কথা বলিয়াছেন যে, যদি হানিমান্ ঐ সকল যুক্তির

---

* ডাক্তার হেরিং এবং রু সাহেব উপরি উক্ত গ্রন্থকারের ন্যায় এলোপ্যাথিতে সংশ্রয়-সূচক মত ব্যক্ত করেন।

অঙ্কুশ পাইতেন, তাহা হইলে, যে সময়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক পূর্ব্বে নিশ্চয়ই (কলেন্ পাঠ করিবার অগ্রে) তাহা করিতেন। আমরাও এই কথা বলি। শুদ্ধ মুখে বলিয়া নিরস্ত না থাকিয়া তাহার প্রমাণ-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেও পারি। উদ্ভাবন ও পরীক্ষার পর তিনি যখন যে প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্তাবৎ অর্গানন্ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবং হ্যালার ও ষ্টানের মতও উত্তরকাল-রচিত স্ব-গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। একই রকম চিন্তা, এক সময়ে কি ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তির মনে উদিত হইবার অনেক বৃত্তান্ত শুনা যায় না? পরবর্ত্তী হয় ত পূর্ব্ববর্ত্তীর মত-সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজের মত বলিতে পারেন, কিন্তু তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক। যখন সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখনই আমরা তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—নতুবা তাহা অস্বীকার করিতে অগ্রসর হই।

যাঁহাদের অন্তর অপরিসর, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "যদি কলেন্ দেখিয়া হানিমানের দিব্য জ্ঞান, তবে হানিমানের বাহাদুরি কিসে? আর তিনি নূতন করিয়া জগতকে কি দিয়া গেলেন? কলেন্ হানিমানের পূর্ব্বের ডাক্তার।" তদুত্তরে বক্তব্য যে, হানিমানের পূর্ব্বে অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কলেনের গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কেহ কৈ ত কলেনকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অধিক কি, কলেন্ নিজে কি করিয়া যাইতে পারিয়াছেন? কলেনের লেখার অন্তর্মর্ম্ম নিষ্কাষণের নিমিত্ত সকলে হানিমানের নিকটে কৃতজ্ঞতায় অবনত মস্তক। কলেনের লেখা না পাইলে, হয় ত অনেক বিলম্বে হানিমানকে হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রে উপস্থিত হইতে হইত। অথবা হানিমান্ জীবিত থাকিয়া ঐ নিষ্কর্ষে আসিয়া অধিক কার্য্য করিতে পারিতেন কি না তাহাও সন্দেহস্থল।

হানিমান্ ঔষধের মাত্রাধিক্য করিয়া দেখিলেন, তাহাতে পীড়া বৃদ্ধি হয়। হোমিওপ্যাথিক নিয়মানুযায়ী ঔষধ অধিক পরিমাণে দেওয়া

অকর্ত্তব্য, অভিজ্ঞতায় সপ্রমাণিত হইল। এই বিষয়ের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এলোপ্যাথি ছাড়িয়া অধিকাংশ ব্যক্তি ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন।

লিপ্‌জিক্ ও তন্নিকস্থ ক্ষুদ্র পল্লী ষ্টাটারিজে সার্দ্ধ দ্বিবর্ষ কাল রসায়ন অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময় রসায়ন-সম্বন্ধে তাঁহার বহু-সংখ্যক রচনা বাহির হয়। কলেনের পুস্তক ব্যতিরেকে রসায়ন-শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ক অজস্র অনুবাদ প্রকটিত হইতে লাগিল। ডজেন্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "এই সময় তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। বহু পরিবারের ব্যয়-সম্পাদন যে, তাঁহার পক্ষে ভাবনার বিষয় ছিল, রাশীকৃত পুস্তক-প্রকাশে তাহা ব্যক্ত হইতেছে।" পরিবার প্রতিপালন অপরিহার্য্য হইয়া উঠাতে, পুস্তক রচনা করিতে হয়, সুতরাং তাহাতে হানিমানের ক্ষিপ্রকারী উন্নতি হইয়াছিল।

১৭৯১ অব্দে হানিমান্ "ইকনমিক্যাল সভার" সভ্য-পদে নিয়োজিত হন; এবং গ্রিগ-প্রণীত "স্ত্রীজাতির প্রতি উপদেশ;" "মন্‌রোর ঔষধ-তত্ত্ব"; "শর্করা-সম্বন্ধে রাসায়নিক অভিমতি" ও "পারদের বিনাশক শক্তি-নিষেধক উপায়" ইংরাজি ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদিত হয়। প্রাগুক্ত পুস্তক দুইখান লিপ্‌জিক্ এবং তৃতীয় গ্রন্থ ড্রেস্‌ডেনের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রসূত। শেষোল্লিখিত গ্রন্থ জর্ম্মানে বিরচিত।

বাতুলালয়ে চিকিৎসা—প্রহার-প্রথার রাহিত্য—

উন্মাদ রোগের ব্যবস্থা।

প্রচারিত মত কত দূর কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহা বিশিষ্টরূপ জানা যায় নাই। অলস ভাবে তিনি দিন যাপন করেন নাই, ইহা অবধারিত। সম্ভবতঃ প্রমাণ-সংগ্রহে তাঁহার চেষ্টা চলিয়া থাকিবে। কেন না, ১৭৯২ অব্দের আগষ্ট মাস হইতে "থরেঞ্জীয়ান্ ফরেষ্টের" অন্তর্ভূত জর্জেন্থালের বাতুলালয়ের কর্ত্তৃত্ব-ভার তাঁহার অধীনে আইসে। চিকিৎসা-

কার্য্যে পারদর্শিতা-লাভ-মানসে শুদ্ধ এই পদ গ্রহণ নহে, কিন্তু পরীক্ষা করাই বিশেষ মন্তব্য ছিল। হানোভর্-রাজ্যের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী পণ্ডিত ক্লকেন্‌ব্রিঙ্ বিদ্রূপাত্মক কাব্যের শ্লেষোক্তিতে উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হন *। হানিমানের চিকিৎসায় ক্লকেন্‌ব্রিঙের উপশম হয়। কি ঔষধ দিয়া তাঁহার উপকার হয়, তাহা জানা যায় না। রোগী হানিমানের ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। ধুতুরা-প্রয়োগে এই রোগ-উপশমে হানিমান্ কৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন। তদবধি "ধুতুরা উন্মত্ততার জন্য অত্যন্ত উপ-কারক ঔষধ" কিন্তু, ইহা অদ্যাপি অনেক ডাক্তারের অজ্ঞাত।

যৎকালে বাতুলাশ্রমের কর্ত্তৃত্ব-সম্পাদন হানিমানের হস্তে ছিল, তখনকার উল্লেখোপযুক্ত একটী ঘটনার নির্দ্দেশ না করিলে, অন্যায় হয়। তাহা——ক্ষিপ্তগণকে আরোগ্য করিবার অসভ্য পাশব বিধা-নের সংস্করণ। এই জন্য হানিমানের সকাশে আপামর জন-সাধা-রণ কৃতজ্ঞ। এ বিষয়ে হানিমানের অগ্রণী যদিও কেহ ছিলেন †, তথাচ হানিমান্-প্রদর্শিত পথ বড় পরিপাটী। তল্লিখিত ক্লকেন্‌ব্রিঙের বিজ্ঞা-পনীতে তিনি বলিতেছেন " আমি কখন কোন ক্ষিপ্তকে ঘুষা মারিয়া বা শারীরিক অন্য কোন প্রকার ক্লেশ দিয়া আরোগ্য-করণের পক্ষপাতী নহি। যাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাদের জ্ঞান বিকৃত; অতএব দণ্ড অতি অবৈধ। এই হেতু বশত, আমি অসভ্য প্রহার-প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। আর দেখ, অভদ্র ভাবে মারিয়াও কোন উপশম পরিদৃষ্ট হয় না। সকল রোগীই আমাদের দয়ার পাত্র। ক্লকেন্‌ব্রিঙের পূর্ব্ব রক্ষ-কেরা তাঁহাকে বশীভূত রাখিতে অনবরত প্রহার করিত। তিনি সর্ব্বদা আমাকে তাঁহার গাত্রের প্রহার-চিহ্ন দেখাইতেন এবং অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। এবংবিধ হতভাগ্যগণকে চিকিৎসক সদয় ভাবে ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। উন্মত্ত যাহা করে, তাহাতে ডাক্তারের

---

* কট্‌জ্‌বিউ নামক এক ব্যক্তি ঐ বিদ্রূপ-গ্রন্থ রচনা করেন।

† যে বৎসর হানিমান্ উন্মাদরোগের সুচিকিৎসা প্রবর্ত্তিত করেন, ঠিক্ সেই বর্ষে ডাক্তার পিনেল্ "ব্রিসেট্রে" নামক বাতুলালয়ে ক্ষিপ্তগণের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেন।

ক্ষুব্ধ হওয়া অনুচিত। অবিবেকী ব্যক্তিগণের কার্য্যে চিকিৎসকের আক্রোশ অম্লান অবিধেয়।”

যাহা হউক, হানিমান্ জর্জেস্থাল্ প্রদেশের বাতুলালয়ে অধিক দিন ছিলেন না। অধিক সময় তথায় না থাকিবার কারণ জানা যায় নাই। ঐ অব্দে জর্জেস্থাল্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ওয়াল্‌সেলুবেন্ নামক স্থানে “স্বাস্থ্য-মিত্রের” ১ম ভাগ রচনা করেন। উহা প্রথমে ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে মুদ্রিত হয়। উল্লিখিত গ্রন্থ চিকিৎসা-বিষয়ক এক বিবিধার্থ-সংগ্রহ। পর বৎসর “দ্রব্যাভিধান” প্রথম খণ্ড লিপ্‌জিকে মুদ্রাঙ্কিত হইলে, “উইটেন্‌বার্গ ও হানিমানীয় মদ্য-পরীক্ষক যন্ত্র” ও “পীতবর্ণ ক্যাসেল্ *” সম্বন্ধে অভিমতি-বিষয়ক গ্রন্থ-দ্বয়ও এই সময় প্রচারিত হয়। পর বৎসর (১৭৯৪ খৃঃ অঃ) তিনি ওয়েষ্টফেলিয়ার সমীপস্থ পিরমণ্ট প্রদেশে গমন করেন। তথায় বর্ষমাত্র যাপন করিয়া ১৭৯৫ সালে উলফেন্‌বুটেলে এবং তথা হইতে কেনিগ্‌শ্লুটারে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হানিমান্ নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন; এই সকল ভ্রমণ-বিবরণ যদি লিপিবদ্ধ করিতেন, নিশ্চয় তাহা অতি উপাদেয় দ্রব্য হইত। কেনিগ্‌শ্লুটার্ হইতে নানা গ্রন্থ প্রকাশ হও-য়াতে উহা তদানীং অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

খৃষ্টাব্দে ১৭৯৫ সালে কেনিগ্‌শ্লুটারে গমন করেন। “দ্রব্যাভিধান” ও “স্বাস্থ্য-মিত্র †”-অভিধেয় পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ প্রস্তুত হয়। এবং এই সময়েই “দ্রব্যাভিধান” দুই ভাগের দ্বিতীয় প্রচারণ ও “ইন্দ্রিয় সকলের শৃঙ্খলা” লিপজিকে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বেই এই পুস্তক খানির রচনা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। এই বৎসরে ‘সক্রেটিস্ ও ফিসন্’ “যথার্থ চিকিৎসকের কি কি গুণ থাকা কর্ত্তব্য?” এই বর্ষে মুদ্রা যন্ত্র হইতে জনসমাজে বাহির হয়। তাবৎ পুস্তকগুলিই জর্ম্মান্

---

* Cassel Yellow—এর্‌ফর্ট নামক স্থানে প্রকটিত হয়।

† এই ভাগের অন্তর্গত “সক্রেটিস্ ও ফিসন্” এবং সূতিকাগার-বর্ণনা। সূতিকা-গার-বৃত্তান্তে সুহৃতার জানা যায়।

ভাষায় লিখিত। প্রাগুক্ত সন্দর্ভ এই বর্ষে প্রচারিত হওয়াতে হোমিওপ্যাথির প্রশংসা অনুদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

"যদি ধারাবাহিক নিয়মে রীতিমত পরীক্ষা করা যায়, তবে প্রত্যেক ঔষধের সঠিক্ গুণ প্রকাশ পাইতে পারে এবং ইহাতে যথার্থ ফল দর্শে। পরে চিকিৎসকের নির্দ্ধারণ করা উচিত 'সহজ অথবা জটিল রোগে এই ঔষধের কার্য্য কত দূর ফলোপধায়ক?' পুরাতন ও নূতন কালের ডাক্তারগণের পরীক্ষিত গুণ দৃষ্টে, ইহা নিরূপণ করা সহজ।" পরে এই বলিয়া উপসংহার করিতে হইবে, "প্রকৃতির অনুসরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। অনেক সেবনীয় প্রাচীন পীড়া ঐ নিয়মে আরোগ্য করা যায়। যে ঔষধে কৃত্রিম কোন রোগ জন্মায়, সেই ঔষধ স্বাভাবিক পীড়ায় মহোপকারী *।"

এই প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত অংশ যাহা আলোচিত হইল, তাহা দ্বারা হানিমানের পর্য্যবেক্ষণ কত সাবধানতা সহকারে প্রতিপদে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক, এইরূপ স্থির-গভীর ও ক্রমোন্নতিশীল উপায় বিনা, ঔষধের গুণ নিরূপণ করিতে যাওয়া একান্ত বিফল চেষ্টা। হানিমানের বাক্য বিনীত ও শিষ্ট-প্রার্থনাপূর্ণ। কিন্তু তিনি ভদ্র অভ্যর্থনাতেও সম-ব্যবসায়িগণের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহাকে নির্ব্বাসন করিতে সকলের বাসনা। যে পরিমাণে হানিমানের খ্যাতি বৃদ্ধি হইতেছিল, সেই পরিমাণে শত্রুদের কটূক্তি প্রয়োগ চলিতে লাগিল।

পর বর্ষে (১৭৯৬ খৃঃ অঃ) "ক্লকেন্‌ব্রিঙের আরোগ্য-প্রণালীর সমর্থন" ও "ঔষধের আরোগ্যকারিণী শক্তি-উদ্ভাবক নূতন প্রণালী-বিষয়ক প্রস্তাব এবং ইতিপূর্ব্বব্যবহৃত প্রথার দোষোদ্‌ঘাটন" এই দুই প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে মাতৃভাষায় লিখিত হইয়াছিল, সম্প্রতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

---

* হানিমান্ সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা দেখ।

ক্লকেনব্রিঙ্ যে উপায়ে উপশমিত হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণের গোচর হওয়াতে, সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। গুণ-গ্রাহকমণ্ডলী তাহার ভূয়সী সুখ্যাতি করিয়া হানিমানের মতে আকৃষ্ট হন। "মাতৃ-গণের প্রতি উপদেশ"ও "ক্লকেন্‌ব্রিঙের উন্মাদ অবস্থার বর্ণনা" এই সময় মুদ্রাঙ্কিত হয়। "স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রধান উপায়ের (স্বাস্থ্য-মিত্রের)" এই বার দ্বিতীয় মুদ্রণ।

উপশমিত ক্যালিকোডিনা নামক পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিয়া ১৭৯৭ অব্দে হুফেলাণ্ডের পত্রিকাতে প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, সেই সঙ্গে "পরীক্ষিত ঔষধ-সম্বন্ধে নিশ্চিতি ও সরলতা কি অপরিহার্য্য ?" প্রস্তাবও প্রচারিত হয়। এই সময় শূলবেদনা-বিষয়ক প্রবন্ধ বিরচিত হইলে, অপামর সাধারণের তাহাতে উত্তরোত্তর ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

উল্লিখিত অব্দে "চিকিৎসা-ব্যাপারের কি নিঃসন্দিগ্ধ সরল ভাব হইতে পারে না ?" ও "শূল বেদনা" বিষয়ক পুস্তিকা হানিমান্ কর্ত্তৃক প্রকটিত হয়। প্রথমোল্লিখিত গ্রন্থ আদৌ হুফেলাণ্ডের পত্রিকায় প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ গ্রন্থরূপে পরিণত হয়। হানিমান্ বলেন; অন্তত পুরাতন পীড়ায় অল্প মাত্রায় ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। সমব্যবসায়ী ডাক্তারেরা ইহাতে ঈর্ষা-দ্বেষ-কষায়িত লোচনে গ্রন্থকারকে তর্জ্জন গর্জ্জন করেন। এই বর্ষে হানিমান্ কর্ত্তৃক হুফেলাণ্ডের পত্রিকায় একটী রোগীর আরোগ্য-বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা তৎকাল-প্রসিদ্ধ পত্রিকার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও ইহার লেখা অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিজ্ঞ-সমাজে পরিগৃহীত হইত।

"নানাপ্রকার ও অধিক পরিমাণে প্রবল উদ্ভিজ্জ-বিষের প্রতি-ষেধক, ১৭৯৮ খৃঃ লিখিত ও মুদ্রাঙ্কিত হয়। "সাময়িক ও সাপ্তাহিক পীড়া নির্ণয়" এবং "এক-জ্বর ও পালাজ্বর-চিকিৎসা" সংক্রান্ত দুই খানি পুস্তকও এই সময় প্রচারিত হয়।

পর বর্ষে জুলাই মাসে হানিমানের কেনিগ্‌স্লুটারে অবস্থান-কালে আরক্ত জ্বরের মহামারী হয়। বেলেডোনা দিয়া হানিমান্ তথাকার প্রায় সমস্ত পীড়িতদিগকে আরোগ্য করিতে লাগিলেন *। এবং বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়া দিলেন যে, "৩০০ গ্রাহক হইলেই, ঐ বিষয়-সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রচার করিব।" আক্ষেপের বিষয়, ইহাতে তাঁহার কৃতকার্য্যতা হয় নাই। অপিতু এই বেলেডোনায় তাঁহার নাম খ্যাত হয়। এখন হানিমানের কার্য্যক্ষেত্র বিশালতর ছিল।

এখানকার ডাক্তারগণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এক জন বৈদেশিক আগন্তুক আসিয়া হঠাৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন; এজন্য তাঁহাদের আক্রোশ রাখিবার স্থান থাকিল না। ঔষধ-বিক্রয়ীরাও প্রমাদ ভাবিয়া ডাক্তারশ্রেণীর সাহায্য লইয়া হানিমানের বিরুদ্ধে আবেদন করিল। হানিমান্ নিজের ভাব অতি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াও অকৃতার্থ হইলেন। যাহাহউক, ইহাতে তাঁহার অধ্যবসায় অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল।

প্রচলিত ধারা মতে হানিমান্ মিশ্র ভেষজ-ব্যবহারে বিমুখ, এই অপরাধ ধরিয়া মহা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। তথাকার ডাক্তারেরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের অন্ন মারা যাইবার পথ ক্রমশ সমীপস্থ হইয়া আসিতেছে; আর উপেক্ষা করা নহে। ঔষধ-বিক্রেতাগণকে উত্তেজনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল, 'দেখিতেছ কি, তোমাদের ব্যবসায়ের ধ্বংস সন্নিকট, আর বড় দেরি নাই।' স্থূলদর্শী ঔষধ-বিক্রয়ীরাও জানিলেন, ডাক্তারগণের বাক্য প্রামাণিক বটে। ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ রাজ-দ্বারে হানিমানের নামে অভিযোগ হইল। রক্ষণপ্রিয়, স্থিতিশীল দলের পরামর্শে এই উৎপত্তি জানিয়া হানিমান্ রাজার গোচর করিলেন যে, ঔষধ-ব্যবসায়ীরা ডাক্তারগণের অনুগ্রহ-পাত্র-মাত্র। ডাক্তারবৃন্দ ইচ্ছা করিয়া দিলে, তাহারা সেই ক্ষমতা

---

* Dudgen's "Lecture on Homœpathy." (Biographical Sketch) p. XXV. দেখ।

পাইতে পারে। ঔষধ অমিশ্রভাবে দেওয়া না দেওয়া আমাদের হাতে। আর বিশেষত, যখন বিনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে, তখন তাহাতে দোষ কি? ঔষধ-ব্যবসায়ীদিগের অধীন হইতে হইলে, বরং দরিদ্রগণ তাহাতে বঞ্চিত হইবে। তাহারা সকলেই অর্থগৃধ্নু।” কিন্তু সর্ব্ব-শেষে অর্থপিশাচেরাই জয়লাভ করিল। হানিমান্ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি হোমিওপ্যাথির অকল্যাণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

শত্রুরা যাবৎ দুষ্ট মন্ত্রণার উদ্ভাবন করিয়া আসিতেছিল। আরক্ত-জ্বরে বেলেডোনা দিয়া উপকার হওয়ায়, তাহারা চক্রান্ত-পাশ বিস্তার করে। হানিমানের আর কোনও ঔষধ না থাকিলে, এই একমাত্র ঔষধে তাঁহার নাম চিরকীর্ত্তিত হওয়া উচিত।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত-করণে নিখুঁত সূক্ষ্মতা আবশ্যক এবং তাহার উপর হোমিওপ্যাথির ভদ্রাভদ্র অবস্থা নির্ভর করে, বোধ থাকাতে, হানিমান্ ঔষধ-বিক্রেতাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। হোমিওপ্যাথির উন্নতির সঙ্গে ভেষজ-ব্যবসায়ীদের সর্ব্বনাশ গ্রথিত, ইহা তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা উপস্থিত স্বার্থকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিয়া কস্মিন্ কালে অনাগতের অপেক্ষা করিবে না। অধিকন্তু হোমিওপ্যাথি যে প্রচলিত হইবে, ইহা তাহারা অবিশ্বাস করিত। হইলেও কত যুগ পরে হইবে, তাহার স্থিরতার অভাব। ইত্যাকার বহুবিধ আন্দোলন ও পর্য্যালোচন করিয়া হানিমান্ অগত্যা নিজ হস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিতে বাধ্য হন।

যাহা হউক, অবশেষে অপ্রচলিত আইন বাহির হইল। তাহার মর্ম্ম, ঔষধ-বিক্রয়কারীদের একচেটিয়া। অরাজক রাজত্বের রাজার ন্যায় তাহাদের প্রবল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সেই আইন চিকিৎসক-দলকে ঔষধ-প্রস্তুতের ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। রাজ-পীড়নে নিপী-ড়িত হানিমান্‌কে দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে নিরুপায় হইয়া “প্রাথমিক চিকিৎসাকার্য্যের রঙ্গভূমি-স্বরূপ” বরন্স-উইক্ ও কেনিগ্‌স্লুটার্ হইতেও

বিতাড়িত হইতে হইল। অগত্যা হম্‌বর্গ, এলেন্‌বর্গ পরিদর্শন করতঃ পরিশেষে টর্গায় গিয়া উপনীত হইলেন।

অতঃপর এলোপ্যাথেরা হানিমানকে কোনগস্লুটার হইতে দূরীকৃত করিবার পন্থায় কৃতকার্য্য হওয়াতে আনন্দে করতালি দিলেন। হানিমান্ বিবাসিত হউন, অদ্যাপি কিন্তু ঐ স্থানে বেলেডোনা আরক্ত-জ্বরে ব্যবহৃত হইতেছে।

কেনিগ্‌স্লুটার্ হইতে প্রস্থান।

অগত্যা ১৭৯৯ অব্দে ঐ স্থান হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া হম্বর্গ প্রদেশে গেলেন। পথি মধ্যে শকট হইতে পতিত হইয়া, একটী পুত্র মৃত ও এক দুহিতার হস্তপদ ভগ্ন হয়। নিজেও এক ভয়ানক সাংঘাতিক আঘাত পাইলেন। গৃহ-সামগ্রী অধিকাংশ নষ্ট হইল। যে যান ক্রয় করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া কয়েক জন কৃষাণের যত্নে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে পৌঁছিলেন। আহত কন্যার উপশমের জন্য ছয় সপ্তাহ সেই খানে অপেক্ষা করিতে হয়। এই সূত্রে অনেক অর্থব্যয় হইয়াছিল। নিরাপদে হম্বর্গ দিয়া আল্‌টোনায় উপস্থিত হন। এইরূপে স্থান-পরিবর্ত্তনে কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই। যাহা হউক, অতঃপর লয়েল্‌বর্গের নিকটস্থিত মুলেনের দিকে তিনি আকৃষ্ট হইলেন। এলেন্‌বর্গ ও মেচারন্ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ যাইতে বাঞ্ছা হইল। হানিমান এলেন্‌বর্গের সুপারিইন্‌টেণ্ডেণ্টের চক্ষুঃশূল হইলেন। মেচারনে যার পর নাই অন্ন কষ্ট হওয়াতে পুস্তক ছাপাইয়া অর্থ উপায় করিতে হইত। দিবাভাগে মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী রচনা ও রাত্রিতে উন্নতমনা পত্নী-সঙ্গে পরিবারস্থ সকলের, বস্ত্রাদির মালিন্য দূরীকরণ এখানকার দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অনন্তর মেচারন্ হইতে ডেসায় গমন করেন।

ঔষধ সকল বিশেষত, বেলেডোনা অল্প মাত্রায় ব্যবহারে উপকার

হয়, এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া আর এক থানি পুস্তক বিরচিত হয়, কিন্তু তাহা তৎকালে অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। এই সমস্তগুলিই তাঁহার নিজ-কপোলকল্পিত ও জর্ম্মান্ ভাষায় লিথিত হইয়াছিল।

উক্ত খৃষ্টাব্দে হানিমান্ সাক্সনিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানকার চিকিৎসাকার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার যাঁহার উপর ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি হানিমানের প্রতি অসদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সুতরাং প্রিয় জন্ম-ভূমিকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। তিনি আবার ডেসায় আশ্রয় লইবার অভিলাষে তদ-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপ ভ্রমণ-কালে ইংরাজি ভাষা হইতে জর্ম্মান্ ভাষায় বহুসংখ্যক গ্রন্থ অনুবাদিত করেন। মাতৃ-ভাষার অভাব মোচনের জন্য হানিমানের চিত্ত কত ব্যাকুল, এই ও পূর্ব্বো-ল্লিখিত ঘটনায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে হুফেলাণ্ডের পত্রিকাতেও সাহস সহকারে ক্রমাগত লেখনী-চালনা করিতে ছিলেন। হুফেলাণ্ড যে বিপদের সময়ে হানিমানের উদারতা ও সারবত্তা বুঝিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নাম হানিমানের জীবন-বৃত্তে চিরাদৃত থাকিবে।

এলোপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া অবধি হানিমানের আর্থিক অসদ্ভাব, প্রায়ই নিরাকৃত হয় নাই। কিন্তু ক্রমে সেই অর্থা-ভাব এত অধিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহাকে পুস্তক-অনুবাদকে একমাত্র অবলম্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

একদা কোন ঔষধবিক্রেতা হানিমানের নিকট ঔষধ-বিষয়ক ব্যবস্থা পুস্তক ভাষান্তরিত করিয়া দিবার নিমিত্ত আনয়ন করিলে, তিনি অর্থের অনুরোধে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু, ঔষধবিক্রয়ীকে বলিলেন, পুস্তকের মুখবন্ধ-বিষয়ে আমাকে নিরতিশয় স্বাধীনতা দিতে হইবে, অন্যথা আমি পূর্ণ অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। তদনন্তর হানিমানের ইচ্ছা সফল হয়। কৌতুহল-পরবশ পাঠকের অবগতির জন্য এই খানে তাহার তাৎপর্য্য উদ্ধৃত করিলাম :—

" পাঠক ! আপনি এই ঔষধের ব্যবস্থা-পুস্তক * অধ্যয়ন করিলে, চিকিৎসা কার্য্যে নিপুণ হইতে পারিবেন, এমন প্রত্যাশা রাখেন ? মনে যদি তাহা ধারণা হইয়া থাকে, তবে আপনার মত অদ্বিতীয় ভ্রান্ত আর কে আছে ? সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যেক বিষয় অনুবীক্ষণ ও আন্দোলন যদি করা যায়, তাহা হইলে চিকিৎসা-বিদ্যায় জ্ঞান লাভ হয়, অন্য প্রকারে কৃতকার্য্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। প্রাচীন বিশ্বস্ত পুস্তকে যে সকল ঔষধের গুণ পাঠ করিবে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা বিধেয়। পীড়ার সে সকল স্বাভাবিক লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, প্রবীণ ডাক্তার হওয়া যায় না। এই পুস্তকে যাহা লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, যিনি ইহা ব্যবহার করিবেন, তাঁহার ইহাতে উপকার না হইয়া, বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহার গ্রন্থকার অবশ্য ভাল ভাবিয়া লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কার্য্যে তাহা মন্দ হইতেই দেখা যায়। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, আপনারা আমার এই ভূমিকার মত কার্য্য করিবেন। তাহার ফল এই হইবে যে, এই প্রকার অন্য কোন পুস্তক দেখিলে, তাহার বিষয়ে সতর্ক হইতে পারিবেন। কেন না, এইরূপ পুস্তকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। † "

১৮০০ খৃঃ অব্দে সমগ্র জর্ম্মণি দেশে আরক্ত জ্বরের প্রবল প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়ে হানিমান্ স্বাবলম্বিত চিকিৎসার সত্যতা প্রমাণ করিবার উপযুক্ত অবসর পাইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, বেলেডোনা-ফল দ্বারা যে সকল বালকের যে যে বিষাক্ত চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আরক্ত জ্বরের মহামারী উপস্থিত হইলে দেখিলেন, সেই সকল চিহ্ন আরক্ত জ্বরে বর্ত্তমান। সুতরাং বেলেডোনা দেওয়ায় রোগ শান্তি হইতে লাগিল। তদবধি কি এলোপ্যাথ ডাক্তার, কি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সকলেই আরক্ত জ্বরে অদ্যাপি

---

* Prescription Book. † ডাক্তারের বক্তৃতা।

বেলেডোনা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যূন বিংশতি বৎসর লিপজিকে হানিমান্ অতিবাহিত করেন।

১৮০১ খৃঃ অব্দে ব্রাউন্-সাহেবের ‘ চিকিৎসা-সংগ্রহ ’ গ্রন্থ ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় (জর্ম্মানে) ভাষান্তর করেন। তদনন্তর ঐ সালেই ঐ পুস্তকের এক সমালোচন গ্রন্থ লিখিয়া ‘একজ্বরি ও পালাজ্বর-বিষযে’ এক পুস্তক প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে, ‘সাময়িক জ্বরোৎপত্তি’-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া “উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসকগণের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব” অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ডাক্তার গণের মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া, এই শতাব্দীর চিকিৎসকের অন্যান্য যুগের ডাক্তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবী। অতঃপর ‘আরক্ত জ্বর’-প্রশমন ও নিবারণ-উদ্দেশে গোথা নগরে এক পুস্তিকা প্রচার করিয়া জগতের উপকার করেন। ঔষধের অল্প মাত্রায় তাঁহার প্রাগুক্ত বিষয়ক পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছিল।

যদিও হানিমান্ কেনিগশ্লুটারের রাজ-কর্ত্তৃপক্ষকে ঔষধ-বিক্রেতাদের আপত্তির খণ্ডন এই বলিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, ঔষধ মিশ্রিত করাতে তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার। এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে তাঁহাদের অধিকার কোথায়? অমিশ্র ঔষধ যে কোন ব্যক্তি বিক্রয় বা ব্যবহার করিতে পারেন। বিশেষত, চিকিসকদিগের তাহা করিতে ক্ষমতা আছে, ইহা অমুক্তসিদ্ধ। আর, ইহা যখন বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয়, তখন তাহাতে বাধা কি? হানিমানের এই প্রকার যুক্তিযুক্ত অভ্যর্থনায় কেহ কর্ণপাত করিল না। যিনি অতি প্রসিদ্ধ “দ্রব্যাভিধান” লিখিয়া ঔষধ-বিক্রয়ি-শ্রেণীর অগ্রণী বলিয়া প্রমাণিত, তাঁহার মত আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

হানিমান্ যে অলস ভাবে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন সুব্যক্ত রহিয়াছে। ১৮০৩ অব্দে “ জলাতঙ্ক-নিবারণ ও শান্তি” জন্য, এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে, অনেকেই গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতার অশেষ

পরিচয় প্রাপ্ত হন। এই অব্দের "কফি-সংক্রান্ত প্রস্তাব" এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহা ইয়োরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স চুরুটের প্রতি যাদৃশ বিরক্ত হানিমান্ কাফির তাদৃশ বিপক্ষ। তিনি বলেন, ক্রমাগত কাফি-ব্যবহারে সেবনীয় রোগ উৎপাদিত করে।

এই সকল গ্রন্থ রচনাতে হানিমানের মত, উত্তরোত্তর আদৃত হইতে লাগিল। মহোপাধ্যায় হ্যালারের ন্যায় হানিমান্ বিশ্বাস করিতেন, সুস্থ শরীরে ঔষধ যাবৎ পর্য্যবেক্ষণ না করা যায়, তাবৎ কোন ঔষধই রোগে ব্যবহার করা উচিত নয়। এই জন্যই সিঙ্কোনা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ ১৫ বৎসর অবিরামে যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ফল স্বরূপ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় যে গ্রন্থ প্রচারিত হইল, তাহা লোকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। নানা কারণে প্রাচীন মতে জন-সমাজ আস্থাহীন হইতেছিলেন। "তুলাদণ্ডে এস্কুলেপিয়সের * পরিমাণ" গ্রন্থ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই গ্রন্থ জর্ম্মান্ ভাষায় লিখিত এবং মৌলিকতা-বিশিষ্ট। ইহা লিপ্‌জিক নগরে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকে ইয়োরোপে তদানীং নব যুগের অবতারণা করিয়াছিল, বলিতে অত্যুক্তি হয় না। "বহুদর্শিতা-সম্মত নূতন চিকিৎসা-প্রণালী" বার্লিন নগরে প্রকাশিত হয়। অতি ন্যায় সঙ্গত উর্জ্জস্বল ভাবে ইহা লিখিত হইয়াছিল এবং লেখক নবীন মতের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া প্রচুর গালি সহ্য করিতে হয়।

এই পুস্তকের যুক্তি নিতান্ত সরল ও প্রবল; বিশেষত—ইহা মৌলিক গ্রন্থ। এ জন্য সকলে ইহার ভ্রম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। সুখের বিষয়, তাহাতে কাহারই সফলতা হয় নাই। এই উপলক্ষে অনেকে হানিমানকে অসচ্চরিত্র পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। নীচ-প্রকৃতি লোকেরা এই রূপেই গাত্র-জ্বালা নিবারণ করে। হানিমানের নির্ম্মল

---

* ইহা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সেই পুস্তক পাঠ কালে রহস্যের আধিক্যে হাস্য-সংবরণ অসাধ্য হয়; এমন কি, শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা ঘটে।

স্বভাবের উপর যাঁহাদের সন্দেহ—বিশ্বাস নাই, হানিমানের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-স্থাপন-উদ্দেশে আমরা এই খানে একটী যথার্থ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সে ঘটনা এই:——

যৎকালে তিনি রসায়ন-বিদ্যার অনুশীলন লইয়া থাকিতেন, ক্ষার আবিষ্কার করিয়াছি ভাবিয়া, তাহার 'নীয়ম' নাম প্রদান করেন এবং যাঁহারা ক্রয় করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিতেন। পরে কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহা ক্ষার নহে, কিন্তু সোহাগা; অতএব নীয়ম্ এই নাম ব্যর্থ। তিনি এই পর্য্যন্ত করিয়া নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলে, পারিতেন। কিন্তু নীরবে না থাকিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া লইলেন ও নীয়ম যাঁহারা কিনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মূল্য প্রত্যর্পণ করিলেন। পাঠক! এখন দেখুন, হানিমান্ কত উচ্চদরের লোক! কি উদার উপাদানে গঠিত! যাঁহারা তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা এই ভুল প্রতিপন্ন করিলে নিশ্চয়ই হানিমানকে সাধারণের সমীপে হেয় করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু নিজে নিজের ভ্রান্তি স্বীকার করিয়াও তাঁহার নিষ্কৃতি ছিল না। এই প্রসঙ্গ লইয়া বিপক্ষেরা কত আস্ফালন—কত আন্দোলন করিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

তৎপরে ঐ বৎসরেই "সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ঔষধের প্রস্তাবিত প্রতিনিধি" অর্থাৎ সিঙ্কোনা পরিবর্ত্তে তাহার স্থানে ঔষধ-স্বরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম, এমন ঔষধ—এই বিষয় অবলম্বন আর এক খানা পুস্তক মুদ্রিত করেন।

• খৃষ্টীয় ১৮০৬ শকে লাটিন ভাষায় লিখিত ডাক্তার হ্যালারের মেটিরিয়া মেডিকার অনুবাদ হয়। এই সময়ের পর হইতে হানিমান্ যত পুস্তক রচনা করেন, তৎসমুদায় অনুবাদিত পুস্তক নহে, সমস্তই স্ব-রচিত। অনন্তর তাঁহার উদ্যমের বলে হুফেলাণ্ডের পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকটিত হইলে, গোঁড়াদল তাঁহাকে নানা উপায়ে তর্কযুদ্ধে

আহ্বান ও আক্রমণ করিল, কিন্তু হানিমানের মনের দৃঢ়তা ও হোমিওপ্যাথির সত্যতায় তাহাদের অভিলাষ ব্যর্থ হইয়া গেল।

হানিমান্ দেখিলেন, চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় পত্রে প্রস্তাব লিখিলে, লোকের হৃদয়গ্রাহী হয় না; এ কারণ, সাহিত্য-বিষয়ক সাধারণ পত্রিকায় স্বীয় মত প্রচার করিতে থাকিলেন। "প্রাচীন কালের ঔষধ ও তদ্বিষয়ক সংস্কার" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, অনেকে তাঁহার প্রকৃত প্রশংসক হইয়া উঠিল; এবং তাহার সঙ্গে সাধারণ শিষ্য-তালিকারও অঙ্গ পরিপুষ্ট হইল।

খৃষ্টাব্দের ১৮০৮ সালে আরক্ত-জ্বর-সম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখিয়া "আনুমানিক মতের মূল্য কি?" "বর্ত্তমান ভৈষজ্য-তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা-বিষয়ে অভিমতি" "পারদের অপব্যবহার এবং তাহার ভয়ানক ফল" ও "চিকিৎসা-তত্ত্বের সংস্কারের প্রয়োজন"-সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখিত, মুদ্রিত ও সর্ব্বশেষে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়।

তৎপরে খৃষ্টীয় শতাব্দীর ১৮০৯ শকে 'চিকিৎসা-বিদ্যা-বিষয়ক রোগ-বিনাশন তিন প্রথা'-সংক্রান্ত পুস্তক বিরচিত হইলে, চারি দিক হইতে সকলের মুখে কেবল হানিমানের সুখ্যাতি-বাদ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। "উপদংশ-সম্বন্ধে গ্রন্থ" "স্নায়বিক পীড়া" "এম্, ডি-উপাধি-প্রার্থীর প্রতি" ও "প্রচলিত জ্বর" অভিধেয় পুস্তকের মুদ্রাকার্য্য জর্ম্মান্ ভাষায় সম্পন্ন হইল। কার্য্যের আধিক্যে এই সময় রাত্রিতে তিনি বেশী নিদ্রা যাইতেন না।

হানিমান্ এই সময়ে টর্গা নামক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, এক খানি চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্রিকায় নিজের অভিপ্রায় জন-সাধারণের নিকটে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, সুসভ্য জন-সমাজ তাহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন দেখিয়া, হানিমানের আনন্দের সীমা রহিল না। এই সময়ে অনেকে একে একে তাঁহার মতে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। আশ্চর্য্য,—সাধারণ্যে বুঝিল, ডাক্তারদেরই ¶ কেবল

¶ ডজেনের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

দুর্বোধ হইয়াছিল? বুঝিয়াও বুঝিব না স্থির করিলে, কে বোধগম্য করাইতে শক্ত হইবে? ডাক্তার-শ্রেণীর এই ঔদাসীন্য শোচনীয় ও নিতান্ত ক্ষোভজনক।

খৃষ্টীয় শকের ১৮১০ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে সুবিখ্যাত অর্গেননের ‡ ড্রেস্‌ডেন্ নগরে মুদ্রাঙ্কন হয়। অনেকে বলেন, ইহা হানিমানের "বহুদর্শন-চিকিৎসার" সার-সংগ্রহ ও সম্পূর্ণ সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, উহা যে এক অত্যুত্তম পদার্থ, তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না। গ্রন্থকারের জীবিতাবস্থায় এই পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহা ইয়ুরোপের নানা ভাষায় ভাষান্তরিতও হইয়াছে। "বহুদর্শন চিকিৎসার" ন্যায় ইহার নির্দ্দেশিত বিষয় সাতিশয় অকুণ্ঠিত ভাবেই ব্যক্ত আছে।

একে বিজ্ঞান-বিষয়ের পুস্তক, তাহাতে আবার নূতন কাণ্ড হইয়াও যখন অর্গেনন্ পাঁচ বার মুদ্রিত হইয়াছিল, তখন ইহা কখনই অল্প গুণের গ্রন্থ নহে। এরূপ শুভাদৃষ্ট-ভোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায়। হানিমান্ ইতি-পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া সপ্রমাণ করেন,—সুস্থ দেহে পারদ-ব্যবহারে উপদংশ ব্যাধির সদৃশ অনেক রোগ-চিহ্ন প্রকাশ পায়। এই জন্যই কি পারদ উপদংশ রোগের ঔষধ নহে? গন্ধক দ্বারাও পাচড়া হয় ও কোন কোন নার্‌কটিকে § মনের বিশৃঙ্খল ভাব উৎপাদন করে এবং প্রায় সকলেই বিদিত আছেন, পাচড়া ও কোন কোন মনঃপীড়াতে গন্ধক এবং নার্‌কটিক্ উপকারী।

---

‡ ইহাতে (১) সুস্থ অবস্থায় যে ঔষধের কার্য্য পরীক্ষা করা হয় নাই, তাহা ঔষধরূপে গণ্য হওয়া অকর্ত্তব্য; (২) সচরাচর একটীমাত্র ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য, সেই ঔষধের কার্য্য শেষ না হইলে, অন্য ঔষধ দেওয়া অবিধেয়; (৩) যে ঔষধ, সুস্থ দেহে রোগোৎপাদন করে, তাহাই রোগে প্রয়োগ করিবে (৪) ও অল্প পরিমাণেই দেওয়া উচিত, এই চারিটী নিয়মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকে "হোমিওপ্যাথি" কথাটী প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে।—**Proceedings of the Bethune Society, Session 1879—80. p 39; or, Dr. Sircar's Lecture on Hahnemann; or, Russel's Book.**

§ মাদক দ্রব্য-মাত্রেই নার্‌কটিক্। ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের বিকার হয়।

এই পুস্তকে হানিমান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে মৃগনাভি যক্ষ্মা-কাশে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেই মৃগনাভি নীরোগ শরীরে যক্ষ্মাকাশের ন্যায় হাঁপানি জন্মাইয়া দেয়। এই বিষয়ে হফ্‌মান্ এক সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষত রোগের কোন বিশেষ অবস্থায় সেঁকো (আর্সেনিক) উপ-কারক এবং সেঁকো দ্বারা ঐ পীড়া-সদৃশ অনেক লক্ষণ আবার উৎ-পন্ন হইয়া থাকে *। তার্পিন্ তৈল ও মদিরা-সারে ক্ষত আরোগ্য করা যায়। বরফে শরীর জমাট হইয়া গেলে, বরফ ও নীহার-জলে আরাম হয়। এই সকল ও এই প্রকার অন্যান্য অনেক বিষয় অর্গেননের অন্তর্গত।

ড্রেস্‌ডেনে এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, হানিমান্ লিপ্‌জিক্ নগরে প্রত্যাগমন করেন। চারি দিক হইতে, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার-লাভ-আশায় ক্রমাগত লোক আসিতে লাগিল। এবং এই সূত্রে কেহ কেহ তাঁহার স্তুতিবাদক হইলেন—অনেকে শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এমন কি, বিস্তর রোগী হানিমানের শরণাপন্ন হইয়াছিল। বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া উঠিলেন,—পুস্তক সমস্তই ভ্রমে পূর্ণ, উহাতে সত্য ঘটনার লেশ-মাত্রও নাই,—আছে কেবল অনুমান। এই সকল পরীবাদ-রটনাকারী লেখক মহাপুরুষেরা ঔষধের পরীক্ষা না করিয়া, ক্রমাগত রহস্য, বিদ্রূপে আপনাদের অরুচিকর মত প্রচার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। এই সকল কার্য্যে হানিমানের অবশ্যই একান্ত ক্ষোভ জন্মিত। বিপক্ষ-লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর দেওয়া, তিনি যৌক্তিক বলিয়া স্বীকার করিতেন না, সুতরাং তাহাতে নিরস্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র কতক যে উগ্র ও তীক্ষ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছিল, ক্রমিক ও ধারাবাহিক এইরূপ উত্তেজক অত্যাচার তাহার কারণ।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে লিপ্‌জিক্ হইতে প্রকাশ্যে লাটিন ভাষায় এক

* "Life of Hahuemann" by A. Gerland Hull M. D., New York : 1841., page 6, 2nd Column, 3rd para.

বক্তৃতা লেখেন। পরে, হোমিওপ্যাথি-মতে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বিশুদ্ধ ভৈষজ্য-তত্ত্ব বা মেটিরিয়া মেডিকা পিউরা + ড্রেস্‌ডেন্ নগরে ক্রমশ খণ্ডে খণ্ডে ৬ ভাগ মুদ্রিত হইল। সুস্থ অবস্থায় বন্ধুগণ ও নিজের উপর যে সমুদায় ঔষধের পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তৎসমস্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। বিংশতি বৎসরের মধ্যে ইহার তৃতীয় মুদ্রাঙ্কন নিঃশেষ হয়। নূতন ও পুরাণ পুস্তক, অমুদ্রিত রচনা ও পত্রিকা দ্বারা এই পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধির অনেক সাহায্য করে। হোমিওপ্যাথির কলেজ্ ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া হানিমান্ তৎকালে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই, ইহা যৎপরোনাস্তি দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, তৎপরে শিক্ষার্থীদিগকে মৌখিক উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু, তাহাও কার্য্যে পরিণত হইবার এক প্রতি-বন্ধক ছিল। কোন বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, তাহা আবার পরীক্ষকগণের মনোনীত ও তাঁহাদিগ দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া চাই। এইরূপে পরীক্ষা দ্বারা উত্তমতা নির্ণীত হইলে, প্রার্থনা সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হানিমানের শত্রুরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, হতভাগা এইবারে একেবারে গেল। কিন্তু, সত্যের জয় চিরকাল হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে হানিমান্ তাহাতে জয়ী, সুতরাং কৃতার্থ হইলেন *। তিনি অধিকতর দৃঢ় উদ্যমের উপর ভর দিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কার সাধ্য তাঁহার সেই অপ্রতিহত গতির প্রতিরোধ করে? প্রবল পবন অবধি সেই অধ্যবসায়ের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়া যায়! দুর্ব্বল মানুষের ত কথাই নাই! সেই বেগের প্রভাবে কে কোথায় পড়িয়া থাকে!

+ Materia Medica Pura or Pure Materia Medica. এই পুস্তকোক্ত অনেক ঔষধ হানিমানের পুত্র দ্বারা পরীক্ষিত।

* হানিমান্ জয়লাভের পর, বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে, অনেকানেক বৃদ্ধ ডাক্তার ও যুবকবৃন্দ উৎসাহ সহকারে শ্রোতৃ শ্রেণীভুক্ত হন। তিনি সপ্তাহে দুই দিবস বক্তৃতা করিতেন।

এই বার লিপ্‌জিকে তাঁহার তৃতীয় বার আগমন। ৫৬ বৎসর বয়সে এক জন গণণীয় ব্যক্তি, উপযুক্ত বিদ্বান্‌ ও প্রবীণ চিকিৎসক-খ্যাতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তম গ্রন্থকার ও বিদ্যাবান্‌ বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রতিপত্তি ছিল। ডাক্তারির সঙ্গে যে সকল ভাষার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যোগ, হানিমান্‌ গ্রীক্‌, লাটিন্‌ ও আরবী প্রভৃতি তাবৎ ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এজন্য সুশিক্ষিত পণ্ডিত-মাত্রেই তাঁহাকে মান্য করিতে লাগিলেন।

অর্গেননের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে সাত খানি পুস্তক প্রচারিত হয়। বার্লিন-বাসী অধ্যাপক হেকার্‌ জর্ম্মান্‌ ভাষায় যে প্রতিবাদ করেন, হানিমানের পুত্র ফ্রেড্‌রিক্‌ হানিমান্‌ কর্ত্তৃক তাহার খণ্ডন ও পিতৃ-চরিত্রের মহত্ত্ব উদ্ঘোষিত হয়। ফ্রেড্‌রিক্‌ হানিমানের কৃত অর্গেননের সমালোচনার সমালোচনা ড্রেস্‌ডেনে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই পুস্তকে চমৎকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় শতাব্দের ১৮১২ সালে "এলোপাথগণ কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথি-ঔষধ-ব্যবহার-সম্বন্ধে এক ব্যাখ্যান" § ও "প্রাচীনগণের হেলিবোর্‌ * * সম্বন্ধে ভৈষজিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা" প্রচারিত হইল। ১৮১৩ সালে মার্চ্চ মাসে "হোমিওপ্যাথিক প্রথা-সংক্রান্ত ঔষধের বল" নামে এক গ্রন্থের প্রচার হয়। ১৮০০ হইতে ১৮২১ শক পর্য্যন্ত হানিমানের কার্য্যক্ষেত্র লিপজিক্‌। এই স্থানে অবস্থান-কালে তিনি ক্রমাগত পাঠে অনুরক্ত ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে জর্ম্মান্‌ ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, তত্তাবৎ ক্রমে ক্রমে মুদ্রাযন্ত্রে অর্পণ করিতে লাগিলেন।

খৃঃ ১৮১৪ অব্দে ক্রমান্বয়ে 'হাঁসপাতাল জ্বর' ও 'স্নায়বিক পীড়া'-

---

§ এই ও অন্য আর এক বিষয়ে সন্দর্ভ রচনা করিলে, লিপজিকে চিকিৎসা করিবার আদেশ হয়। এই বৎসর ২৬ শে জুনে হানিমান্‌ এই পুস্তক প্রণয়ন করেন।

* * হেলিবোর এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ। এরূপ কথিত আছে, প্রাচীন গ্রীক্‌ ও রোমকগণ ইহা দ্বারা পক্ষাঘাত, শোথ উন্মাদ ও অপরাপর রোগ উপশম করিতেন।

বিষয়ক এক পুস্তক প্রকটিত হওয়াতে, গ্রন্থকারের বিলক্ষণ অর্থলাভ হয়। পূর্ব্বে যে অর্থের জন্য নিরতিশয় ক্লেশে পড়িতে হইয়া ছিল, এখন তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিশিষ্টরূপ উৎসাহ সহকারে তিনি ১৮১৬ অব্দে 'অগ্নি-দাহ' অবলম্বন করিয়া, যে রচনা মুদ্রাঙ্কিত করেন, তাহা এত আগ্রহের সহিত সাধারণে পাঠ করেন যে, সেই বৎসর তাহার পুনর্মুদ্রণ করিতে হইয়াছিল। "উপদংশ"-সম্বন্ধে আর এক পুস্তক এই সময়ে প্রচারিত হয়।

"স্ত্রী-চিকিৎসা" ও "সাধারণ মেটিরিয়া মেডিকার মূলানুসন্ধান" ১৮১৭ খৃষ্টীয় সালে মুদ্রাঙ্কিত হয়। এখন হানিমান্ ক্রমাগত উন্নতির অভিমুখে চলিতেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিন্তাশক্তি প্রগাঢ় বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিত। তাঁহার চিন্তার ফলস্বরূপ এই স্থলে আমরা তৎ-প্রণীত 'আত্মহত্যা সম্বন্ধীয় অভিমতি'র উল্লেখ করিলাম। ইহা খৃষ্টীয় ১৮১৯ শকে ড্রেস্‌ডেন্ নগরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বৎসরেই সুপ্রসিদ্ধ অর্গেননের দ্বিতীয় প্রচারণ আরব্ধ হয়।

১৮২১ অব্দে যে পুস্তিকার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে, তাহা যদিও এক খান প্রকাণ্ড পুস্তক নহে, তথাপি তাহা দ্বারা হোমিওপ্যাথির অঙ্গসৌষ্ঠব হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। এই বৎসর গ্রীষ্মকালে এখান হইতে হানিমান্ বিপক্ষ দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিলেন।

উপরে কয়েক খানি পুস্তকের উল্লেখ করা হইয়াছে। হোমিও-প্যাথির দৃঢ়মূল হইবার যদি কোন কারণ থাকে, তাহা ঐ পুস্তকগুলি। অনেক উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকর্ত্তা ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া হোমিওপ্যাথির উচ্চতা হৃদ্গত করিতে সক্ষম হন।

এখানেও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। এই সময় অষ্ট্রিয়া দেশের সেনাপতি যুবরাজ সোয়ার্জেন্‌বর্গ এলোপ্যাথিতে উপশম লাভ করিতে না পারিয়া, হানিমানের শরণাগত হন। এই উপলক্ষে হানিমান্‌কে কিয়ৎ কালের জন্য তথা হইতে বিতাড়িত হইতে হয় নাই। প্রথমত যুবরাজ হোমিও-প্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য হইবেন, এমন চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন;

কিন্তু, পরিশেষে মস্তিষ্ক-বিকারে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিপক্ষেরা পর্য্যাপ্ত যুক্তি দর্শাইবার পন্থা অবারিত বুঝিয়া, মন্ত্রণা পূর্ব্বক হানিমানের ঔষধের উপর দোষারোপ করাইল। এ স্থানেও তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, 'তুমি নিজে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে দিতে পারিবে না।' তাঁহার প্রয়োজনীয় ভেষজ, ঔষধালয়ে পাইবার কোনও উপায় ছিল না। ঔষধ-বিক্রয়ীরা তাঁহার প্রবল শত্রু। অগত্যা, লিপ্‌জিক্ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র যাইতে হইল! পাছে, এই খানেই হোমিওপ্যাথির অবসান হইয়া যায়, এই ভয়ে স্থানান্তরিত হইলেন। "লিপ্‌জিক্ ত্যাগ না করিয়া অপ্রকাশ্যে ঔষধ দিতে থাকুন" কত লোক তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিল। তিনি তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব বুঝিয়া, তাহা হইতে ক্ষান্ত হন। লিপ্‌জিকে এত অভ্যুদয়—লিপ্‌জিক্ জন্মভূমি, সুতরাং তাহা কি ত্যাগ করা কি সহজ কাজ?

এই সময় তিনি লিপ্‌জিকে অবস্থান করিয়া সাতিশয় কৃতকার্য্যতা ও দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় নিযুক্ত ছিলেন। হানিমানের শত্রুবর্গ, তাঁহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঔষধ-প্রস্তুতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে ঔষধ-ক্রেতাদিগকে যুক্তি দেন। হানিমান্ তাহাদের উপপ্লবে উদাসীন। কারণ, তিনি পার্থিব সুখকে তুচ্ছ ভাবিতেন। যাহাতে নির্দ্দোষ একটী চিকিৎসাতত্ত্ব বাহির হয়, তজ্জন্য তাঁহার নিরতিশয় ব্যাকুলতা। বিশুদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাঁহার প্রশস্ত মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে অশক্ত। মানবজাতির দুঃখে যাঁর প্রাণ অকপট ভাবে কাঁদে, মিথ্যাকে মিথ্যা, ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া যাঁহার সংস্কার দৃঢ়-সংবদ্ধ, জগতে হাজার বিভীষিকা—হাজার প্রলোভন—লক্ষ স্বার্থহানি হউক, সে দিকে আদৌ তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। লক্ষ্য শুদ্ধ সত্যের দিকে। তিনি লিপ্‌জিক্ পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতেও কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু, পাছে প্রিয় জ্ঞানপিপাসাকে বিদায় দিতে হয়, এই ভাবনা তাঁহার বড়ই প্রবল। মন অত্যুচ্চ ভাবে বিগলিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাকে ফিরাইতে

কাহারই সামর্থ্য ছিল না। তিনি চির দিনের মত সাক্সন রাজধানী হইতে বিদূরিত হইলেন!

প্রত্যেক ঔষধের পরীক্ষায় মহাত্মা হানিমানের সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, "যে ভেষজ সেবন করিলে কিংবা করাইলে, যে সকল উপদ্রব সুপ্রবীণ চিকিৎসকের বিষয়-গোচর হইতে থাকে, সেই সকল উপদ্রব, যে কোন ব্যাধিতে বর্ত্তমান থাকুক, ঐ ঔষধ-প্রয়োগে রোগোপসর্গ নিরাকৃত হয়, সুতরাং তাহাই সেই স্থলে যথার্থ ঔষধ-পদ-বাচ্য।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া হানিমান্ এই অভিনব মত-সংক্রান্ত ভূরিপ্রমাণ পুস্তক-রচনায় নিমগ্ন রহিলেন। ইতিপূর্ব্বেই এলোপ্যাথি ঔষধের গুণ-পরীক্ষায় আবিষ্ট ছিলেন, এখনও তাহা হইতে অবসৃত হইলেন না। হানিমানের এই কার্য্যে অপর সাধারণ, বিশেষত, তাঁহার সমব্যবসায়ী মহাপুরুষগণের তাঁহার উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ অনুদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ দিকে হানিমান্ তাহাতে কর্ণপাত-মাত্রও না করিয়া, স্বকীয় লক্ষ্যে অটল ভাব দর্শাইতে ছিলেন। তিনি একে ত তাঁহাদের সমব্যবসায়ী, তাহাতে আবার পূর্ব্ব হইতেই, ডাক্তারগণের প্রথম শ্রেণীতে সমারূঢ় ছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি যে দিকে অভিমুখীন, তাহাতে তাঁহার বিপক্ষ-গণের অকৃতার্থতা, এবং পক্ষান্তরে তাঁহার কৃতকার্য্যতা-লাভের অনেক নিদর্শন সুব্যক্ত। এই জন্যই সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রতিবাদ। এই জন্যই চতুর্দ্দিকে তাঁহার পরীবাদ রটনা! তদানীং তাহাদের কার্য্যই এই হইয়া উঠিল, কি উপায়ে হানিমানের উন্মাদ-রোগ প্রতি-পন্ন করা যায়। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "গ্রীক পণ্ডিত হিপক্রেটি-সের কাল হইতে, এপর্য্যন্ত কেহ পণ্ডিত হয় নাই, হানিমানই কেবল বিদ্বান্ জন্মিয়াছেন। আজন্ম-সম্মানিত শাস্ত্র সর্ব্বৈব মিথ্যা আর হানি-মান্ প্রমাণ্য?" এই শ্রেণীর চিকিৎসক মহানুভাবেরা হানিমান্ প্রচা-রিত নবীন চিকিৎসা-তত্ত্বের কদাচ পরীক্ষা করেন নাই, পরীক্ষায় নিশ্চয় সুফল দৃষ্ট হইতে পারিবে, এ বোধও তাঁহাদের অনেকের ছিল। কিন্তু, পাছে গুণ গ্রহণ করিতে হয়, তজ্জন্য তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

সে বিষয়ের পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎ-পাদ ছিলেন। এই সকল ব্যক্তির মতে অনাস্থা-প্রদর্শন মহত্ত্বের লক্ষণ। ইহা করিয়াও তাঁহাদের মনের সাধ পূরে নাই। ইহাঁরা এক চক্রান্ত-পাশ বিস্তার করিয়া লিপ্‌জিক্ নগরের শাসন-কর্ত্তার নিকট হানিমানের বিরুদ্ধে আজ্ঞাপত্র বাহির করাইলেন, "কোন ডাক্তারই নিজে রোগীকে ঔষধ দিতে পারিবেন না। ঔষধ-বিক্রেতারা, ডাক্তার-প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী রোগীকে ঔষধ দিবে।" হানিমানের ইহাতে যার পর নাই ক্লেশ হয়। অধিক কি, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে অগত্যা লিপ্‌জিক পরিত্যাগ করিতেও, বাধ্য হইতে হইল। কেন না, তিনি স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন; অপরে যাহা প্রস্তুত করে, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না; তিনি অন্য-দত্ত ঔষধে সন্দেহ করিতেন। পাছে, ঔষধ ঠিক্ না হয়, এই তাঁহার প্রধান চিন্তা। তাহাতে পীড়িতের মৃত্যু সম্ভাবনা এবং তাঁহারও অধ্যবসায়ের সমূলোৎপাটন ঘটিবে। এতদপেক্ষা তাঁহার আর এক বিপদ্ হইল। ঔষধ-বিক্রেতৃগণ তাঁহার আদেশ মতে ঔষধ প্রস্তুত করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। সুতরাং "ব্যবস্থা-পত্র দৃষ্টে ঔষধ-বিক্রেতারা রোগীকে ঔষধ দিবে" অনুশাসন-পত্র-নির্দ্দেশিত এই অনুজ্ঞা তখন হানিমানের পক্ষে কুলিশ-পাতোপম বোধ হইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার দারিদ্র্যের একশেষ। অর্থের অপ্রতুলে পরিজন-প্রতিপালন তাঁহার সাধ্যের অতীত হইয়া উঠিল। হানিমানের জীবনের এই শোচনীয় কাল, কি কূট পরীক্ষার পরিচয় দান করিতেছে!!!

এই পৃথিবীতে সত্য-নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া কত শত মানব ঘোরতররূপে অবমানিত হইয়াছেন। অসভ্য যুগের কাণ্ডজ্ঞান-রহিত নামমাত্র মনুষ্য সদৃশ কত মূঢ়, কত উদার-হৃদয়বান্‌কে পদ-দলিত করিয়াছে, ভূত কালের সাক্ষী ইতিবৃত্ত তাহার প্রমাণ-স্থল। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিবেন, প্রাচীনেরা তাঁহাকে কম কি লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন? ধর্ম্ম-সংস্কারকের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, খৃষ্ট, মহ-

প্ৰদ, গৌরাঙ্গ, লুথর গুরুগোবিন্দ সিংহ, রামমোহন রায় ইহাঁদিগের কত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল! জীবন লইয়া টানাটানি হইয়া গিয়াছে। ইট্রুরিয়ার * খ্যাতনামা দার্শনিক গ্যালিলিও পৃথিবীর গতি-স্বীকার করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি কারাগারে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রচলিত দেব-দেবীর আরাধনার বিপক্ষে প্রতি-বাদী গ্রীশ-দেশীয় পণ্ডিত সক্রেটিসের অন্যায়-রূপে প্রাণদণ্ড হয় †।

মহোদয়গণের ভাগ্যে জীবিত কালে সম্মান-লাভ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। হানিমানেও প্রকৃতির অবিসংবাদী সেই নিয়মের বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক, এই অবস্থায় পড়িয়া যখন তিনি বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক লিপ্‌জিক পরিত্যাগ করেন, তখন পথিমধ্যে ভগ্ন-যান হওয়াতে, তাঁহার একটী পুত্র কাল-কবলে পতিত ও একটী দুহিতা আহত হয়। যখন এই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখনও যদি পুনরায় পূর্ব্বাশ্রিত চিকিৎসা-প্রণালী-অবলম্বনে মনঃস্থ করিতেন, অদৃষ্ট-শ্রী নিঃসন্দেহ তাঁহার সাহায্য করিত। কিন্তু, তিনি সে ধাতুর মানুষ নহেন। যাহা একেবারে সত্য বুঝিয়াছেন, দারিদ্র্যের অত্যাচারে তাহা পরিবর্জ্জন, হানিমানের অসাধ্য। সে সব যাহা হউক, অতঃপর তাঁহার উন্নতি-সোপানের সূচনা আরম্ভ হইল।

---

* লেসিয়ম্ (Latium.) ও রোম্ নগরের উত্তর-পশ্চিম ভাগের প্রাচীন নাম, ইট্রুরিয়া (Etruria.)। অনেকের মতে উহা বর্ত্তমান টস্কেনি প্রদেশের অন্তর্নত্তী ছিল। যাহা হউক, এই প্রদেশ টাইবার নদীর দক্ষিণ তটে যে অবস্থিত, তাহাতে কোন দ্বিধা নাই। — Beeton's বা Chamber's Encyclopedia দেখ।

† হেলিবোর নাইগার্ বিষ-প্রয়োগে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কিথেনে অবস্থিতি।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে আন্‌হল্ট কিথেনের ডিউক্ ফার্ডি-ন্যাণ্ডের অনুগ্রহে ও অনুকম্পায় তিনি ঔষধ-বিক্রয়িগণের একচেটিয়ার দৌরাত্ম্য হইতে নিস্তার পাইলেন, এমন নহে; কিন্তু, 'কাউন্সেলর্ অব্ ষ্টেট্' উপাধিও ডিউক্ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লিপ্‌জিক্ পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পূর্ব্বেই হানিমান্ হোমিও-প্যাথির অতি প্রয়োজনীয় এক খানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। তুলনা করিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত পুরাণ পীড়ায় যে সকল ঔষধ ফলদায়ক প্রমাণিত হয়, তাহারই বৃত্তান্ত ঐ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়। লিপ্‌জিকে আরম্ভ করিয়া, কিথেনে পৌঁছিয়া ৭ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর সেই পুরাতন পীড়ার ৪খণ্ড পুস্তক বাহির হইল। তাহা এত সুরম্য, সুদৃশ্য ও বৃহৎ যে, হোমিওপ্যাথির ইতিবৃত্তে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে বলিলেও, বলা যাইতে পারে। ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণের উদ্যম ও সংখ্যা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল এবং এই সূত্রে চিকিৎসা-বিষয়ে মত লইয়া যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহারও পুনরায় অভ্যুত্থান হইল।

ডিউক্ ফার্ডিন্যাণ্ডের মহতী উদারতা, হানিমানের জীবনী এবং হোমিওপ্যাথির ইতিহাসে চির-জাগরূক থাকিবে। তিনি ১৫ বৎসর হানিমানকে আশ্রয় দিয়া, স্বীয় মনের উচ্চতার পরিচয় দিয়াছেন, জগৎ তাহা কদাচ অস্বীকার করিবে না। ইহা হোমিওপ্যাথিক পুরাবৃত্তের একটী অত্যাবশ্যক ঘটনা। যদি ডিউক্ এত সাহায্য না করিতেন, কেবল সাহায্য নহে—যদি নিজে এত আয়াস স্বীকার না করিতেন, হোমিওপ্যাথির অদৃষ্ট কি হইত, কে বলিতে পারে? হোমিওপ্যাথির

বিনাশ অসম্ভাবনীয় না হউক, হয়ত হোমিওপ্যাথির উন্নতি-স্রোত দুই সহস্র কি দুই লক্ষ বৎসর পরে পড়িয়া যাইত—অথবা হানিমানের জীবন জলবুদ্বুদের মত কোথায় বিলীন হইয়া যাইত!

যাহা হউক, হানিমান্ এখানে বহুসংখ্যক ভয়ানক বিপজ্জনক পরীক্ষা নিজের ও বন্ধুগণের উপর করিতে লাগিলেন। এই নূতন চিকিৎসাতন্ত্র, বৎসরের পর বৎসর, ইয়োরোপে ব্যাপ্ত ও আদৃত হইতে লাগিল। অবশেষে ইহা যেন এই নবীন ভারতীয় ধন্বন্তরির বিধানের মধ্য দিয়া সহৃদয়-মণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

হানিমান্ এত কাল ধরিয়া যে উদ্দেশে এক বৃহৎ ব্যাপারে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিলেন, এই সময়ে তাহার ফল ফলিল। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা-প্রভাবে এক দল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত হইতেছিল। সম্প্রতি খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দে তাঁহারা এক খানি "ত্রৈমাসিক পত্র" প্রচার করিলেন। এই পত্রিকাতে হোমিওপ্যাথি-উদ্ভাবকের উপদেশ সুন্দর নিয়মে ব্যবস্থাপিত করা ছিল। শিষ্যগণের এই কার্য্যে গুরুর কত অপরিসীম হর্ষ, পাঠক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আনন্দে কিছু দিন গত হইলে, ভেষজ-তত্ত্বের ২য় সংস্করণ এই স্থানেই সম্পন্ন হয়।

১৮২৩ সালের ১লা জানুয়ারিতে সার উইলিয়াম্ নেল্ সাহেব রোম নগরী হইতে ডাক্তার কুইন্‌কে লেখেন, হোমিওপ্যাথিক মতে বাতের চিকিৎসায় সুবিধা হইতেছে না কেন? কুইন্ সাহেবের প্রত্যুত্তর না যাইবার পূর্ব্বেই ১৯ মার্চে বাতরোগের উপশম হয়।

কিথেন্ প্রদেশের ডিউক্ ফার্ডিন্যাণ্ড হোমিওপ্যাথির প্রতি অনুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাতেই, হানিমানকে অধিক বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই, পাঠকবর্গ এইমাত্র পাঠ করিলেন। তত্রত্য অধিপতি, যাহাতে হানিমান্ সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। হানিমান্ এখানে সচারাচর নিজ গৃহে বদ্ধ থাকিতেন। কিথেন-রাজ, কি তদীয় পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সমাচার

পাইলে, কেবল তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদে যাইতে হইত। এই স্থানে অবস্থিতি-সময়ে রোগীরা তাঁহার বাটীতে গতিবিধি করিত। বিদেশে আসিয়াও তাঁহার লক্ষ-ভ্রংশের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিসে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বার সর্ব্ব-সমক্ষে অবারিত ও উদ্ঘাটিত থাকে, কি উপায়ে তাহার উন্নতি করা যায়, এই সকল দুরূহ ভাবনা লইয়া তিনি আকুল। লিপ্‌জিক্‌-বাস-কালে তদ্বিষয়ে অনেকটা কাজ হইয়াছিল। যাহাতে এখানে তদধিক, অন্তত তৎসদৃশ কিয়ৎ পরিমিত স্থায়ী কার্য্য রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহারই জন্য অনবরত চেষ্টা চলিতেছে। ভিন্ন দেশে আগন্তুকের মনোমত কার্য্য হইবার অনেক বাধা। এখানে পরীক্ষণের সুবিধা ছিল না। স্বদেশে বিনা অনুযোগে যাহা সমাহিত হইত, কিথেনে তাহার সুযোগ দুর্ঘট। এই সকল বিঘ্ন-বিপত্তি সত্ত্বেও হানিমান্ চিকিৎসার উন্নতি-কল্পে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে অবস্থান-সময়ে (১৮২৪ খৃঃ অঃ) খ্যাতনামা অর্গেননের তৃতীয় মুদ্রণ সম্পন্ন হওয়াতে, গ্রন্থকার মনঃক্লেশ কতক উপশমিত বোধ করিলেন। অর্গেনন্ অনির্ব্বচনীয় গুণের আধার। এই গ্রন্থে প্রণেতার বহুদর্শিতা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বর্ণনাতীত ধৈর্য্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। একাধারে এত গুলি গুণের সমাবেশ, অতি মনোরম—শ্রবণানন্দ। এই সময়ে ব্যারন্ ক্রণো দ্বারা কফি-সংক্রান্ত গ্রন্থ ও অর্গেননের ফরাসি অনুবাদ যাই প্রচারিত হইল, ইটালির প্রধান নগর নেপলস নগরে অমনি হোমিওপ্যাথিক চর্চ্চাও আরম্ভ হইল। এবং সেই সময়েই লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কুইন্ সাহেব জর্ম্মনিতে হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থে গমন করেন †। এই সময়ে অর্গেননের বিরুদ্ধে এক পুস্তক প্রকটিত হইয়াছিল।

আশা—তাবৎ মানবের আশ্বাস-স্থল। আশার দুই মূর্ত্তি,—এক

† কুইন সাহেব প্রথম প্রথম হোমিওপ্যাথির উপর অতি বিরক্ত ছিলেন। তিনি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে জর্ম্মনিতে যান; কিন্তু, ঔষধের গুণে সন্তুষ্ট হইয়া ৪ বৎসর পরে এক জন প্রধান হোমিওপ্যাথ হইয়া উঠেন।

কালিমাময় রূপ ; অপর, আরামপ্রদ বিশদ প্রভা। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারকের নিকটে আশার সেই প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি। কুত্রাপি আমরা তাঁহাকে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হইতে দেখি নাই। অর্গেনন্ যখন তৃতীয় সংস্করণে পাদ-বিক্ষেপ করিল, তখন আর হানিমান্ নিশ্চিন্ত ভাবে ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় কিরূপে থাকিতে পারেন? পরবর্ত্তী বর্ষে (১৮২৫ শকে) "হোমিওপ্যাথির বিস্তৃতি-প্রতিরোধের নিশ্চিত উপায়‡" "কি প্রকারে হোমিওপ্যাথি অসন্দিগ্ধরূপে উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিতে পারে?" "নূতন ও পুরাতন চিকিৎসা-প্রথার পার্থক্য" "চিকিৎসা-বিষয়ক পরিদর্শক" এই অভিধায় চারি খানি অভিনব গ্রন্থ মুদ্রিত করিলেন। কিথেনের অধিবাসি-নিচয় অদ্যাপি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উক্ত-শীর্ষক পুস্তকের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ডাক্তার রোমেন্ এই সময়েই মেটিরিয়া মেডিকার ইটালীয় ভাষায় অনুবাদ করায়, হানিমানের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পুরস্কৃত হয়। ক্রমাগত হতাশার পাছে পাছে অনুবর্ত্তন করিয়া, শেষে মানুষের মনুষ্যত্ব-উপার্জ্জনে অধিকার জন্মে। হানিমানের জীবনেও অবিকল তাহাই ঠিক। এই বর্ষে অর্গেননের দুই খানি সমালোচন প্রকাশিত হইয়াছিল। সার্ উইলিয়াম্ নেল্ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ মার্চ্চ বাত-রোগের যে ঔষধ ঠিক্ বলিয়া গ্রহণ করেন, এই বৎসর ৪ঠা জুনে তাহা দৃঢ়ীকৃত হয়।

ডাক্তার ষ্টাফ্, গ্রোস্ ও ক্রণো এই তিন ব্যক্তির সমবেত উদ্যোগে ১৮২৬ অব্দে ঔষধ-তত্ত্ব লাটিনে অনুবাদিত হয়। লাটিন্ ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইল, সুতরাং ইহা হইতে গ্রন্থকারের মূল পুস্তকের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? শত্রু কর্ত্তৃক অর্গেনন্ গ্রন্থের প্রতিবাদক তিন খণ্ড পুস্তক বিরচিত হইবার পর, ১০ মার্চ্চ ডাক্তার

‡ প্রথম দৃশ্যে পুস্তকের নামে এই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে যে, হোমিওপ্যাথির উদ্ভাবক কেমন করিয়া হোমিওপ্যাথি প্রচারের প্রতিকূল হইলেন? বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। এলোপাথগণ কর্ত্তৃক উক্ত নামে প্রবন্ধ লিখিত হয়, হানিমান্ তাঁহাদের প্রদত্ত সেই নাম বজায় রাখিয়া স্ব রচিত পুস্তক মধ্যে তাহার উত্তর দেন।

লেকার ডাক্তার মুলারকে লিখিয়া পাঠান, তিনি হোমিওপ্যাথির নিকট বিস্তর ঋণী। যেহেতু, ইহা দ্বারা তাঁহার অনেক সংশয় দূরীকৃত হইয়া উপকার হইতেছে।

খৃষ্টীয় ১৮২৭ অব্দে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্য ডাক্তার গ্রোস্ ও ডাক্তার ষ্টাফ্ কিথেনে আহূত হন। শিষ্যদ্বয়কে স্বরচিত "পুরাতন পীড়া উৎপন্ন হইবার হেতু ও যে ঔষধ দিয়া, তাহা নিরাকৃত করিতে হয়, তাহার উপায়" পরীক্ষা করিবার আদেশ করেন এবং পরীক্ষার পূর্ব্বে নিজে উক্ত উদ্ভাবিত বিষয়ের সত্যতা ছাত্রদিগকে প্রতিপন্ন ও হৃদ্গত করাইয়া দেন। ছাত্রেরা আবিষ্ক্রিয়ার যখন গুণ স্বীকার করিলেন, তখন হানিমানের নিরুদ্বিগ্ন ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময় ডাক্তার বিজেল্ ঔষধতত্ত্ব গ্রন্থ ফ্রেঞ্চ ভাষায় ভাষান্তরিত করিলে, কোপেন্‌হেগেন্ নগর-নিবাসী ডাক্তার এইচ্, এল্, লণ্ড সাহেব কফি-বিষয়ক সন্দর্ভ ডেন্মার্ক-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রচার করেন। তৎপরে হানিমান্ সোৎসাহে 'এত অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধেরও কিরূপে এত শক্তি থাকে?' এই বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। এই বর্ষে একটী অতি স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। কুইন্ হোমিওপ্যাথির ভ্রান্ততা প্রমাণ করিতে গিয়া, নিজেই হোমিওপ্যাথি-ভক্ত হইয়া পড়েন।

পর বৎসরে (১৮২৮ সালে) "পুরাতন পীড়ার" অর্থাৎ 'ক্রনিক ডিজিজের' ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ ড্রেস্‌ডেনে প্রচারিত হইল। গ্রন্থকর্ত্তার জীবিত-কালে এই পুস্তকের আরো দুই সংস্করণ বাহির হয়। যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ইহা এত মহামূল্য গুণান্বিত যে, এই বলিলেই বোধ হয়, পর্য্যাপ্ত হইবে—ডাক্তার জর্ডান্ ফ্রেঞ্চ ভাষায় ইহা অনুবাদিত করেন *। ঈদৃশ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন গ্রন্থের আবার নিন্দাবাদ! ধন্য গোঁড়ামি! অজ্ঞতা তোমাকে ধন্যবাদ! কিছুই তোমাদের অসাধ্য নহে? তোমাদের অপার মাহাত্ম্য! মনুষ্য-বুদ্ধিতে তোমাদের লীলার মর্ম্ম বুঝা ভার!

---

* ডাক্তার বিজেল্ কর্তৃক ইহা ফ্রেঞ্চে দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল।

এরূপ অসঙ্গত পরিবাদের প্রতিবাদ বা সমালোচন, হানিমানের স্বভাবোচিত ছিল না। প্রতিপক্ষেরা হাজার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করুক, যত কেন গালি-বর্ষণ করিতে থাকুক না কেন, তিনি বধির! কেবল তাঁহার কোনও বিদ্যার্থী ঐ পাগলামির শ্রাদ্ধ করেন। অবশ্য ইহা গুরুর উপদেশে হয় নাই। শিষ্যেরা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ঐরূপ করিতে বাধ্য হন। ফলে, এ পুস্তক—চিকিৎসা-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য মণি। হানিমানের ভেষজ-তত্ত্ব (মেটিরিয়া মেডিকা পিউরা) ও এই গ্রন্থ-অবলম্বনে চিকিৎসা-বিদ্যার মর্ম্ম আয়ত্ত করা সম্ভব, এই উল্লেখকে অতিরিক্ত প্রশংসা বলা যায় না।

অনেক নূতন বৃত্তান্ত-সহযোগে বিস্তর পরিবর্ত্তন, বিশোধন ও সংবর্দ্ধন করত ৪র্থ বার অর্গেনন্ প্রকটিত হইলে, ডাক্তার গর্ট্যানা—ইটালীয় ভাষায় তাহার ভাষান্তর প্রকাশ করেন।

এম্, ডি, উপাধি-প্রাপ্তির পঞ্চাশত্তম বাৎসরিক উৎসব এবং সভা-সংস্থাপন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ মহাদেশের পূর্ব্ব ভাগ হইতে, বিসূচিকা রোগ (ওলাউঠা) হানিমানের জন্মভূমি জর্ম্মণিতে প্রবিষ্ট হয়। হানিমান্ তখন স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত। সুতরাং, তিনি স্বচক্ষে কোন রোগীই প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ কি অবকাশ পান নাই; সংবাদ-পত্রিকায় রোগের বিবরণ পাঠ করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে পীড়িত ব্যক্তিদিগের অবস্থা শ্রবণ করিয়া, ঐ ব্যাধি-বিষয়ক এক নূতন ঔষধ সমাচার-পত্রে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। রোগ এত অধিক পরিমাণে সেই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইল যে, অপরাপর অন্য কোন প্রণালী দ্বারা এতাবৎ তাহার দশমাংশের একাংশেরও নিরাকরণ হইয়াছে কি না সন্দেহ। মনুষ্যের প্রবল চরম শত্রু যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই

বিসূচিকা রোগ। মুহূর্ত্তমধ্যে মানবের দর্প খর্ব্ব করিতে—মানুষকে অবসন্ন করিতে, বিসূচিকার সমকক্ষ পাওয়া দুর্লভ। বাস্তবিক, চিকিৎসক নিজ ব্যবসায়ে কেবল এই ব্যাধির সমীপেই স্বীয় দায়িত্ব স্মরণ করিয়া ভীত হন। এই ভয়ঙ্কর মহামারী রোগে হানিমানের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। তিনি এই পীড়ায় কর্পূর, ভিরাট্রম্ এলবম্, আর্সেনিক ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করেন। তন্মধ্যে কর্পূর-ব্যবহারে সমধিক কৃতকার্য্যতা হইয়াছিল §। এই অব্দে ডাক্তার এ, বুডান্ দ্বারা কফি-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের হঙ্গেরীয় ভাষায় অনুবাদ সম্পাদিত হয় ‡।

হানিমানের শিষ্য-বৃন্দ উপরি উক্ত খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার এম্, ডি, উপাধি-প্রাপ্তির পঞ্চাশত্তম (৫০) বার্ষিক * উৎসব-উপলক্ষে এক মহতী সমিতির অনুষ্ঠান করেন। বড় সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্, যুবক ও বৃদ্ধ, উচ্চ ও মধ্যবিধ, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের

§ Calcutta Journal of Medicine; or A Sketch of the Treatment of Cholera, by Dr. M. L. Sircar; অথবা ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষের বিসূচিকা ২য় সংস্করণ দেখ।

‡ ইয়ুরোপীয় রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গ বাসী ডাক্তার আলেক্জাণ্ডর পিটারসন্, রুসীয় ভাষায় ইহা ভাষান্তরীকৃত করেন। কিছু দিন পরে স্প্যানিষ্ ও ইটালীয় ভাষায়ও অনুবাদিত হইয়াছিল।—হল্ প্রণীত হানিমানের জীবনী, ১১ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ।

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল ভাদুড়ি মহাশয় "চিকিৎসা বিজ্ঞানের" উপক্রমণিকা ভাগে হানিমানের জীবনী সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ লিখিয়াছেন। তদুল্লিখিত তারিখে (১৮২৯ খৃঃ অঃ ১০ আগষ্ট) ভ্রম নাই; কিন্তু, তিনি পঞ্চাশত্তম (৫০) বাৎসরিক উৎসব পরিবর্ত্তে "পঞ্চাম্ন সাম্বৎসরিক মহোৎসব" (৮০ পৃষ্ঠা, ২য় ছেদ) বলায়, বিলক্ষণ অসঙ্গতি হইয়াছে। তিনি যে ডাজ্জন্ সাহেবের গ্রন্থকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, সেই মূল আদর্শ গ্রন্থে "৫০ সাম্বৎসরিক (Fiftieth Aniversary) উৎসবের" স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে। ভাদুড়ি মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির উপর নির্ভর করায় "আর্য্যদর্শনে" (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা) আমাদেরও ভ্রান্তি হইয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার অসাবধানতা যার পর নাই ক্ষোভের কারণ।

সমাগমে সেই সভায় নিবিড় জনতা হয়। জীবিত-কালে এই মহোৎ-সব—তাই এত লোকের সমারোহ—এত আড়ম্বর। গুণ-গ্রাহক-মণ্ডলীর এই বৃহৎ ব্যাপারে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সেই দিবস হানি-মান্ স্বয়ং "সেণ্ট্রাল্ সোসাইটি অব্ জর্ম্মান্ হোমিওপ্যাথিষ্টস্" † অর্থাৎ 'জর্ম্মান্ হোমিওপাথ-গণের কেন্দ্রীভূত সমাজ' নামধেয় এক সভার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাতে যোগ দেন ও তাহার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হন। এমন কি, যখন সেই সমাজ দ্বারা রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকিল, তৎকালে তাঁহা-দের অধিকাংশকেই তাহার নিয়মিত শ্রোতা হইতে দেখা গিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, পাঁচ বৎসর নিয়মিতরূপে চলিয়া ষষ্ঠ বর্ষে ইহার পরমায়ু শেষ হয়।

বনিতা-বিয়োগ—পুস্তক-প্রণয়ন।

খৃষ্ট শতাব্দীর ১৮৩০ শকে মেটিরিয়া মেডিকার ৩য় সংস্করণ, কফি-বিষয়ক গ্রন্থ ও পুরাণ পীড়ার ২য় সংস্করণ পরিসমাপ্ত হইবার সমকালেই পেষ্ট নামক স্থানে হঙ্গেরীয় ভাষায় অর্গেননের অনুবাদ সাধারণে প্রদত্ত হয়। বৃটেনে এই সময় "হোমিওপ্যাথি" কথার বানান প্রস্তুত হইতেছিল।

এই বৎসর হানিমানের পারিবারিক ক্লেশের একশেষ। যেহেতু, এই বৎসর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী হেনিরিএটা প্রাণত্যাগ করেন। অনেকের মতে পরলোক-গতা এই কামিনী নিরতিশয় উগ্রস্বভাবা। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও, তাহার প্রমাণ-সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। বিশেষত, হানিমান্ তদীয় 'আত্ম-জীবনীতে' ইহার কোন

---

† Central Society of German Homœpathists. ইহার বিবরণ, ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা; রসেল্‌স হিষ্ট্রি এ্যাণ্ড হিরোজ্ অব্ মেডিসিন্; এবং ডজ্জেনের বক্তৃতার ৩৬ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ দেখ।

উল্লেখ করিয়া যান নাই। সে যাহা হউক, স্ত্রী-বিয়োগে হানিমান্‌কে যার পর নাই আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কেন না, তিনি তাঁহার সম্পদ-বিপদে প্রধান মন্ত্রী ও প্রিয়সখী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, দুই দুহিতার উপর স্বভাবত গৃহকার্য্যের যাবতীয় গুরু ভার ন্যস্ত হইল। এরূপ নিদারুণ আন্তরিক দৈব আঘাতেও হানিমানের উদ্দেশ্য বিচলিত হইল না। মহাপুরুষকে প্রিয়তম লক্ষ্য হইতে টলায়, কাহার সাধ্য ?

স্ত্রী-বিয়োগে বীরবর হানিমান্ কত বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক ভাব কি অবস্থাগত হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত পত্রে তাহা সূচিত হইতেছে :—

"আমার পত্নীর মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে কোনও এক ব্যক্তির পত্রে আমার মানসিক পীড়া জন্মে। অসুখ এত অধিক হয় যে, এক পঙ্‌ক্তি লিখিতে বা একটী কথা কহিতে পারিতাম না। দিনের মধ্যে দুই বারমাত্র আমি কেবল হামাগুড়ি দিয়া নিজ গৃহ হইতে মাতার গৃহে যাইতাম। আমার এত ক্লেশ, কেহ বুঝিত না এবং আমি চেষ্টা করিয়া মুখ-ভাব-ভঙ্গী গোপন করিতাম। বনিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সন্দর্শন-উপলক্ষে আমার স্নায়বিক জ্বর হয়।"

এই ক্ষুদ্র পত্রীতে কয়েকটী বিষয় জানা যাইতেছে। প্রথমত, এতাবৎ পর্য্যন্ত হানিমান্-জননী জীবিত ছিলেন এবং হানিমান্ তাঁহাকে অতি ভক্তি করিতেন। মাতৃ-সকাশে রোগ অপলাপের তাৎপর্য্য এই যে, বলিতে হইলে, হানিমানের সত্যই বলা আবশ্যক হইত। কিন্তু পুত্র কেমন করিয়া মাতার নিকট তাঁহার শ্রবণের অযোগ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন ? দ্বিতীয়ত, হানিমানের অন্তর-বৃত্তি এত কোমল—এত প্রতিঘাত-অসহিষ্ণু যে, তাহা সহজে চঞ্চল হয়। তৃতীয়ত, যে বৃত্তান্তে হানিমানের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, তাহা হোমিওপ্যাথির নিন্দাবাদের জন্য। পঞ্চমত, পত্নী-বিচ্ছেদে হানিমানের আত্মা কীদৃশ আন্দোলিত।

এই ঘোর পার্থিব সুখের অভাবেও গ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রচারে তাঁহার অটল ভাব দৃষ্ট হইত। উদাহরণ-স্থলে নির্দ্দেশ করা উচিত, ১৮৩১ অব্দে

এলোপ্যাথি-সম্বন্ধে ‡‡ এক অতি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লিপজিকে মুদ্রিত হয়। এবং যে বিসূচিকায় তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত, সেই বিসূচিকা-বিষয়ক পুস্তকও এই বৎসর মুদ্রাযন্ত্র হইতে জনসমাজে প্রকটিত হয়। পুস্তক-প্রকাশের অব্যবহিত কাল পরেই, প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াতে, ঐ বর্ষে কিথেনেই আবার দ্বিতীয় প্রচারণ হইল **। ইহার কিয়দ্দিবস পরে, তৃতীয় মুদ্রণ জন্য হানিমান্ উহা লিপ্‌জিকে প্রেরণ করেন। তাহার মুদ্রাকার্য্যও অচিরেই সম্পাদিত হইল। তৎপরে কাউন্সেলর্ ষ্টুলার্ সাহেবের সম্পাদকতায় জার্ম্মণি রাজ্যের প্রধান নগর বার্লিনে বিসূচিকার চতুর্থ মুদ্রাঙ্কণ প্রকাশের স্বল্প কাল পরে, সমস্ত গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল; সুতরাং ১৮৩২ সালে নরেম্বার্গে উহা পঞ্চম বার মুদ্রিত হয়। এখানে হানিমান্ এই নিয়ম করিয়াছিলেন, জল ঝড় না হইলে, প্রতিদিন গাড়ী করিয়া নগর ভ্রমণে নির্গত হইবেন। সুস্থতা-রক্ষার জন্য সামুয়েল্ কত কাণ্ডই করিয়াছেন!

‡‡ সমস্ত পীড়িত ব্যক্তির প্রতি সতর্কতার জন্য ইহা লিখিত হয়।

** এই বৎসর ১০ সেপ্টেম্বরে বিসূচিকা রোগ—(ওলাউঠা) ইউরোপ মহাদেশে অতি প্রবল ও ভয়াল মূর্ত্তি ধরিয়া এত প্রাণী নষ্ট করিয়াছিল যে, শুনিলে ত্রস্ত হইতে হয়। নিম্নে একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে, দেখিলেই হৃদগম্য হইবে :—

মস্কো নগরে ৬৬০৫ জন পীড়িত; ৩৫৩৩ জন সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত।
হাঙ্গেরীতে ১৮০০০ ,, ; ৪০০০ জন মৃত।

(Rutherland's Cholera; 1849.)

সংবাদ পত্রিকা দ্বারা ও বন্ধু-প্রমুখাৎ এই মহামারী ব্যাপার হানিমানের গোচর হইলে, বিজ্ঞাপন দিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে জানাইলেন,—"যে কেহ পীড়িত হও, কর্পূর ব্যবহার করিবে।" এখানে এই জিজ্ঞাসা হইতেছে "বন্ধুগণকেই" কেন জানাইলেন? অপর সাধারণ বিশ্বাস করিবে কি না, হানিমান্ স্থির করিতে পারেন নাই। সুতরাং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। আর, যখন প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপনা হইয়াছিল, তখন যে কেহ ইচ্ছা করিলে, উহা ব্যবহার করিতেও পারিতেন। [Russel's History and Heroes of Medicine দেখ।]

"হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যধিক মাত্রা-বিষয়ে মন্তব্য" এবং ডাক্তার জর্ড্যান্ কর্ত্তৃক ফরাসি ভাষায় "পুরাতন পীড়ার *" অনুবাদ এই সময়েই প্রচারিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৮৩৩ শকে অর্গেননের পঞ্চম ও পিউরার চতুর্থ বার মুদ্রাঙ্কণ হয়। অর্গেনন্, পিউরা, পুরাণ পীড়া (ক্রণিক্ ডিজিজ্) ও বিসূচিকা-সংক্রান্ত গ্রন্থের অবিরাম সংস্করণের উপর সংস্করণ দ্বারা এক দিকে যেমন হোমিওপ্যাথি-মতের বিবর্দ্ধন, অন্য দিকে গৌণ ভাবে তেমনি সাধারণের মত-পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে। হানিমানের জীবিত-সময়ে আরও অনেক পুস্তক বিরচিত হয়; যথাস্থানে তাহা বিবৃত করা যাইবে। কিন্তু, সে গুলির অদ্যাপিও অমুদ্রিত অবস্থা। তাঁহার রচিত গ্রন্থ-রাজি আকার ও গুণে তুল্যমূল্য। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরে এই বর্ষেই অর্গেননের ফ্রেঞ্চ ভাষায় তৃতীয় মুদ্রণ হইবার অব্যবহিত পরে, "আমেরিকার হোমিওপ্যাথীয় পত্রিকায়" উহা প্রকটিত হয়। এবং সি, এইচ্,ডেভ্রিও মহোদয় প্রযত্ন সহকারে আয়ার্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন্ নগরে ইংরাজী ভাষায় ৪র্থ সংস্করণ অর্গেননের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই বৎসর হানিমান্ ২৪ মার্চ্চ কিপেন্ হইতে অর্গেননের ৪র্থ মুদ্রাঙ্কণে বহুবিস্তৃত অবতারণিকা ও বিজ্ঞাপনী সংযুক্ত করিয়া দেন। গ্রন্থকর্ত্তার হস্তে অর্গেননের এই শেষ সংস্করণ।

হানিমান্ ইতিপূর্ব্বে যে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অস্তিত্ব বিলোপ হইল। ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল রীতিমত চলিয়া এই সময় বন্ধ হওয়ায় অনেকের উৎসাহ হ্রাস হইয়া আইসে। এই সময় ইউরোপ ব্যাপ্ত করিয়া, হোমিওপ্যাথি আমেরিকা অবধি নিজের অধিকার বিস্তার করে। এলোপাথগণের ক্রোধের ইয়ত্তা রহিল না—তাঁহাদের নির্ব্বাণ-প্রায় আক্রোশাগ্নি ক্রমশ প্রধূমিত হইতে লাগিল। আমেরিকা খণ্ডের সুপ্রথিত ডাক্তার হেরিং স্বদেশ-মধ্যে হোমিওপ্যাথির প্রচার আরম্ভ করাতে, অল্প কালের মধ্যে তিনি

* ডাক্তার বিঙ্গেলের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহার দ্বিতীয় ফ্রেঞ্চ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল।

স্বকীয় অভিপ্রায়ে শুদ্ধ সুসিদ্ধ হইলেন এমন নহে ; কিন্তু, অবিলম্বে তথায় হোমিওপ্যাথির কালেজ * চিকিৎসালয় † ঔষধালয় ‡ স্থাপিত হয়। এই সংবাদ শ্রুতি-গোচর হওয়ায়, হানিমানের উৎসাহ দ্বি-গুণিত হইয়া উঠে।

কিথেনে অবস্থিতি-কালে দীন-দুঃখিগণের প্রতি অমায়িক ব্যবহার হানিমানের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতেছে। তথায় দরিদ্রদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়াই, তিনি নিরস্ত থাকিতেন না ; প্রায়ই তাহারা তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইত। তত্রত্য সম্পন্ন জনগণের জন্যও হানিমান্ সচরাচর সময়ক্ষেপ করিতেন। তিনি কিরূপ যত্নের সহিত রোগ-লক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, নিম্নে যে বর্ণনার উল্লেখ করা যাই-তেছে, তদ্দ্বারা সুব্যক্ত হইবে। *

"হানিমান্ অতি যত্ন সহকারে তন্ন তন্ন রূপে সমস্ত রোগ-লক্ষণ ও পীড়ার তাবৎ যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। লিখন কার্য্য এইরূপে শেষ করিয়া যাবতীয় বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেন এবং অবশেষে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। কিন্তু, ঔষধ-প্রদান-কালে তিনি নিজ স্মৃতি-শক্তি বা বহুজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া ভেষজতত্ত্ব ও "রকার্টের সংগ্রহ গ্রন্থ" দেখিয়া ঔষধ দিতেন। এই দুই গ্রন্থ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। রোগিগণের প্রতি হানিমানের এই প্রকার ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে, প্রত্যেক রোগী দেখিতে তাঁহার কত সময় ব্যয়িত হইত। ইহাতে এমন প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, তিনি কেবল আক-স্মিক ঘটনা বা লিখিত নিয়ম লইয়া চিকিৎসা করিতেন। তিনি যে বিবেক ও প্রগাঢ় পরিচিন্তন দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহরহ প্রত্যেক বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেন, ইহাই প্রমাণিত হয়। হানিমান্ এই উপায়ে কেবল স্বীয় আরোগ্য-প্রণালীর পথ সুপ্রশস্ত করেন নাই; প্রত্যুত, তাঁহার প্রচারিত সদৃশব্যবস্থাতত্ত্ব বিশুদ্ধতর হইতেছিল। বাস্তবিক হানিমান্

---

* College. † Hospital. ‡ Dispensary or, Medical Hall.

* হল্ বিরচিত জীবন-চরিতের ১০ পৃষ্ঠা ; ১ম স্তম্ভ ; ৩য় ছেদ।

নিজের সঙ্গৃহীত নূতন রোগলক্ষণের তালিকা নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না; প্রাচীন রোগ-তালিকা সহিত ঐক্য করিয়া ভূরি-দর্শনের ফল, জনসমাজে অর্পণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

"এইরূপ নিয়মে তিনি যে সকল লিখন সংগ্রহ করিতে ছিলেন, তাহা ভৈষজ্য-সংক্রান্ত এক প্রকাণ্ড বিবিধার্থ-সংগ্রহ হইয়া উঠিল। আমরা তাঁহার পুস্তকাগারের একটী আল্‌মারায় চতুষ্পত্রাকৃতি † ঐ বিষয়ক ৩৬ খণ্ড পুস্তক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক এক খণ্ডের কলেবর ৫০০ পৃষ্ঠা পরিমিত এবং সকলই তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত। তাঁহার হস্তাক্ষর পর্য্যন্তও বড় পরিপাটী। তিনি কদাচ চস্‌মা ব্যবহার করেন নাই। রোগের বিবরণ লেখা, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের একাংশমাত্র ছিল; চিকিৎসা-সম্বন্ধে তাঁহার নিকট রাশীকৃত চিঠিপত্র আসিত। এই সকল পাঠ ও তাঁহার প্রত্যুত্তর দান কার্য্যে অনেক সময় নিয়োজিত হইত।"

দ্বিতীয় পরিণয়।

অবিশ্রান্ত অভ্যুদয়-শীল সফলতা লাভের পর, হানিমানের মনোরাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইহা হানিমানের পারিবারিক জীবনের দ্বিতীয় যুগ, জীবন গ্রন্থের এক স্বতন্ত্র—এক নূতন অধ্যায়। ফ্রান্স দেশীয় কুমারী মারমেলো ডি' হারভিগোহিয়ার ‡

† Quarto Size.

‡ (1) Mlle Melonie d' Hervilly; (2) Miss Murie Melonie d' Hervilly-Gohier; (3) Madamoiselle d' Hervilly; (৪) মিলানী; (৫) ম্যাডামইসেল, এই পাঁচ আখ্যার অন্যতর নামে হানিমানের দ্বিতীয় পত্নী অভিহিত হন। ১ম চিহ্নিত নাম ডাক্তার সরকারের বক্তৃতায়; Statesman and Friend of India এবং Russel's History and Heroes of Medicine গ্রন্থে; ২য় ও ৩য় চিহ্নিত নাম হলের গ্রন্থে; ৪র্থ চিহ্নিত ঢাকার শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তকে এবং ৫ম বা শেষোক্ত আখ্যা ভাদুড়ীর পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

নাম্নী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া এক উচ্চ-প্রকৃতি মহিলা বহু-বিলম্বিত কঠোর যক্ষ্মা পীড়ায় বহু কাল কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। প্রাচীনমতে (এলোপ্যাথিতে) চিকিৎসা করাইয়া তিনি হতাশ্বাস হন এবং অবশেষে চিকিৎসা-প্রার্থিনী হইয়া, সৌভাগ্যক্রমে হানিমানের গোচরে আইসেন। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে কিয়ৎকাল হানিমানের চিকিৎসাধীনে থাকিতে হয়। সুচিকিৎসার প্রভাবে রূপ-লাবণ্যবতী সেই রমণী নীরোগ হইলেন। অতি-বিলম্বিত কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় লাভ করিলে পর, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি-প্রকাশের কারণ কামিনী আরোগ্য-দাতাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। তিনি শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখাইবার তদপেক্ষা আর কোনও প্রমাণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাহাই তাঁহার পক্ষে উচ্চ ভাবের অনুপ্রাণন। বলা অসঙ্গত অত্যুক্তি বৈ আর কিছু নহে যে, অশীতি-বর্ষ-বয়স্ক বর্ষীয়ানের রূপ-লাবণ্য তাঁহাকে বিমোহিত করে নাই। হানিমানের আরোগ্য-প্রথার গুণে তিনি আকৃষ্ট। বস্তুত ইহা হওয়াও সঙ্গত। ফ্রেঞ্চ ললনার উচ্চ চরিত্রের আদর্শ, কোন অংশেই তাঁহার উচ্চ মন হইতে হীন ছিল না।

আমাদের অনেক পাঠক পাঠিকা, অথবা প্রায় সকলেই আপাত-বোধগম্য এই রহস্য-কর ঘটনায় বিস্মিত হইতেছেন—হয়ত কেহ বা হাস্য-সংবরণে নিতান্ত অক্ষম হইবেন। গম্ভীর ভাবে পূর্ব্বাপর আলোচনা ও বিবেচনা করিলে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু-মাত্রও পাওয়া অসম্ভব হইবে। মিলানীর পক্ষে উপকারীর ঋণ-পরিশোধ, সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই ঋণ-শোধ আন্তরিক প্রীতি ব্যতীত অন্য বিষয়ে সম্ভবে না—তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। হানিমান্ কিরূপে আশী বৎসরে আবার দার-পরিগ্রহ করিতে পারেন, এই এক প্রশ্ন। যে চিকিৎসা-তত্ত্বের জন্য, তিনি এক সময়ে ধন ও মান, সুখ ও শান্তি, নিজ জীবন ও পরিবারকেও বিপদ্-পতিত করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, যে চিকিৎসা-তত্ত্বের নিমিত্ত, প্রাণপ্রতিম 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমি ও স্বদেশের অকৃত্রিম

প্রেম এক দিকে এবং পুরুষত্ব ও মহত্ত্ব-সংসিদ্ধির পরিচায়ক কর্ত্তব্য-সাধন অন্য দিকে হইলেও, যাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে অশক্ত ছিল, যে সত্যের অনুরোধে প্রাণ-সম 'স্বজাতিপ্রেম' ও 'স্বদেশানুরাগে' জলাঞ্জলি, সেই সত্যের, প্রাণ হইতেও প্রিয়তম সেই সত্যের প্রত্যক্ষ ফল, জগতের ধ্বংস পর্য্যন্ত যাহাতে ঘোষিত হইবে, সেই অবসর তিনি কেমন করিয়া ত্যাগ করেন? আমরা বলি, দ্বিতীয় পরিণীত হইয়া, হানিমান্ চিকিৎসকের এক প্রধান কর্ত্তব্য সংসাধন করিয়াছেন। যদি তিনি এরূপ না করিতেন, আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, কখন ঐ ঘটনা হোমিওপ্যাথির পুরাবৃত্তে ও তাঁহার জীবন-বৃত্তে এত সংলিপ্ত ও চিররূঢ় থাকিত না—মূলে কোন সংঘর্ষই থাকিত কি না, সংশয়-স্থল।

নব দম্পতীর দোষ-ক্ষালনের এই যে ব্যাখ্যান দেওয়া হইল, বোধ হয়, তাহাই যথেষ্ট। এখন অপর ঘটনায় প্রবেশ করা যাউক।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এই উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অনেকেই বোধ করি, বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন, "এই মিলন অস্থায়ী এবং নানা অসুখের মূল—বহু অভ্যাপাতের কারণ।" কারণ, পরিণয়-প্রথার সাধারণ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, ইহার গতি ভিন্ন দিকে প্রধাবিত। রূপ ও বয়সে মিলন, এই প্রচলিত প্রণালীর এখানে ব্যভিচার। উহার প্রত্যুত্তরে আমরা নির্ভীক ভাবে বলিতে পারি, মিলানী সুশিক্ষিতা—তাঁহার অন্তর অতি উচ্চ। সুতরাং ক্ষণ-ভঙ্গুরতা এ বিবাহের বিপক্ষ নহে। চরিতাখ্যায়কের পদ বিষম সমস্যা। প্রথমে প্রমাণ করিতে হইয়াছে, এ কার্য্য সাধু-জন-অনুমোদিত। এক্ষণে প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া চাই, বিবাহের ফল শুভ। মুখের কথার উপর আমাদের পাঠক পাঠিকা, বিশ্বাস-স্থাপনে প্রস্তুত নহেন; অতএব আমরা ফ্রেঞ্চ কামিনীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় মিলানীর অসাধারণ অধিকার। তাঁহার জ্ঞান কেবল ভাষা-শিক্ষার সীমায় বদ্ধ ছিল না।

সভ্য জগতের তাবৎ সাহিত্যে তিনি অলৌকিক-ব্যুৎপত্তি-শালিনী। তিনি স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচনা-বিষয়ে ফ্রান্সের মধ্যে এক অলোক-সামান্য কবি। তাঁহার রচিত কবিতা পাঠ করিতে করিতে, প্রাণ মন বিগলিত হইয়া যায়—শরীর শিথিলিত হইয়া পড়ে। আহা, কি সুন্দর মধুর কবিতা! অন্তরাত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে উঠিতে থাকে এবং ভাব-গ্রহ সমাপ্ত হইলে, উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা করে, অনবরত তাহা আবৃত্তি করি। এই ত গেল কাব্যের কথা। চিত্র-অঙ্কনেও অনির্ব্বচনীয় যোগ্যতা—অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। অধিক কি, তিনি লাভোর্ * নামক স্থলের চিত্রকরগণের মধ্যে গণনীয় হইবার যথাযোগ্য পাত্রী। বিশেষত, হানিমানের প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা। হানিমানের প্রতিকৃতি যথাযথভাবে প্রাণপণে তিনিই কেবল আঁকিতে পারিয়াছেন।—ঈদৃশ রূপ-গুণবতী বিদগ্ধ রমণীয় রমণী বৈ তৎকালে এমন আর কে ছিলেন, যিনি হানিমানের মন অধিকারে সমর্থ। পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের প্রতিযোগিতা বা সমকক্ষতা করিতে, অপর আর কাহার ক্ষমতা? যে কাণ্ডে দেশ হইতে বিবাসিত হইতে হইয়াছে, সেই কাণ্ডের মোহিনী শক্তি-বলে এক মোহিনীর মোহিনী আজ্ বিমোহিতা এবং বিমল-প্রণয়-প্রত্যাশিনী। তাঁহাকে ছাড়িয়া, হানিমানের অন্যে কেন আসক্তি জন্মিবে? পরস্পর পরস্পরের মন্তব্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে উভয়ে উভয়ের দেহার্দ্ধ হইলেন। যাহা প্রমাণিত করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে, আমাদের এত আয়াস—এত প্রয়াস, এখন আমরা সেই স্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান।

পরিণয়ের ফল এই খানেই উদ্ধার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সুইর্জলণ্ড দেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জেনিভা নগরের পেশ্চিয়ার এই বিবাহের এবংবিধ বর্ণনা করিয়াছেন † :—

"হানিমান্ স্বীয় বনিতার চক্ষে দেবতা-রূপে সম্মানিত। তিনি

---

* Louvre.

† হলের গ্রন্থ ১১ পৃষ্ঠা ; ২য় স্তম্ভ ; ১ম ছেদ।

হানিমানকে এতাধিক ভাল বাসিতেন যে, আমরা লেখনী-মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে অশক্ত। হানিমান্ যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সেই পরিমিত কালের জন্য তিনি যেন নিজ দেহ, মন, প্রাণ স্বামি-সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন! তিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তন করিতেন ও সেবা শুশ্রূষায় নিরত থাকিতেন *। গৃহকার্য্যে তাঁহার অসীম নৈপুণ্য। ফল, তিনি সাধারণ বিষয়ে হানিমানের প্রিয়সখী। তাঁহার অনুকরণীয় পবিত্র চরিত্র।"

পেশ্চিয়ারের শেষ উক্তির সহিত এক হইয়া সমস্বরে এই খানে আমরা একটী ঘটনার নির্দ্দেশ করিয়া হানিমানের দ্বিতীয় ভার্য্যার বৃত্তান্ত শেষ করিব। মিলানীর নিঃস্বার্থতা তাঁহার অন্যান্য গুণের অনুরূপ। হানিমান্ এই কিথেনে বিস্তর বিত্ত-বিভব সঞ্চয় করিয়া রাখেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বিবাহিত হইবেন উদ্দেশ্য হইলে, মিলানী অপেক্ষা রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না বিস্তর রমণী যুটিত। ধনের অসাধ্য কি? কিন্তু, মিলানী ঐ সম্পত্তির প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। তাঁহার নিজের অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না। অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইতে তিনি অনেক দূরে। এক্ষণে তিনি হানিমানকে সেই অর্থ সমুদায় তাঁহার প্রথম-পরিণীতা পত্নীর গর্ভোৎপন্ন দুহিতাগণকে বিভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। হানিমান্ ইহাতে কত আনন্দিত হইলেন! এইরূপ ধন-অর্পণের প্রস্তাবে মিলানী কত উন্নত, তাঁহার মন কেমন প্রশস্ত, তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। কি মনোমোহন ঔদার্য্য গুণ **! ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, আর আসিয়াই বল—

---

* ভারতীয় সাহিত্য বা ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারত-অঙ্গনারাও— "——ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা, সখীব হিতকর্ম্মসু।" (ছায়া-তুল্য অনুগত, স্বচ্ছ এবং হিত জনক কার্য্যে বন্ধু-স্বরূপ)।

** কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, ফ্রেঞ্চ কামিনী, ধন আত্ম-সাৎ করিবার লোভে হানিমানকে পতিত্বে গ্রহণ করেন। নিতান্ত অপ্রমাণিক ও অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া ইহার স্বতই খণ্ডিত ও বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়াছে। কারণ, তিনি নিজে ধনবানের কন্যা ছিলেন।

সর্ব্বত্রই বিমাতার কু-দৃষ্টান্তের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বিরাজমান আছে। সুখের বিষয়, মিলানী তেমন ছিলেন না। কিন্তু, বিপক্ষ-পক্ষীয়েরা এই দম্পতীর ছবি এমনই ভাবে অঙ্কিত করেন, যেন তাহাতে প্রকাশ পায়, তাঁহারা হানিমানের পূর্ব্ব বনিতার সন্ততির উপর ভয়ানক নির্যাতন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কিন্তু তাহার মূলে কোন সত্য নাই ††।

বিবাহ-সংক্রান্ত লেখাপড়া হইতে, এই খানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। ম্যাড্যাম্ম্যোসিলি ডি' হার্ভেলি নিম্নোক্ত দুই প্রস্তাবের জন্য বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীকে অনুরোধ করেন। যথা——

১ম। "হানিমানের জীবিত কালের মধ্যে বা মরণের পর, তিনি (মিলানী) হানিমানের পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিষয়ের কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না। তৎসমস্ত তাঁহর পূর্ব্ব-পরিণীতা পত্নীর সন্তানগণে বর্ত্তিবে।"

২য়। "এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি (হানিমান্) যে সম্পত্তির অধিকারী, তাহা তৎক্ষণাৎ (বিবাহের পূর্ব্বেই) প্রথমা ভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তানগণকে বিভাগ করিয়া দিউন। এবং পূর্ব্ব-নির্দ্দেশিত প্রথম নিয়ম এই দ্বিতীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব তদ্দণ্ডে সম্পাদিত হইল। হানিমান্ কেবল ১৫০০০ ডলারের সুদ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিলেন। ম্যাডাম্ হানিমান্ একটী সামান্য বৈবাহিক সুবর্ণ-অঙ্গুরীয়ক-মাত্র গ্রহণ করিলেন।

পাঠক পাঠিকারা এখন হানিমানের পবিত্র চরিত্রের প্রতি অযথা দোষারোপ শুনিয়া অবাক্ হইবেন। তাঁহার যে সকল শত্রু বরাবর অনবরত উদ্যোগ করিয়াও, এত কাল কৃতার্থ হইতে পারে নাই, পক্ষান্তরে হানিমানকেও সুতরাং পরাস্ত বা বিপর্যাস্ত করণে অক্ষম ছিল, ঐরূপ নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহাদেরই কাজ।

দোষ-ক্ষালনের ইহা অপেক্ষা আর কোন উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আবশ্যক বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস নাই। অতএব ইহাই পর্য্যাপ্ত।

†† হল সাহেব রচিত হানিমানের ইংরাজী জীবনবৃত্তের ১২ পৃষ্ঠা; ২য় স্তম্ভ; ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ছেদ দেখ।

এ অবস্থাতেও হানিমানের উন্নতি, চরম সীমায় সমাগত নহে। এখনও স্ব-কার্য্যে তাঁহার ঔদাস্য নাই। দৃষ্টান্ত-স্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এই বৎসরে "পুরাতন পীড়ার" তৃতীয় সংস্করণ নিষ্পাদিত হয়। এই বারের পরিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টির জন্য তাঁহাকে যে অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রমের আধিক্যে পড়িতে হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

হানিমান্ এই স্থলে এক নূতন চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। দগ্ধ হইলে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, প্রাচীনেরা সুস্নিগ্ধ জল দ্বারা তাহার উপশম করিতেন। হানিমান্ তৎ-পরিবর্ত্তে যে উপায় উদ্ভাবিত করেন, তদানীং তাহা ইউরোপের সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হয়।

গ্যালিকান্ হোমিওপ্যাথিক সমাজ।

কিছু কাল পরে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরের গ্যালিকান্ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটীর ‡ সম্পাদক হানিমানকে 'অবৈতনিক সভাপতি' ও 'সম্মানিত সভ্য' পদবী প্রদান করিলে, তিনি উক্ত সভাকে স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতা ও সৌজন্য-পূর্ণ নিম্ন-লিখিত পত্র খানি লেখেন:——

"প্রিয়বন্ধু ও সম্ভ্রান্ত সহযোগী মহোদয়গণ,—

"আপনাদের মাননীয় সম্পাদক দ্বারা আপনারা পরম শিষ্টাচার ও অনুগ্রহ সহকারে আমাকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার জন্য আমি অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি আপনাদের বৃহতী সমিতির "সম্মানিত সভ্য" ও "অবৈতনিক সভাপতির" উপাধি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম।

"আপনাদিগের পত্রে অবগত হইলাম, ফ্রান্স রাজ্যে আমাদের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। এবং সাধারণের নিকট ফ্রান্সের ঐরূপ উন্নতির বিষয়ও শুনিয়াছি। পারিসস্থ আপনাদের এই

‡ Gallican Homœopathic Society.

নব-প্রতিষ্ঠিত সভাও ঐ কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। আমি ফ্রান্স দেশ ও তাহার উদার-চরিত অধিবাসি-কুলকে পূর্ব্ব হইতেই প্রাণের সহিত ভালবাসি। ফ্রেঞ্চ জাতিকে আমি অতি মহান্, সমদর্শী, ও সত্যানুসন্ধায়ী জাতি বলিয়া জানি। সম্প্রতি আমার সেই সংস্কার, ফ্রান্সদেশীয়া উচ্চ-বংশীয়া এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত বিবাহে দৃঢ়তর হইয়াছে। তিনি সর্ব্বাংশেই তাঁহার দেশ-বাসীদিগের তুল্য।

"আপনারা মানব-জাতির সুখ-স্বচ্ছন্দতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সংস্করণ-কার্য্যের উন্নতি হেতু, আমার প্রিয় সহযোগী। ঈশ্বর আমাদের সমবেত চেষ্টাকে আশীর্ব্বাদ করুন। জানিবেন,—আমি ঐশ্বরিক কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত-মাত্র। এখনও অনেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অজ্ঞ। অতএব আসুন, আমরা এমন ভাবে কাজ করি, যাহা দেখিয়া সকলের হোমিওপ্যাথির উপর বিতৃষ্ণা দূর হইবে। এই রূপে কার্য্য করিলে, আমরা তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইব। কেন না, আমাদের চিকিৎসা-প্রথা, সূর্য্য-কিরণের ন্যায় জগতের এক প্রধান সত্য।

"ভরসা করি, আপনারা আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। আমি আপনাদের বন্ধু এবং আপনাদের স্বাস্থ্য ও সুখের প্রার্থী।

কিথেন।
ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫।

বশংবদ
সামুয়েল্ হানিমান্

চতুর্থ অধ্যায়।

কিথেন্ পরিত্যাগ ও পারিসে অবস্থান।

হানিমান্ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কিথেন্ হইতে পারিসে গমন করেন। তাঁহার কোন জীবনচরিত-লেখক বলেন, পত্নীর উত্তেজনা বাক্যে তাঁ-

হাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। আমাদের বোধ হয়, ফ্রান্সের জল-বায়ু, ফ্রান্সের হোমিওপ্যাথিক চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব, ফেঞ্চজাতির ঔদার্য্য— তাঁহাকে পারিসে লইয়া যাইবার যথেষ্ট কারণ। ফ্রান্সের গুণ-গরিমার বৃত্তান্ত তিনি তদীয় ভার্য্যার সকাশ হইতে শ্রবণ করিয়া ফ্রান্সের অভিমুখে যাইতে কৃত-সঙ্কল্প হন। ফরাসি জনপদ তাঁহার অতি প্রিয়, পূর্ব্ব পত্রে তাহা অবগত হওয়া গিয়াছে। কিথেনে তাঁহার দুহিতারা বসতি করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় কিথেন্ হইতে পলায়ন করেন। বাস্তবিক কিন্তু তিনি দিবা ভাগে পারিস যাত্রা করেন। এবং ডিউক্ তাঁহার গমনের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার ফ্রান্স আগমন-সূত্রে পেশ্চিয়ার যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধার করা গেল:—

"হানিমান্ পরিশেষে পারিসে আসিয়া উপনীত হন। অতীত কিংবা বর্ত্তমান কালের মহামান্য কোন ব্যক্তি, নগরে কি সহরে আসিলে, যেমন সেই আগমন লইয়া মহা ধূমধাম কাণ্ড পড়িয়া যায়, হানিমানের আগমনে তাদৃশ কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠিত হয় নাই। হাতে কলমে এত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এখন সেই ক্লান্তি দূর করা পারিসে আসিবার কারণ। নব-বিবাহিতা বনিতা সঙ্গে পারিসে পৌছিয়া কঠিন পরিশ্রম হইতে নিস্কৃতি লাভ করা ব্যতীত ফ্রান্স আগমনের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি ফরাসি ভাষায় এক বৃহদাকৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। এখানে আসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে সেই গ্রন্থের সমাধা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সবাসি-গণের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া ঐ পুস্তক বিরচিত হয়। হোমিওপ্যাথি প্রথা উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে, ফ্রান্সে বহু বৎসর ধরিয়া তর্ক-স্রোত বহমান থাকে। অধিক আর কি বলিব, হোমিওপাথেরাও আবিষ্কারকের বহুতর মতের প্রতিবাদ করিতেন; তাঁহার কত মত বিতণ্ডা দ্বারা খণ্ডন করিতেন। হানিমানের অতি

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতের স্থানে তাঁহাদিগকে বিভিন্ন মত স্থাপন করিতে শুনা যায়।—হানিমান্ ঐ সকল শুনিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। অপর কর্ত্তৃক খণ্ডিত মতের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী চালনা করিবেন, কিছু কাল পরে প্রচারিত হইল।

"এখানে অলক্ষিত ভাবে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা। প্রায় এক পক্ষ কি তদপেক্ষা কিছু অধিক দিন হইবে, তিনি পারিসে আসিয়াছেন, অথচ তাঁহার নিতান্ত প্রিয়-পাত্রেরাও তাহা জানিতে পারেন নাই। প্রকাশ্য পথের ধারে থাকিলে, পাছে কেহ টের পায়, এজন্য তিনি অত্যন্ত অপরিসর গলিতে থাকিতেন।

"অতি অল্প দিন ঐরূপে অতিবাহিত হইতে না হইতে, তাঁহার আবাস-বাটী সকলের পরিচিত হইয়া পড়িল। জর্ম্মণির ন্যায় এখানেও রোগী ও দর্শক-বৃন্দের আগমনে তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রত্যহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।"

এখন হইতে কূট তার্কিকগণের সমালোচনার উত্তর-সমাধানে তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হয়। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ে ফ্রান্সরাজের সচিব বিমুগ্ধ হন। রাজ-মন্ত্রী গিলানীর অনুরোধে প্রকাশ্যে চিকিৎসা করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। পারিস্ এই সময় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মধ্যবিন্দু। ক্রমে ক্রমে ফ্রান্সে, হোমিওপ্যাথিক সভা, হোমিওপ্যাথিক বিদ্যা-মন্দির, হোমিওপ্যাথিক সাময়িক পত্রের উদ্ভব হইতে লাগিল। হানিমানের উত্তম উত্তম প্রবন্ধের অনুবাদ ঐ পত্রিকার প্রতিপাদ্য। দুইটী হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল ও কালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, সাধারণের উপকার হইতে থাকিল। হল্ সাহেব বলেন, ঐ কালেজের শিক্ষা-কার্য্য অতিশয় সুচারু।

অত্রত্য বাস-ভবন নানা-প্রকার চিত্রে সুসজ্জিত ছিল। পুস্তকালয় বহু প্রকার নবীন ও প্রাচীন জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকে সমাকীর্ণ; দেখিলে, অকস্মাৎ দ্বিতীয় বোড্লিয়ান লাইব্রেরি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

এই সময়ে হানিমান্ তাঁহার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুবরকে তাঁহার পত্রের উত্তরে বলেন :—

"যখন আমার বিপক্ষীয় কোন লেখার খণ্ডন করা আবশ্যক হইবে, তখন আমার কোন না কোন ছাত্র সে কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আমি নিজে কোন বিষয় সমর্থন করিতে বাঞ্ছা রাখি না।"

ইহার কারণ তাঁহার তাদৃশ অবসর ছিল না। এই পত্র-খানি ১৮৩৬ অব্দে লিখিত হইয়াছিল।

জন্মতিথি উৎসব।

তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ কেমন সমাদরে, কেমন আমোদে অতিবাহিত হইয়াছে জানিতে, সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইলে, জন্মতিথি-বিবরণের বর্ণন আবশ্যক। কতকগুলি বন্ধু ও অন্তেবাসী মিলিত হইয়া, তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব পরম সমারোহে সম্পন্ন করেন *। তদুপলক্ষে সুসভ্য ইউরোপের এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মহানন্দে কোলাহলময় হইয়া উঠে। তথায় আমন্ত্রিত প্রধান প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্তগণের অসদ্ভাব ছিল না। আহূত, অনাহূত স্তুতিবাদক-গণের উপস্থিতিতে গৃহাঙ্গণ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সজ্জিত প্রাঙ্গণের কেন্দ্র-স্থলে শুভ্র প্রস্তরময়ী হানিমানের দেহ-পূর্ব্বার্দ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। সেই প্রতিকৃতি, হানিমানের প্রিয় সুহৃৎ ডেভিডের যত্নে ক্ষোদিত। প্রতিরূপ—সিঙ্কুনা, বেলেডোনা, ডিজিটালিস্ প্রভৃতি ঔষধ-বৃক্ষের বিজড়িত চিত্রে পরি-শোভিত হওয়ায়, দর্শক-মণ্ডলীর বিস্ময় বর্দ্ধন করিয়াছিল। এবং ইয়ো-রোপ ও আমেরিকার তৎ-কাল-প্রসিদ্ধ হোমিওপাথ ডাক্তারগণের নামও তাহাতে অঙ্কিত ছিল। অতুলনীয়কীর্ত্তি, পারিসের ডাক্তার লিওন্ সিমন্,—লাউএল্গিন্, কাউণ্ট ডেস্ গিডি প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া

* ডিসিটাস্ ষ্ট্রীট স্থিত ভবনে এই উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পুষ্পমালা-মণ্ডিত প্রাঙ্গণে হানিমানকে লইয়া গেলেন। তৎপরে সিমনের অনর্গল মধুর বক্তৃতায় সকলের হৃদয়-গ্রন্থি শিথিলিত হইয়া গেল। বাগ্মী উপসংহার কালে হানিমানকে মানব-জাতির 'জীবনবন্ধু' নির্দ্দেশ করিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। তাহার পর, ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয় ভাষায় দুইটী ছন্দোময়ী কবিতা পঠিত হইল।

ইহার কিয়ৎ কাল পরে পারিস্ হইতে, প্রাচীন বন্ধু হক্যাথ্ লেমান্‌কে জর্ম্মান্ ভাষায় এক পত্র লেখেন। সেই পত্রী নিম্নে অনুবাদিত হইল। চিঠি খানি যদিও অতি ক্ষুদ্র, তথাচ তাহাতে হানিমানের মনোগত ভাব ব্যক্ত হইতেছে:—

"প্রিয়বন্ধো!

"প্রেরিত তালিকানুযায়ী প্রত্যেক ঔষধের তৃতীয় চূর্ণ পাঠাইবে। অদ্যাপি তুমি সে গুলি পাঠাও নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তাহা প্রস্তুত করিয়া এমিলিয়াকে § দিলে, তিনি আমায় পৌছিয়া দিবেন। তোমার হস্ত-লিপি পাইলে, বুঝিব—অদ্যাবধি তুমি জীবিত রহিয়াছ। তোমার পরিবারস্থ সকলে কিরূপ আছেন, জানাইবে। আমরা দু জনে এখানে ভাল আছি। আমার পত্নী তোমায় আন্তরিক প্রীতি-প্রকাশক সম্ভাষণ বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

পারিস্; ২৩ সে মার্চ্চ, ১৮৪১ খৃঃ অব্দ।

ভবদীয় অনুগত

সামুয়েল্ হানিমান্।"

যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এই পত্রিকা লিখিত হইয়াছে, তিনি শেষাবস্থা পর্য্যন্ত হানিমানের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ডাক্তার ডজেন্ বলিয়াছেন—৮৬ বৎসরের লিখিত হস্তাক্ষরে নিরুপম সৌন্দর্য্য ছিল।

---

§ অতি শৈশব কালে এই 'এমিলিয়া' সুস্ আখ্যাত অভিহিত হইতেন। ইহাঁর নামান্তর ম্যাডাম্ লেবি। ইনি হানিমানের অন্যতম কন্যা।

উপসংহার।

বহুল যত্নে যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি করা হয় নাই। এক্ষণে আমরা হানিমানের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে সমাগত। ক্রমাগত কঠিন পরিশ্রমে হানিমানের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন। ঐ রোগেই তাঁহাকে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া পরলোক গমন করিতে হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই * প্রদীপ্ত হানিমান্ সূর্য্য সহসা অস্তমিত হই[illegible] ফ্রান্স কাঁদিল—জর্ম্মণি কাঁদিল—সমগ্র ইউরোপ কাঁদিল, সেই সঙ্গে আমেরিকাও কাঁদিল। মানব-জাতির সেই অকৃত্রিম বন্ধু-বিরহে শত্রু মিত্র সকলেই বিহ্বল হইয়াছিল—সকলেরই চক্ষে দুঃখাশ্রু পতিত হইয়াছিল।

তিনি যে ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রীক্, লাটিন্ ও আরবি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও তাহাতে পুস্তকানুবাদ এবং জর্ম্মান্, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজি, ইটালীয় প্রভৃতি নব্য ভাষায় অসাধারণ অধিকারে হানিমানের গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। ভবিষ্য বংশের জন্য তিনি কি এক অমূল্য সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক-গত হইয়াছেন! সেই গ্রন্থ-রূপ সম্পত্তিতে তাঁহার কীর্ত্তি চিরযুগ বিঘোষিত করিয়াছে ও করিতেছে এবং উত্তর কালে তাদৃশ কীর্ত্তিত রহিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ গ্রন্থ-রাজি তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ চরিত্রের সুযশ কীর্ত্তন করিয়া অনন্ত কাল যেমন তাঁহাকে জাগ্রত রাখিবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও অশেষ উপকার সাধিত হইবে।

---

* শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "হানিমানের জীবন-চরিতে", ৩ রা জুলাই ৮৮ বর্ষে মৃত্যু উল্লিখিত হইয়াছে। ডজেন, রসেল, ডাক্তার সরকার প্রভৃতির পুস্তকে ৮৯ বৎসরে মরণ এবং মরণের দিন ২রা জুলাই নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং ইহাই প্রামাণিক।

হানিমান্ যার পর নাই সরলমনা ও উদার ছিলেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে তিনি লুথার-মত মান্য করিতেন। তাঁহার জীবনে অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সমদর্শিতা হৃদয়ঙ্গম হইলে চমকিত হইতে হয়। এত উচ্চ উচ্চ গুণের সহিত বিনম্রতা তাঁহাতে অবস্থিত ছিল। নিজ দেহে তিনি শতাধিক ঔষধের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতেই বোধ হয়, তিনি আর অধিক দিন জীবিত রহিতে পারিলেন না। গ্রীক্ ও লাটিন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজি ইটালীয় ও জার্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য। কৃষি, রসায়ন, সাহিত্য ও চিকিৎসা-সম্বন্ধে ন্যূনাধিক চতুর্ব্বিংশতি গ্রন্থ তাঁহা কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়। বহুসংখ্যক পুস্তক তাঁহার নিজের বিরচিত। মৃত্যুকালেও তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি অতি জ্যোতিষ্মান্ এবং স্মৃতি-শক্তি অতি তীব্র ছিল। মরণ-পীড়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রায়ই কোন রোগ ভোগ করিতে হয় না। তিনি সাধারণত শান্ত-প্রকৃতি ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি জগৎকে এক নূতন অমূল্য সত্য দিয়াছেন, তাহা কেহ কখন বিস্মৃত হইবে না—বরং অনাদি কাল গৌরবের সহিত, আদরের সহিত অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইবে, হানিমানের চরিত্রের ততই গুরুত্ব বাড়িতে থাকিবে। সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, ব্যাধির অস্তিত্ব বরং দূরীকৃত হইবে, তথাপি হানিমানের নাম কখনই জগত হইতে তিরোহিত হইবার নয়। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—তিনি মৃত হইয়াও, যশে জীবিত। এরূপ অদ্ভুত প্রতিভাশালী মহাজন জগতে আর জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ।

সমাপ্ত।

PRINTED AT THE KASI-KHANDA PRESS, TALIGANJ—CALCUTTA.

সূচি-পত্র।

প্রথম অধ্যায়।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভূমিকা।

বাঙ্গালা-ভাষায় আজিও মৌলিক গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই। মৌলিক-পুস্তক-প্রচারের চেষ্টা করিয়া অতি অল্প ব্যক্তিই সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। পুস্তক-প্রণয়নে আমাদের এই প্রথম উদ্যম। সেই উদ্যমে মৌলিকতা-পূর্ণ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলেই, ভাল হইত। কিন্তু বঙ্গে এক্ষণে মৌলিক মতের অতি শোচনীয় অবস্থা। মৌলিকতার ভাণ করিয়া আজি কালি অনেকে পাঁচ স্থান হইতে পাঁচটী বিষয় সংগ্রহ করেন ; জন-সাধারণ জানিবার অবসর পান নাই, সেই বিষয়-পঞ্চক স্থলান্তর হইতে সংগৃহীত কি না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা কি মৌলিক? শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের যদি তীব্র দৃষ্টি পড়িত, এত দিন নিশ্চয়ই সেই অভ্যুত্থানোন্মুখ, আপাত-প্রতীত নূতন মত-প্রচারক নব্য চোর-দল অচিরে হীন-সাহস হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, এক্ষণে বস্তুত এমনই দাঁড়াইয়াছে, যদি কেহ নূতন ভাবে কোন তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন, নবীন ব্রতী হইলে, উদ্যমের পুরস্কার-লাভ করিতে তাঁহাকে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। সুতরাং মৌলিক-গ্রন্থ-রচনে এই বার আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হইল না। সেই জন্যই এই বার হানিমানের চরিত অবলম্বন করিয়া বর্তমান পুস্তিকা খানি বিজ্ঞ-সমাজে সমানীত হইল। সংগ্রহ-গ্রন্থ হইলেও, ইহাতে আমাকে স্থানে স্থানে নিজের অভিমতি প্রকাশ করিতে হইয়াছে ; তৎ-সমস্তই আমার চিন্তার ফল।

নূতন-তত্ত্ব-আবিষ্কারক সচরাচর যে সম্মান পাইয়া থাকেন, সংগ্রাহকের ভাগ্যে সে সম্মান না ঘটুক, সংগ্রহ-কর্তা স্বীয় বিভাগে কার্য্য করিতে পারিলে, জগতের একটী না একটী উপকার সাধিত হয়। অতএব এই গ্রন্থে বঙ্গ-ভাষার কোন সাহায্য হইতে পারে। কেন না, সামুয়েল্ হানিমান্ উনবিংশ শতাব্দীর দীপ্তিমান্ এক প্রকাণ্ড সূর্য্য।

এই পুস্তক-সঙ্কলনে আমায় বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। কেন না, ইউরোপীয়, কি আমেরিক ভাষায় অদ্যাপি হানিমানের সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্ত প্রকটিত হয় নাই। সুতরাং এক জন মহাপুরুষের যথাযোগ্য জীবনী লিখিবার পূর্ণ আদর্শ না পাওয়ায়, ক্লেশের একশেষ ঘটিয়াছিল। অবলম্বিত বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সংস্রব। যাহাতে বৈজ্ঞানিক মত সকল সাহিত্যে প্রাঞ্জল ভাষায় পরিব্যক্ত হয়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্যতা হইয়াছে,

পাঠক-বর্গ তাহার বিচারক। ইয়োরোপীয় ব্যক্তি-মাত্রই স্ব স্ব সম্পূর্ণ জীবনী লিখিয়া থাকেন, কিন্তু হানিমান্ হোমিওপ্যাথির আবিষ্ক্রিয়ার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত আত্ম-জীবন-বৃত্ত লিখিয়াছিলেন। †

হানিমানের জীবন-চরিত আদৌ "আর্য্যদর্শনে *" প্রকাশিত হয়। যখন "আর্য্যদর্শনে" প্রস্তাব বাহির হইতেছিল, সেই সময়ে বিস্তর ঘটনাবলি আমার দুষ্প্রাপ্য ছিল। বর্ত্তমান পুস্তক-প্রণয়নের সমকালে অনেক নূতন বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। সুতরাং ইহা নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, এখন "আর্য্যদর্শন"-প্রকাশিত ভাগের সহিত এই গ্রন্থের তুলনায় ইহার আকার তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে যে অংশ অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ ছিল, স্থানে স্থানে তাহা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও স্থল-বিশেষে পরিশোধিত হইয়া "সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী" বর্ত্তমান সংবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত আকারে প্রচারিত হইল। সুতরাং "আর্য্যদর্শন"-উক্ত অংশের আবশ্যক স্থল অসংবর্দ্ধিত, অনাবশ্যক স্থল অপরিত্যক্ত ও অবিশোধিত রহিল না। এই সংশোধন, বিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন জন্য যে, বিস্তর অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, পুস্তকের টীকা-ভাগে তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক্ বিবৃত করা গিয়াছে। এই পুস্তক বিজ্ঞবর "আর্য্যদর্শন"-সম্পাদক-প্রণীত "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের" প্রণালী-অনুসারে বিরচিত হইল। বিজ্ঞমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন, মিলের জীবন-বৃত্ত বাঙ্গালা 'জীবন-চরিতের' আদর্শ-স্বরূপ। কিন্তু মিলের জীবনীর যাবৎ গুণ ইহাতে সংক্রামিত হইয়াছে, এই অসংসাহসিক উক্তি কোন মতেই নির্দ্দেশ করিতে পারি না। যাহাহউক, এক প্রতিভাশালীর জীবনী পরিজ্ঞাত হইলে, বঙ্গ-সমাজের উপকার হইবে, তাহাতে কিছু-মাত্রও সংশয় নাই।

যে যে উপাদানে হানিমানের জীবনী সংগঠিত হইল, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল :———

(১) Life of Hahnemann (with an Engraving) by A. GERLAND HULL, M.D. Newyork, 1841.

(২) Lesser Writings of Hahnemann, collected and translated (into English) by R. E. DUDGEN, M.D. London, 1851.

† ১১৮১ পৃষ্ঠাঙ্ক, ৩০ সে অঙ্ক পর্য্যায়।

* ১২৮৩ চৈত্র; ১২৮৭ আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা দেখ।

(৩) Lectures on Homœopathy ; by R. E. DUDGEN, M.D. Manchester, 1854.

(৪) History and Heroes of Medicine ; by RUSSEL London, 1861.

(৫) On the Supposed Uncertainty in Medical Science ; an Address in Medicine, Read before the Bengal Branch of the British Medical Association. By MAHENDRA LA'L SIRCA'R, M. D., Calcutta. Fabruary 16, 1867.

(৬) Calcutta Journal of Medicine. Vol. I to IV Edited by M. L. SIRCA'R, M.D., Calcutta, 1868 - 71.

(৭) A Sketch of the Treatment of Cholera ; by M. L. SIRCA'R, M. D., Calcutta, 1870.

(৮) বিসূচিকা ;—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। কলিকাতা, ১২৭৮ সাল। ‡

(৯) হানিম্যানের জীবন-চরিত ও হোমিওপ্যাথি ;—শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কলিকাতা, ১২৮০ সাল।

(১০) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড ;—শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী, এল্. এম্. এস্-প্রণীত। কলিকাতা, ১২৮৫।

(১১) Hahnemann ; His place in the History of Medicine (A Lecture delivered before the Bethune Society.),—By M. L. SIRCA'R. M. D., Calcutta, 30th April, 1880.

(১২) (ক) Statesman and Friend of India. 5th May, 1880.
(খ) Proceedings of the Bethune Society ; Session 1879-80. Calcutta, 1880.

(১৩) (ক) Beeton's Dictionary of Universal Information.
(খ) Ditto Encyclopedia.
(গ) Chamber's Encyclopedia.

এই সকল গ্রন্থ হইতে জীবনচরিত-সংক্রান্ত রীতিমত ও ধারাবাহিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল অসম্বদ্ধ ও ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত সামান্য সামান্য ঘটনা-মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

‡ ২য় সংস্করণ দ্বারাও, অনেক সাহায্য হইয়াছে

এই পুস্তকে কয়েকটী নূতন শব্দ সঙ্কলন করা গিয়াছে। মিল্ ও ম্যাট্‌সিনি হইতে সাহায্য গ্রহণ করা গেল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দে এম্, ডি, হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-পারদর্শী ডাক্তার শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ, বাবু উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত বিদ্যার্থী আমার কোন বিশেষ বন্ধু নানা প্রকারে আমায় সাহায্য করিয়াছেন। প্রথমোল্লিখিত মহাত্মা হানিমান্-বিরচিত লাটিন্, জর্ম্মান্ ও ফ্রেঞ্চ ভাষার গ্রন্থাবলির নাম-মালা ইংরাজীতে ভাষান্তর করিয়া না দিলে, এই পুস্তক অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। তিনি, আগন্তুক হইলেও, আমায় যেরূপ অমায়িক ব্যবহারে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এ জীবনে তাহা ভুলিবার নহে। মহেশ বাবু অনেক ইংরাজী শব্দের পারিভাষিক অর্থ সঙ্কলন করিয়া ও গ্রন্থের স্থান-বিশেষ দেখিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, তিন জন ডাক্তার মহোদয়ের পরামর্শ ও যুক্তি না লইলে, নিঃসন্দেহ গ্রন্থের অঙ্গহানি হইত। ডাক্তার বিহারিলাল ভাদুড়ী. এল্. এম. এস্ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা ভাগে "ডজেনের হোমিওপ্যাথি-বিষয়ক বক্তৃতা" অবলম্বনে হানিমানের জীবন-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত কিয়ৎ পরিমিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ও পরেশ বাবুর গ্রন্থ হইতে, যৎকিঞ্চিৎ উপকার পাইয়াছি। উপেন্দ্র বাবুর উপদেশের নিকট গ্রন্থকার কত ঋণী, এই সামান্য বিজ্ঞাপনে তাহা পরিব্যক্ত হওয়া, এক প্রকার অসম্ভব।

যে যে স্থলে হানিমানের আত্ম-জীবনী হইতে ঘটনা পাইয়াছি, তথায় কোন চরিতাখ্যায়কের মতই পরিগৃহীত হয় নাই। হানিমান্-সম্বন্ধে পরস্পর-বিরুদ্ধ বিস্তর মত ও ঘটনা শুনা যায়। যে দিকে বহুল প্রামাণিক যুক্তি নির্দ্দেশিত আছে, সেই সেই মত ইহাতে গ্রহণ করিলাম। গ্রন্থ-প্রণয়ন-কালে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদয়-মণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন। নানা কারণে পুস্তক-খানিতে কতক কতক ত্রুটি লক্ষিত হইবে। গুণ-গ্রাহক মহোদয়গণ প্রথম প্রয়াসের ফল বুঝিয়া তৎ-প্রতি উপেক্ষা করিলে, নিতান্ত উপকৃত হইব।

২৫ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৯ এ কার্ত্তিক, ১২৮৮।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়,
রাধানগর (থানাকুল কৃষ্ণনগর)।

সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী-
সম্বন্ধে সংবাদপত্র সম্পাদক ও বিজ্ঞগণের
অভিমতি।

দেওঘর। ২৩ শ্রাবণ, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত তোমার প্রস্তাব সকল কৌতুহলের সহিত পাঠ করিয়া থাকি।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পুঁড়া, বশীরহাট। ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ সাল।

আর্য্যদর্শনে হানিমানের জীবন-চরিত পাঠ করিলে, মন প্রফুল্ল হয়। লেখা উত্তম, বিষয়ও উত্তম। যাহাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলা যায়, তাহা হানিমানের জীবনী লেখায় প্রচুর পরিমাণে আছে। এরূপ সাহিত্য পাঠ করিলে, মানুষের ভাষাগত ও আন্তরিক বৃত্তি-গত সংস্কার-সম্ভাবনা আছে। সুতরাং উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। এই জীবনীটি প্রথমে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে স্বতন্ত্র পুস্তক-রূপে মুদ্রিত করিয়া, মহেন্দ্র বাবু উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় জীবন-চরিত গ্রন্থ নিতান্ত দুর্লভ। বিদেশীয় মহদ্ব্যক্তি-গণের জীবন-চরিত সকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইলে, যেমন এক পক্ষে সে অভাব পূর্ণ হইবে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে লেখকগণের রুচি ও আস্থা জন্মিবে। হানিমান্ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসার আবিষ্কর্ত্তা। ঈদৃশ মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির মহচ্চরিত্র লোক-সমাজে প্রকাশিত হওয়া একান্ত উপকারী। মহেন্দ্র বাবুর লেখা পাঠ করিয়া, আমরা সাতিশয় প্রীতিলাভ

করিয়াছি। পুস্তক-খানি বঙ্গ-বিদ্যালয় সমূহের উচ্চ শ্রেণীতে পঠিত হইবার উপযুক্ত।

[সংবাদ প্রভাকর; ১লা ভাদ্র, ১২৮৮।

—০—

চারুবার্ত্তা-কার্য্যালয়।
১৮৮১। ৩০এ জুন।

আপনার ভাষা এবং চিন্তা বাস্তবিকই প্রশংসা-যোগ্য।

শ্রী * * *
চারুবার্ত্তা-সম্পাদক।

—

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়
সমীপেষু।

মহেন্দ্র বাবু,

আমি তোমার প্রণীত "সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী" পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম। অতি সহজ ভাষায় এই বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক গ্রন্থ-খানি রচিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা সাধারণের প্রীতিদায়ক হইবে। টীকা দেখিয়া বোধ হইল, তুমি গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছ এবং আমি বলিতে পারি, তাহাতে তোমার কৃতকার্য্যতাও হইয়াছে।

কলিকাতা।
২৬ ভাদ্র,
১২৮৮ সাল।

শ্রীত্রিলোচন ন্যায়ভূষণ
"লেডিজ্ এসোসিয়েশনন" বিদ্যালয়ের
প্রধান পণ্ডিত।

—

27th August, 1881.

MY DEAR MOHENDRA BABU,

I have read with much pleasure your life of Hahnemann. The work is full of interest and will be an invaluable addition

to the library of the [illegible]t and the inquirer. Besides being the biography of a d[illegible]guished man, who worked a signal revolution in the worl[illegible] medicine, it has an independent merit of its own and wou[illegible]pay a thoughtful perusal. The problems of Hahnemann's [illegible]he problems which to this day divide the scientific [illegible] have been carefully considered and there is an attempt [illegible]very case to evolve out of the jarring and undigested [illegible]tion furnished by his biographers, a plain and systematic narrative such as is demanded by the general reader. You have done well to follow Dr. Sircar whose lecture short as it is, hits off some of the salient points of Hahnemann's character. The style of the work is terse, vigorous and eloquent and barring the classical expressions that meet the eye here and there, is well-adapted to the subject.

Yours sincerely
MOHINI MOHAN DATTA, B. A.

166, Cornwallis Street.
CALCUTTA.

হুগলি।
৩১ শে শ্রাবণ, ১২৮৮।

প্রিয় মহেন্দ্র বাবু,———

প্রথম যখন হানিমান্ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করি, তখনই লেখককে প্রশংসা করিয়াছিলাম। ইহা কেবল হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-পক্ষ-পাতী মানবের পাঠ্য নহে, আমাদের বঙ্গ-ভাষার একটি রত্ন, বাঙ্গালির সুরুচির পরিচয়,—পাঠকের সু-অধ্যবসায়ের উত্তেজক। সামান্য মূল ধরিয়া চিন্তা করিলে, তাহাতে কত উপকার হয়, এই হানিমানের জীবনী তাহার প্রমাণ। যে দিন বঙ্গে কৃতবিদ্য-সম্প্রদায় এই রূপ চিন্তা-পটু ও প্রত্যেক বিষয়ের ফল কার্য্যে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, সেই দিনই আমাদের প্রকৃত উন্নতির দিন। আপনার লিখিত

আশ্বিন মাসের আর্য্যদর্শনের ২৫০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের শেষে—"ধুতুরা ব্যবহারে নীরোগ দেহের মত্ততা জন্মায়, আবার উন্মত্ত অবস্থায় ধুস্তুর ঔষধের কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহা সপ্রমাণিত হইল।" এই তত্ত্বটী আয়ুর্ব্বেদে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কথিত হইয়াছে,—আজিও ধুতুরা উন্মাদ-রোগের প্রধান ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "বিষস্য বিষমৌষধং"—বাঙ্গালি-মাত্রের জানা আছে, অথচ সেই মূল ধরিয়া কেহই কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিবার জন্য চিন্তা করেন না। আপনার হানিমান্ শীর্ষক প্রবন্ধ সেই রূপ চিন্তা করিতে শিক্ষা দিতেছে। আর্য্যদর্শনের 'মিলের' ও 'ম্যাট্সিনির' জীবন-বৃত্তান্ত যেরূপ বঙ্গের আদরের সামগ্রী, হানিমান্ শীর্ষক প্রবন্ধও সেইরূপ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধটিতে আপনার বহুল গবেষণার পরিচয় দিতেছে; কিন্তু তথাপি এক এক স্থলে কিছু সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বোধ হয়। যখন ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তখন সে দোষ থাকিবে না—সম্পূর্ণ প্রত্যাশা।

ইহার ভাষা সরল,—নীতি উচ্চ। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বালকদিগের শিক্ষার্থ এরূপ প্রবন্ধ নির্ণীত হইলে, শিক্ষা-বিভাগের উন্নতি হয়।

ভরসা করি, শীঘ্রই হানিমান্ শীর্ষক প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া, বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধন করিবে। ইতি—

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়।
(কবিরাজ)।

LIFE

OF

SAMUEL HAHNEMANN,

THE FOUNDER OF HOMŒOPATHY;

(WITH A SHORT HISTORY OF HIS SYSTEM AND NOTICE OF HIS WORKS.)

BY

MAHENDRA NA'TH ROY,

MANAGER, ARYADARS'AN.

হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কর্ত্তা

মহোপাধ্যায়

সামুয়েল হানিমানের জীবনী

ও

তৎ-প্রণীত গ্রন্থাবলির বিবরণ।

[হোমিওপ্যাথির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সমন্বিত।]

আর্য্যদর্শনের অধ্যক্ষ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত,

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

টালিগঞ্জ;

কাশীখণ্ড-যন্ত্রে শ্রীরামকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্যদর্শনে" সর্ব্বপ্রথম হোমিওপ্যাথি-মতের উদ্ভাবন-কর্ত্তা জগদ্বিখ্যাত 'সামুয়েল্ হানিমানের জীবনী' প্রকাশিত হয়। সাধারণের প্রোৎসাহে মহৎ উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া, প্রস্তাব-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় বহুল যত্ন সহকারে সম্প্রতি সেই প্রস্তাব স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকটিত করিলেন। বিষয়টী কত প্রয়োজনীয়, গ্রন্থ-খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেই, স্পষ্ট প্রতীত হইবে। এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে, গ্রন্থকারকে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন, বহু পরিশ্রম স্বীকার ও বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থের টীকা-ভাগ সন্দর্শন করিলে, সহজেই বোধগম্য হইবে যে, শুদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ মহোদয়দিগের উপকারে আসিবে, কেবল এরূপ ভাবে ইহা বিরচিত হয় নাই। যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক-রূপে পরিগণিত হইতে পারে—এমন কি, সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ইহার পঠনাধিকারী হইতে পারেন, তদ্রূপ প্রাঞ্জল ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছে।

সামুয়েল হানিমান্ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়াও, কত দূর ক্লেশ স্বীকার করিয়া, সত্যের জন্য—বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতির জন্য—না,—স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সংসাধনের জন্য কত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছিলেন! চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ অসাধারণ বুদ্ধিমান্ হানিমান্ যদি, এরূপ অধ্যবসায়-শালী না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এত দিনেও হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবির্ভাব হইত না। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, 'যাহাতে পীড়ার উৎপত্তি, তাহাতেই বিনাশ হইবে।' নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে, উক্ত মত-সম্বন্ধে হানিমানের এক গভীর চিন্তার উদয় হইল। সেই চিন্তার বহু আলোচনার পর—'যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই ধ্বংস' স্থিরীকৃত

হয়। এই মহৎ তত্ত্বের মর্ম্ম অবগত হইতে, হানিমানের তেজস্বী মস্তিষ্ক বিশেষ-রূপ বিলোড়িত হইয়াছিল। তিনি নিজেই সুস্থাবস্থায় কুইনাইন্ ভক্ষণ করিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সুতরাং তখন অবধারণ করিলেন, এত দিনে 'যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই বিনাশ' সপ্রমাণিত হইল। অনেকেই জানেন, সহজাবস্থায় ধুতুরা ভক্ষণ করিলে, উন্মত্ততা জন্মে; পীড়িত অবস্থায় সেই ধুতুরা ভক্ষণ কর, তাহা উন্মত্ত অবস্থা বিদূরিত করিয়া দিবে। সুস্থ শরীরে যদি পারদ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে, তাহাতে উপদংশ রোগ উৎপন্ন হইবে। আবার পীড়া-কালে ইহার প্রয়োগে সেই রোগ বিতাড়িত হইয়া থাকে।

মহাত্মা হানিমানের এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে, বিস্মিত হইতে হয়। নৈতিক চরিত্রে বল, সাধারণ কার্য্য-বিভাগে বল, আর বিদ্যা-বিষয়েই বল, তিনি এক জন অসাধারণ মনুষ্য। তিনি জীবিতাবস্থায় যত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তুলনা করিলে, অপর কোন মনস্বী সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়াও, তত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন কি না সন্দেহ-স্থল। হানিমানের মস্তিষ্ক ভিন্ন এরূপ সারগর্ভ বিষয়, আর কাহা দ্বারাই প্রকটিত হইতে পারে নাই। হানিমান্ এই সকল মহোপ-কারক বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া জগতের কত উপকার করিয়া গিয়াছেন! সেই জন্য আজও আমরা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকি; এবং বোধ হয়, অনন্ত কাল করিব। তিনি ভারত-রাজ্যের অধিবাসী না হউন্, তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ নামের গৌরব, ভারত-গগনে দীপ্তিমান্ শুক্র তারার ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

মহাত্মা হানিমানের জীবনী প্রণয়ন করিতে গিয়া, মহেন্দ্রবাবুকে বিশেষ-রূপ গবেষণা-পরতন্ত্র হইয়া নানা দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তদ্রচিত গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলন করিয়াছেন। "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভায়" নিয়মিত গতিবিধি করিতেন বলিয়া, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে গ্রন্থকারের বিশেষ প্রবৃত্তি আছে। বিজ্ঞান-প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে হানিমানের জীবনী প্রণয়ন

করা অনেকাংশে সহজ। সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়ের কনিষ্ঠ মাতুল, ডাক্তার মহেশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "চিকিৎসা-সার-সংগ্রহের" প্রণয়ন-কালে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন, আমরা বিশেষ অবগত আছি। অতএব নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, চিকিৎসা-বিদ্যায় গ্রন্থকর্ত্তার অনেক দূর অভিজ্ঞতা আছে; সুতরাং তদ্দ্বারা এই পুস্তকের বিস্তর সাহায্য হইয়াছে। বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় জ্ঞান না থাকিলে, এই রূপ কার্য্য সুচারু হইয়া উঠিত না।

শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, হানিমানের এক খানি জীবন চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি একাদশ পৃষ্ঠায় এরূপ সুদীর্ঘ প্রবন্ধকে অতি সংক্ষেপে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত জীবন-চরিত-মধ্যে হানিমানের জীবনের ঘটনাবলি যথাযথ এবং প্রকৃষ্ট-রূপে উল্লিখিত হয় নাই। হানিমানের সুদীর্ঘ জীবনে যে যে মহোচ্চ ও বিস্ময়-কর ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা এক প্রকার অসা-ধারণ। ডাক্তার বিহারিলাল ভাদুড়ী মহাশয়ও তাঁহার হোমিওপ্যাথিক্ "চিকিৎসা-বিজ্ঞান" গ্রন্থের প্রারম্ভে ভূমিকা-মধ্যে মহাত্মা হানিমানের জীবনী-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন। বিহারীবাবু বিখ্যাত ডজেনের হোমিওপ্যাথি-সংক্রান্ত "বক্তৃতা" হইতে হানিমানের জীবন-বৃত্ত আঠার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করিয়াছেন। ডজেন্ হোমিওপ্যা-থিক চিকিৎসা-বিষয়ক বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে, হানিমানের দুই এক খানি অসম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অপ্রামা-ণিক। ডজেন্ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া জর্ম্মনি হইতে হানিমানের জীবনের ঘটনা-বিষয়ক অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডজেন্ যাহা বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বিহারীবাবু ভূমিকায় জীবন-চরিতে তাহাই লিখিয়াছেন। ডজেনের বক্তৃতা মধ্যে মহাত্মা হানিমানের জন্ম-তিথি ও কোন্ সময়ে মহাত্মা হানিমান্ এম, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ নাই। বিহারীবাবুর লিখিত ভূমি-কাতে উক্ত ঘটনা অবিকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। ডজেনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ব্যতীত বিহারী বাবুর পুস্তকে আরও অনেক বিষয়ের

অভাব রহিয়াছে। মহেন্দ্র বাবু তাহার কোন কোনটীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে সরল ভাষার মধ্যেও জটিলতা দোষ সুস্পষ্ট। পরেশ বাবু ও বিহারী বাবুর পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান গ্রন্থ এক প্রকার সম্পূর্ণ নূতন বলিলেও বলা যায়। ফলত মহাত্মা হানিমানের সুদীর্ঘ জীবনী সংক্ষেপে বা অসম্পূর্ণ-ভাবে সমাপ্ত করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

ঈদৃশ সম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী যে গ্রন্থে বিবৃত আছে, তাহা যে কত বহুমূল্য, তাহা আর সপ্রমাণ করিতে হইবে না। এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে গ্রন্থকর্ত্তাকে বিস্তর ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের ভরসা হইতেছে, জন-সাধারণ এই রূপ মহোচ্চ-গুণ-সম্পন্ন গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন, এবং তাহা হইলেই গ্রন্থকারের বহুল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

উপসংহারে প্রণেতাকে আমাদের অনুরোধ, তিনি যেমন এক জন বিদেশীয় মহাত্মার জীবন-বৃত্ত লিখিয়া, সাধারণের অনুরাগ-ভাজন হইতে চলিলেন, তদ্রূপ স্বদেশ-হিতৈষী ভারতীয় কোন কোন মহা-পুরুষের এক এক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন-চরিত লিখিয়া, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন এবং সাধারণের প্রশংসার্হ হন।

বাক্‌সা, জনাই।
২২ ভাদ্র, ১২৮৮ সাল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ,
(কলিকাতা—বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট
সাহায্যকৃত বাঙ্গালা-পাঠশালার
অন্যতম শিক্ষক)
প্রকাশক।

———০:০———